উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

২২ আশ্বিন ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 9 October 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 139

এটাই তো নতুন হকিন্স-এ বদলে নেওয়ার সময়

নীচে দেওয়া ডীলারদের কাছে আপনার পুরনো বাসনপত্রের বদলে পান ₹100 থেকে ₹1000*-এর ক্যাশব্যাক - তা' সে যেকোনো নির্মাণ, যেকোনো সাইজ্-এরই হোক।

দার্জিলিং বাগডোগরা, বিহার মোড় পাপুলর স্টোর্স, 9832523209 • নক্সালবাড়ি, নক্সালবাড়ি বাজার চারু এন্টারপ্রাইজ, 9932707305 আলিপুরদুয়ার আলিপুরদুয়ার চৌপাট্টি দে ইলেক্ট্রিক, 9564111487 • পুরাতন বাজার ব্যানার্জী অ্যাণ্ড সন্স, 9547004051 • দুর্গাবাড়ি শুভম এন্টারপ্রাইজ, 9474432562 • মারোয়ারি পট্টি রামকুমার ঘাসিরাম, 9434005956 • নিউ টাউন বাসন্তী ইলেক্ট্রিক স্টোর্স, 9064428815 • মনোরমা, 9832404373 • স্টেশন রোড কুণ্ডু অ্যাণ্ড সন্স, 9614163760 • সেন অ্যাণ্ড সন্স, 9800845997 • বীরপাড়া, সিনেমা রোড মার্তি ভাণ্ডার, 98324 29734 কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজার ত্রিনাথ ভ্যারাইটি সেন্টার, 8972471725 • জাপানী পট্টি মুসকান এন্টারপ্রাইজ, 9474146346 • সত্যনারায়ণ মেটাল স্টোর, 9832448884 • আর্বিভাব মেটাল স্টোর্স, 9046556000 • মা গান্ধেশ্বরী মেটাল স্টোর্স, 8116955911 • রূপনারায়ণ রোড শর্মা ব্রাদার্স,8343925778 • রাজপুরি, 9832053945 • সম্রাট মিস্তান্যা ভাণ্ডার নেপচুন রেডিও সাপ্লাই কোং 6294778269 মালদা বুলবুলচন্ডী, রায় স্টোর্স,9733263576 • চাঁচল, চাঁচল বাজার হোয়াইট হাউস, 9851602345 • কালিয়াচক, গোল্ডেন এন্টারপ্রাইজ, 6294471640 • মালদা, অতুল মার্কেট নটরাজ স্টিল ভাণ্ডার, 9434303949 • ডিসিআর মার্কেট মালদা ইলেকট্রিক হাউস, 9434680562 • লক্ষ্মী অ্যালুমিনিয়াম স্টোর্স, 8250352023 • বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স, 9832556653 • সারদা স্টোর্স, 9434130069 • মা কালী স্টোর্স, 8250441500 • ভিক্টোরিয়া কমপ্লেক্স কিচেন হাব, 9064186400 • সুজাপুর, বাস স্ট্যাণ্ড সাহিল বাসনালয়, 9434981790 উত্তর দিনাজপুর ইসলামপুর, চৌরঙ্গী মোড় বণিক বাসনালয়, 7001442677 • ইসলামপুর বাজার ইসলামপুর মেটাল স্টোর, 9434984157 • কালিয়াগঞ্জ কালিয়াগঞ্জ মার্কেট বণিক বাসনালয়, 9932326383 • এন এস রোড আর্শিবাদ, 9002355199 • করণদীঘি, করণদীঘি বাজার সমর নন্দন, 9933934440 • রায়গঞ্জ, বি.সি. রায় সরণি মডার্ন ইলেক্ট্রিক, 7063549444 • চণ্ডীতলা ফ্লেম সেল্স অ্যাণ্ড সার্ভিস, 7063784755 • থানা রোড ভারত গ্লাস স্টোর, 8100401145 • ভারত গ্লাস, 9434246931 • লক্ষ্মী ট্রেডার্স, 9475719038 • অনামিকা স্টোর্স, 6296845852 দক্ষিণ দিনাজপুর বালুরঘাট, বালুরঘাট বাজার এম এস এস কুমার স্টিল ট্রেডার্স 8942099425 • শ্রী বালাজী স্টিল, 9002570010 • নিউ তিরুপতি স্টিল ফার্নিচার, 9800531986 • বুনিয়াদপুর, বুনিয়াদপুর মোড় নিউ সাথী কালেকশন, 9733041163 • চৌমাথা মণ্ডল বাসনালয়, 8327408391 • গঙ্গারামপুর, হাই স্কুল রাড ভি.আই.পি. হাউস, 7872109404 • ট্রানজিস্টর হাউস, 9647761355 জলপাইগুড়ি দিনবাজার মার্কেট কমপ্লেক্স প্রসাদিরাম প্রভুদয়াল, 6294584613 • মার্চেন্ট রোড নিউ অলোকা ট্রেডার্স, 7602819227 • বণিক মেটাল স্টোর্স, 7001783737 ধুপগুড়ি, কাপুর পট্টি কুন্ডু ভ্যারাইটি স্টোর্স, 9832488838 • ঘর সংসার, 9434339739 • মার্চেন্ট রোড মিত্র ব্রোস 8250749323 • মালবাজার, ক্যালটেক্স রোড বাসনালয় 8918028889 • পুন্ডিবাড়ি, পুন্ডিবাড়ি বাজার গন্ধেশ্বরী ভাণ্ডার, 9932354283 • আঞ্চলিক বিতরক ভুটান, সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গ কোলকাতা ইলিয়ট রোড এলকম এন্টারপ্রাইসেস প্রাঃ লিঃ, ফোন:9874206137 *নিয়ম ও শর্তাবলীর ব্যাপারে ডীলারকে জিজ্ঞাসা করুন • ডীলারশিপের জন্যে এখানে খোঁজ নিন sales@hawkins.in • যেকোনো সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করুন: (022) 2444 0807/9002359790/8420419733/9981170227/8337085440 ; cs@hawkins.in www.buyhawkins.in

প্রেশার কুকার ও রান্নার বাসনপত্রের 400রও বেশি মডেলের সবচেয়ে বিস্তৃত রেঞ্জ।

কাল সাহিত্যের চাঁদের হাট জলপাইগুড়িতে

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৮ অক্টোবর : সাহিত্য আসরে চাঁদের হাট বসতে চলেছে জলপাইগুড়িতে। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাকে এক ছাদের তলায় নিয়ে জলপাইগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'তিস্তা সাহিত্য উৎসব'। ১০ অক্টোবর থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত অরবিন্দ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই সাহিত্য উৎসব হবে। উত্তরবঙ্গের ৩৫০ জন কবি এই আসরে কবিতা পাঠ করবেন। ৬০ জন গল্পকার তাঁদের গল্প নিয়ে আলোচনা করবেন। এছাড়া বিভিন্ন জেলা থেকে আমন্ত্রিত অতিথিরাও আলোচনায় অংশ নেবেন। দশটি বইও প্রকাশিত হওয়ার কথা রয়েছে।

'তিস্তাগুড়ি' পত্রিকার সম্পাদক সিদ্ধার্থশেখর চক্রবর্তী বলেন, 'উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলা থেকে কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিকরা এই সাহিত্য উৎসবে অংশ নেবেন। সাহিত্য সভা, গল্প, কবিতা পাঠের পাশাপাশি বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বই প্রকাশ, সম্মাননা প্রদান, ভাস্কর্য প্রদর্শনী এবং চিত্র প্রদর্শনীর মতো বেশ কিছু অনুষ্ঠানও থাকবে। প্রথম টোটো ভাষার শব্দকোষ তৈরি করায় তিস্তাগুড়ি রত্ন সম্মান পেতে চলেছেন ভক্ত টোটো। এছাড়া তিস্তাগুড়ি জীবনকৃতি সম্মান পাবেন বর্ষীয়ান কবি সমর রায়চৌধুরী। তিস্তাগুড়ি যুব সম্মান পাবেন নীলাদ্রি দেব এবং তিস্তাগুড়ি বিশেষ সম্মান পাচ্ছেন রাজ্যের প্রথম বইগ্রামের প্রণেতা পার্থ সাহা।'

জেলার সাধারণ সাহিত্যপ্রেমীদের জন্য 'কবিতা কি মৃতপ্রায় শিল্প?', 'লিটল ম্যাগাজিন বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক', 'এআই : সাহিত্যের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত', 'বাংলা বই বাজার : বন্দিতেই গণ্ডি', 'বিশ্ব সাহিত্যে বাংলা কথা সাহিত্য', 'অনুবাদ সাহিত্যে বাংলা ভাষা পিছিয়ে', 'লিঙ্গ বৈষম্য মুক্ত সাহিত্যের পরিসর', 'পরিবেশ ভাবনা : সাহিত্যে শুধুই ফুটনোট' শিরোনামে একাধিক আলোচনা সভা হবে। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে থাকবেন সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী, ঔপন্যাসিক নলিনী বেরা, ঔপন্যাসিক শুভঙ্কর গুহ, প্রাবন্ধিক শামীম আহমেদ, কবি মৃদুল দাশগুপ্ত, কবি বিকাশ সরকার প্রমুখ। সাহিত্যক দেবেশ রায়, সমরেশ মজুমদার ও বেণু দত্ত রায়ের নামে মঞ্চের নামকরণ করা হয়েছে। উৎসব প্রাঙ্গণের নামকরণ করা হয়েছে কবি শ্যামল সিংহ ও তোরণ করা হয়েছে প্রবীর রায়ের স্মরণে। চিত্রশিল্পের প্রদর্শনীর দায়িত্বে রয়েছে উইংস আর্টিস্ট গ্রুপ এবং ভাস্কর্য প্রদর্শনী নিয়ে থাকবেন শিল্পী মৈনাক ভট্টাচার্য।

রেলের অনুমতি পেলে স্টিল গার্ডারে জুড়বে জাতীয় সড়কের দু'পাশের উড়ালসেতু। বাগ্রাকোটে জিরো পয়েন্টে।

৭১৭এ চালু হতে আরও ৪ বছর

৫০০ মিটার নির্মাণ এখনও বাকি

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ৮ অক্টোবর : সিকিমগামী ৭১৭এ জাতীয় সড়কের প্রথম ধাপের কাজ শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছে তিন বছর আগেই। বাগ্রাকোটের জিরো পয়েন্ট থেকে লাভা পর্যন্ত ৬১ কিমি দীর্ঘ সড়কটি এখনও পুরোপুরি চালু করতে পারেনি এনএইচআইডিসিএল কর্তৃপক্ষ। বাগ্রাকোটের জিরো পয়েন্টের দু'পাশের উড়ালপুলের মাঝে রেললাইনের ওপর স্টিল গার্ডার বসানোর কাজ হয়নি এখনও। তার পাশাপাশি পাহাড়ি গ্রাম বরবটের কাছে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড় কেটে ৫০০ মিটার সড়ক নির্মাণের কাজও শুরু হয়নি। এনএইচআইডিসিএল জানিয়েছে, সবেমাত্র সেই কাজের টেন্ডার হয়েছে। শীঘ্রই সেখানে পাহাড় কেটে সড়ক নির্মাণ শুরু হবে।

২০১৯ সালে কাজ শুরুর সময় জিরো পয়েন্ট থেকে ভারত-চিন সীমান্তের নাথু লা পর্যন্ত ২৬০ কিমির বিকল্প রাস্তা তৈরির জন্য নির্ধারিত সময়সীমা ধরা হয়েছিল ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাস অবধি। আর এখন আধিকারিকরা মনে করছেন, ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক এড়িয়ে ঝাঁ চকচকে বিকল্প পাহাড়ি পথে গ্যাংটকে পৌঁছানোর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে এখনও প্রায় ৪ বছর সময় লাগতে পারে।

রেলের অনুমতি না মেলায় সমস্ত রকম প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও, জিরো পয়েন্টে দু'পাশের উড়ালপুলের মাঝে রেললাইনের ওপর স্টিল গার্ডার বসানোর কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। জিরো পয়েন্ট থেকে প্রথম ১৩ কিমি সড়ক নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার এক কর্তার দাবি, '২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আমাদের নির্ধারিত কাজ শেষ করা হয়েছে। এখন মেইনটেনান্স পর্ব চলছে। তবে, ওই অংশে স্টিল গার্ডার বসাতে হলে, কাজ চলাকালীন ওই পথে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে। রেলের অনুমতির জন্য একাধিকবার আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশন অফিসে যোগাযোগ করা হলেও কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি।'

এনিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশনের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং বলেন, 'পুজোর আগেই দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা তাদের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিল। এই মুহূর্তে সেবক-রংপো রেলপথ নির্মাণকাজের জন্য রেল চলাচল বন্ধ রয়েছে। আশা করি সেই কাজ মিটলে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই আমরা বাগ্রাকোটেও কাজ শুরু করার অনুমতি দিতে পারব।'

অপরদিকে, সড়কের দ্বিতীয় ধাপ অর্থাৎ লাভা থেকে পেডং পর্যন্ত মোট ২০ কিমি সড়কের কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়াও শেষ হয়েছে। এনএইচআইডিসিএল জানিয়েছে, পেডংয়ের পাহাড়ি জনবসতি বাঁচিয়ে পুরো সড়কটি বাংলা-সিকিম সীমান্তের ঋষি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ঋষি থেকে সিকিমের রংলি-রেনক-পাকিয়ং-রানিপুলে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে গিয়ে মিশবে ওই সড়ক। এছাড়া রংলি থেকে ছাঙ্গু লেকে যাবার রাস্তায় প্রায় ২ কিমি দীর্ঘ একটি সেতু তৈরির কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। পাশাপাশি সিকিমের বেশ কয়েকটি জায়গায় সড়ক নির্মাণের কাজও শেষ হয়েছে।

চিড়িয়াখানায় প্রজনন দ্বিগুণ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : গত বছরের তুলনায় প্রজননের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বাড়ল দার্জিলিং চিড়িয়াখানায়। গতবছর মোট ৬০টি নতুন পশুপাখির জন্ম হয়েছিল। চলতি বছর এখনও পর্যন্ত সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭৮-এ। জানা গিয়েছে, দার্জিলিং চিড়িয়াখানা ও তার আওতায় থাকা তোপকেদাড়া ও ডাউহিল প্রজননকেন্দ্র মিলিয়ে এই সংখ্যা গতবছরের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। দেশের অন্যতম জনপ্রিয় এই চিড়িয়াখানায় পশু, পাখির প্রজনন বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাকে ইতিবাচক দিক হিসেবেই দেখছেন সরকারি আধিকারিকরা। ক্যাপটিভ ব্রিডিংয়ের ওপর জোর দেওয়ার ফলেই এই সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে। আর এর ফলে দার্জিলিং চিড়িয়াখানার আকর্ষণ পর্যটকদের মধ্যে আরও বাড়ছে বলে দাবি করেছেন তাঁরা।

চিড়িয়াখানায় ডিরেক্টর অরুণ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'কীভাবে পশুপাখির প্রজনন বাড়বে সেদিকে সবসময় নজর দেওয়া হয়। সেজন্যই এই সাফল্য পেয়েছি।'

গতবছর রেড পান্ডা সংরক্ষণে বিশ্বের প্রথম তিন চিড়িয়াখানার তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে দার্জিলিং চিড়িয়াখানা। তবে শুধু রেড পান্ডা সংরক্ষণ নিয়ে নয়, তার পাশাপাশি অন্য পশুপাখির সংখ্যাও কীভাবে বৃদ্ধি পাবে, সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছিল।

বর্তমানে প্রায় ৫০টি প্রজাতির পশুপাখি দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় রয়েছে। এপ্রিল থেকে অগাস্ট মাসের মধ্যেই জন্ম হয়েছে ৯৯টি নতুন পশুপাখির।

তাদের মধ্যে রয়েছে চির ফিজান্ট ৪টি, কালিজ ফিজান্ট ১৯টি, স্নো লেপার্ড ২টি, তেমিক ট্রাগোপান ৩টি, মারখোর ২টি, রেড পান্ডা ২টি, হিমালয়ান থার ১টি, ইয়াক ১টি, ব্লু শিপ ২টি, বার্কিং ডিয়ার ১টি, হিমালয়ান গরাল ৩টি, রেড জঙ্গল ফাউল ১৯টি, গোল্ডেন ফিজান্ট ৭টি, লেডি অ্যামহার্স্ট ২টি,

ক্যাপটিভ ব্রিডিংয়ে সাফল্য

> কীভাবে পশুপাখির প্রজনন বাড়বে সেদিকে সবসময় নজর দেওয়া হয়। সেজন্যই এই সাফল্য পেয়েছি।
>
> **অরুণ মুখোপাধ্যায়**
> চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর

সিলভার ফিজান্ট ১টি, ফিশার্স লাভ বার্ডস ২৩টি, লিলিয়ান লাভ বার্ডস ৫টি, রোজি ফেস লাভ বার্ড ২টি। এছাড়াও বেঙ্গল হনুমান লঙ্গুর, মিশমি তাকিং, সম্বর ডিয়ার, জঙ্গল ক্যাট সহ আরও বহু পশুপাখির জন্ম হয়েছে। যার ফলে দার্জিলিং চিড়িয়াখানার আওতায় থাকা পশুপাখির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১০। পরবর্তী মাস কয়েকে আরও প্রায় ৮০টি পশুপাখির জন্ম হয়েছে।

তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

ইটাহার, ৮ অক্টোবর : মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে দুইদিন নিখোঁজ থাকার পর বুধবার বাড়ি থেকে চার কিলোমিটার দূরে আম গাছে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল তরুণের। মৃত তরুণের নাম অপু বর্মন (২৬)। তাঁর বাড়ি ইটাহার থানার ভেগুবাড়ি গ্রামে। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার পারিবারিক কোনও বিষয় নিয়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে অপু বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। রাতে বাড়ি না ফেরায় অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। বুধবার সকালে ভেগুবাড়ি থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে হাঁড়িপুকুর গ্রামের একটি আম বাগানের আম গাছের মগডালে অপুর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা।

বোর্ড গঠন

পতিরাম, ৮ অক্টোবর : বুধবার গোপালবাটী পঞ্চায়েতের ঠাকুরপুরা কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেডে বোর্ড গঠন করে বিজেপি। প্রায় এক মাস আগে ছয় আসনের নির্বাচনে বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীরা চারটি আসনে জয়লাভ করেছিলেন। তৃণমূলের ঝুলিতে যায় দুটি আসন। এদিন বোর্ড গঠনের পর বরকইল এলাকায় মিছিল করেন বিজেপি কর্মীরা। সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন বলাই মণ্ডল, সম্পাদক হয়েছেন নিরোদ বর্মন ও চেয়ারম্যান হয়েছেন বিপ্লব বর্মন।

DINHATA -I PANCHAYAT SAMITY
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
DINHATA-I : COOCHBEHAR

E-Quotation item wise rate are invited from bonafied resourceful contractor/Bidder for NIQ No- Din-I/Quotation/01/25-26, dated-26.09.2025 of the Executive Officer, Dinhata-I Panchayat Samity for 9 nos item for construction of PLC out of RGSA Fund. Details are shown in **www.wbtender.gov.in.** The last date for submission of tender upto 21.10.2025 at 5.00 P.M.

Sd/-
Executive Officer
Dinhata-I Panchayat Samity
Dinhata, Coochbehar

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No : 9332367891. (C/118487)

ভাড়া

জলপাইগুড়ি বাবুপাড়ায় (মেরিনা নার্সিং হোমের নিকট) জলপাইগুড়ি কোঃ অপাঃ অ্যাগ্রিকালচার রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক-এর একতলা বিল্ডিং (1060 Sqft.) অফিস ভাড়া দেওয়া হইবে। যোগাযোগ : 94741 12100 Jal. Co-op. A & R.D. Bank Ltd. (C/118513)

অ্যাফিডেভিট

আমার কন্যার জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 16.09.2025 তারিখে J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Chhintu Churnakar এবং Sintu Churnakar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/118517)

•

আমি (নারায়ণ সরকার) পিতা সমীরণ সরকার ঠিকানা অশোক নগর জলপাইগুড়ি, পিন 735101 নোটারি পাবলিক জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট দ্বারা নারায়ণ চন্দ্র সরকার নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট নং 06AC485784 তাং 4-10-2025. নারায়ণ সরকার ও নারায়ণ চন্দ্র সরকার একই ব্যক্তি। (C/118520)

•

আমার নাম Kasim Ali. S/O Late Chaman Ali ভুলবশত ভোটার কার্ডে (নং: WB 04/028/087644 আমার নাম মুদ্রিত হয়েছে Jahanaf Khatun. গত 25.9.25 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমার আসল নাম Kasim Ali নামে পরিচিত হলাম। উল্লেখ্য Kasim Ali ও Jahanaf Khatun একই ব্যক্তির নাম। (S/N)

কর্মখালি

অফিসের কাজে শুধুমাত্র কর্মঠ যুবক-যুবতী নিয়োগ (আসন সীমিত)। 7430979039 (Mng), 9733339115(Slg.) (C/118329)

•

শিলিগুড়ির রেস্টুরেন্টে রুটি করা, বাসন মাজার জন্য ২টি ছেলে চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি, বেতন ৭-১২০০০/-, 9749570276. (C/118328)

•

আয়ের সুযোগ- জলপাইগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজে আগ্রহী পুঃ/মহিলা চাই। 9474875922. (K)

•

Gangtok Mall, hotel, Co. বিভিন্ন পদের :- পরিশ্রমী লোক চাই। (S):- 30,000/-. পর্যন্ত। 9434117292. (C/118331)

•

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে পিয়াজিও গাড়ির জন্য ড্রাইভার চাই। লোডিং/ Un লোডিং Extra। M:- 7699002805. (C/118330)

•

গার্ড, সুপারভাইজার চাই ফ্যাক্টরির জন্য। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি সহ 13,500/- স্যালারি। M :- 86536 09553, 85098 27671. (C/118330)

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
DINHATA-I DEVELOPMENT BLOCK
P.O- DINHATA, DIST- COOCHBEHAR, P.S- DINHATA, PIN- 736135

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor/ Bidder for NIT No- Din-I/BDO/APAS/04/25-26, dated-24.09.2025, NIT No- Din-I/BDO/APAS/05/25-26, dated-24.09.2025, NIT No- Din-I/BDO/APAS/06/25-26, dated-25.09.2025, NIT No- Din-I/BDO/APAS/07/25-26, dated-25.09.2025, NIT No- Din-I/BDO/APAS/08/25-26, dated-25.09.2025 & NIT No- Din-I/BDO/APAS/09/25-26, dated-25.09.2025 of the BDO, Dinhata-I Dev. Block for 68 nos Scheme under APAS fund. Details are shown in **www.wbtender.gov.in** The last date for submission of tender upto 21.10.2025 at 5.00 P.M.

Sd/-
Block Development Officer
Dinhata-I Development Block

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৭০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫৩৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫৩৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

COOCH BEHAR PANCHANAN BARMA UNIVERSITY
Panchanan Nagar, Cooch Behar-736101

Date : 08.10.2025

One E-tender published.
For details please visit **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app**.
Tender ID : 2025_DHE_917358_1
Tender Title : Construction of Academic Building Gate No-1 of Cooch Behar Panchanan Barma University, Cooch Behar.
Sd/-
Registrar (Addl. Charge)

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে এসঅ্যান্ডটি কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এস-২০২৫-২৬-টিএসকে-এসআই টি-২২, তারিখঃ ০৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং.১। ই-টেন্ডার নং.ঃ এস-২০২৫-২৬-টিএসকে-টি-২২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডিব্রুগড় - ধামালগাঁও - মোরানহাট - টিটিআর (টিডব্লিউএস+ডব্লিউসিএমএসসি)-৯১ সেট এবং ডিব্রুগড় টাউন - তিনসুকিয়া টিটিআর (এফএস+টিডব্লিউএস+ডব্লিউসিএমএসসি)-৭৪ সেটের সাথে সম্পর্কিত এসঅ্যান্ডটি কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৬৮,৯০,৪৫০/-; বায়নার ধনঃ ২,৮৪,৫০০/-। ই-টেন্ডার ৩১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ৩১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কেমিস্ট অ্যান্ড মেডিক্যাল স্টোর-এর এমপ্যানেলমেন্ট

টেন্ডার নং. এইচ-এমইডি-এলপি-২০২৫-২৬এ, তারিখঃ ০৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নামঃ চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, নিউ জলপাইগুড়ির জন্য ০২ (দুই) বছরের জন্য নগদ/স্থানীয় ক্রয়ের জন্য কেমিস্ট অ্যান্ড মেডিক্যাল স্টোর-এর এমপ্যানেলমেন্ট। ই-টেন্ডার ২৪-১০-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিজি কোচসমূহের পরিবর্তন

টেন্ডার নং. এম-২৪৯-আরএসপি-২০২৫-২৬-ডিআরজি-১৬ তারিখঃ ০৭-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নামঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙ্গাইগাওঁস্থিত সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপে ১০ টি কোচের জন্যে বিজি কোচের এআরটি/এআরএমই (স্টিফ ভ্যান) পর্যন্ত পরিবর্তন। কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ ১,৫০,৮০,০৫১.২০/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,২৫,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২০-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিডব্লিউএম, ক্যারিয়েজ এণ্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ABRIDGE NOTICE

Application for NIT no-01/APAS/2025 and 02/APAS/2025 vide Memo No. 1956/KCK-II and 1957/kck-II Sl.No. 01-59 & Sl no 1-67 respectively dated 24.09.2025 is invited by the B.D.O Kaliachak-II Dev. Block from the bidders. Last date of bid submission is 18.10.2025 & 22.10.2025 upto 11:00 Hrs. & 13:00 Hrs respectively, Details are available in the www.wbtender.gov.in

Sd/- Block Development Officer
Kaliachak-II Dev, Block
Mothabari, Malda

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ৮৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে., তারিখঃ ০৩-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.ঃ ৩৩-এপি-III-২০২৫। কাজের নামঃ "নিউ মাল জং.-আলিপুরদুয়ার জং. (এসএল)-টিএসআর (পি)-৬৫.৮০ টিকেএম"। টেন্ডার মূল্যঃ ২৩,৭৭,৯৭,৪০৬.১৩ টাকা; বায়নার ধনঃ ১৩,৩৯,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৪-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ২৪-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর/ইএনজিজি./৬০ অফ ২০২৫; তারিখ : ৩০-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং: ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ডালখোলা - ডালখোলা স্টেশনের পথ্য লাইন নং ০৫ (পি. ওয়ে ওয়ার্কস) -এর উভয় প্রান্ত সংযোগের জন্য অনুমোদনের কাজের ভিতর অতিরিক্ত কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৬৭,০০,৯৩২.৬৯/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ১,৩৪,০০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ডালখোলা- আরবিজি রুম (ইআই, আইপিএস), ব্যাটারি, ওএফসি, এমটিসি রুম), এসএম রুম এবং দুটি লোকেশন কুঁড়েঘর নির্মাণ (ভবনের কাজ)। টেন্ডার মূল্য : ১,১৬,৫৯,৯২০.৬২/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ২,০৮,৩০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ৩; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : বারসোই জংশন- ইন্টারলকিংয়ের ইআই -সিস্টেম সহ উভয় প্রান্ত থেকে দুটি সংযোগহীন লাইনের সংযোগ। (ভবন নির্মাণ কাজ)। টেন্ডার মূল্য : ১,৪৫,৯২,৯৭৫.৪৬ /- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ২,২৩,০০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ৪; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : বারসোই জংশন- ইন্টারলকিংয়ের ইআই-সিস্টেম সহ উভয় প্রান্ত থেকে দুটি সংযোগহীন লাইনের সংযোগ (পি.ওয়ে ওয়ার্কস)। টেন্ডার মূল্য : ৫৪,০৭,৪৯৯.২০/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ১,০৮,২০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডারগুলির বন্ধের তারিখ ও সময় ৩০-১০-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-১০-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-56 of 2025-26

Corrigendum Notice of NIT No. **DDP/NIT- 56 of 2025-26** Closing date extended upto 08/10/2025 at 13.00 Hours. Details of NIT may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

আজ টিভিতে

দুর্গাকে হুমকি দিল কোনও অজানা এক ব্যক্তি। কে সে?
জগদ্ধাত্রী সন্ধে ৭.০০ জি বাংলা

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ মামা ভাগ্নে, দুপুর ১২.০০ বেদের মেয়ে জোসনা, ২.৩০ পুত্রবধূ, বিকেল ৫.০০ পূজা, রাত ১১.০০ প্যান্থার

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ ইন্দ্রজিৎ, দুপুর ১২.৩০ সাথী, বিকেল ৩.৪৫ গ্রেফতার, সন্ধে ৭.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ১০.০০ গল্প হলেও সত্যি

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ রকি, দুপুর ১.৩০ জোর, বিকেল ৪.৩০ দুরন্ত প্রেম, সন্ধে ৭.৩০ টাইগার, রাত ১০.১৫ জামাইবাবু জিন্দাবাদ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পথ ও প্রাসাদ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মহান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দালাল

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.০০ আন্টি নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৩.০০ মুজরিম, সন্ধে ৭.০০ বর্ডার, রাত ১০.০০ আখিয়োঁ সে গোলি মারে

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৪৫ আচার্য, দুপুর ২.২২ ম্যায় হুঁ রাখওয়ালা, বিকেল ৪.৫৮ জুর্ম, সন্ধে ৭.৩০ কৃষ্ণা, রাত ১০.২২ বঘিরা

এমএনএক্স : দুপুর ১২.৩০ ওয়েডিং ক্র্যাশার্স, ২.১৭ নাইট অ্যান্ড ডে, বিকেল ৩.৫৯ সাবোতাজ, ৫.৪১ দ্য হবিট : দ্য ব্যাটল অফ দ্য ফাইভ আর্মিজ, সন্ধে ৭.৫১ ওয়ান্ডার উওম্যান, রাত ১১.১৫ আনসেন

জামাইবাবু জিন্দাবাদ
রাত ১০.১৫ জলসা মুভিজ

আফ্রিকাজ ডেডলিয়েস্ট
সন্ধে ৭.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

আখিয়োঁ সে গোলি মারে রাত ১০.০০ কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নিজের বুদ্ধি ও পরিশ্রমের ফলে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যলাভ। স্ত্রীর পরামর্শে ব্যবসায় সমস্যা কাটবে। বৃষ : পারিবারিক কোনও সমস্যা সমাধানে আইনের সাহায্য নিতে হতে পারে। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তির শঙ্কা। মিথুন : বহুদিন ধরে আটকে থাকা কোনও টাকা ফেরত পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবেন না। কর্কট : আবেগের বশে কোনও দায়িত্ব নিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। দাম্পত্যে অশান্তি মিটে যাবে। সিংহ : প্রেমের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরস্পর আলোচনা করে নিন। আর্থিক কারণে ব্যবসায় সমস্যা। কন্যা : একাধিক উপায়ে উপার্জন বাড়বে। আধ্যাত্মিক চিন্তায় আগ্রহ বাড়বে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। তুলা : স্ত্রীর ভাগ্যে শ্বশুরকুল থেকে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব বাড়বে। প্রেমে শুভ। বৃশ্চিক : জমি, বাড়ি বিক্রি করে খুব একটা লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির সুযোগ পেতে চলেছেন। ধনু : কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে ব্যবসায় তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেবেন না। গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সাবধানে রাখুন। মকর : আশানরূপ কর্মলাভের সম্ভাবনা। বিনোদন জগতের সঙ্গে জড়িতরা ভালো সুযোগ পাবেন। পারিবারিক সমস্যা মিটবে। কুম্ভ : বহুদিনের কোনও জিনিস কেনার স্বপ্ন সফল হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দ। মীন : কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা বাড়বে। স্ত্রীর ভাগ্যে স্থাবর সম্পত্তি লাভের সম্ভাবনা। রাস্তাঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২২ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ১৭ আশ্বিন, ৯ অক্টোবর ২০২৫, ২২ আহিন, সংবৎ ৩ কার্ত্তিক বদি, ১৬ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৫, অঃ ৫।১৫। বৃহস্পতিবার, তৃতিয়া রাত্রি ২।৪৭। ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ১২।৩২। হর্ষণযোগ প্রাতঃ ৫।৫১ পরে বজ্রযোগ রাত্রি ২।৪৫। বণিজকরণ দিবা ৩।৫৮ গতে বৃষ্টিকরণ রাত্রি ২।৪৭ গতে ববকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১২।৩২ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ২।৪৭ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ২।২০ গতে ৫।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।২৫ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৯।২৭ গতে ২।২০ মধ্যে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন, রাত্রি ১১।২৫ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতিয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৫ মধ্যে ও ১।১২ গতে ২।৪১ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৬ গতে ৯।১২ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ৩।১২ মধ্যে ও ৪।৩ গতে ৫।৩৫ মধ্যে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮১,৭৭৩.৬৬ (-১৫৩.০৯)

নিফটি : ২৫,০৪৬.১৫ (-৬২.১৫)

প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক থাকতে পরামর্শ মমতার

উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতায় ফিরে প্রধানমন্ত্রীকে অমিত শা সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন মমতা। তিনি মোদির উদ্দেশে বলেন, 'দেখবেন একদিন উনিই সবচেয়ে বড় মিরজাফর হয়ে যাবেন।' » ৫

আগরতলায় বাধার মুখে তৃণমূল

আগরতলায় তৃণমূলের কার্যালয়ে ভাঙচুরের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়ল তৃণমূল। বুধবার তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেবের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল আগরতলায় যায়। » ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৪°	৩৩°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২২°	২২°	২৩°	২২°

আজ ডু অর ডাই ম্যাচ ভারতের » ৯

২২ আশ্বিন ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 9 October 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 139

বাংলায় গুন্ডারাজ, রিপোর্ট রাষ্ট্রপতিকে

উত্তরে হস্তক্ষেপের ইঙ্গিত রাজ্যপালের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : চাপ বাড়ল রাজ্য সরকারের ওপর। রাজ্যপালের ভাষায়, 'পশ্চিমবঙ্গে গুন্ডারাজ চলছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। রাজ্য পুলিশ নিজেদের কাজ ঠিকভাবে করছে না।' এজন্য সংবিধান অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে বলে তাঁর মন্তব্যে জল্পনা শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গ ঘুরে এসে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বুধবার নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে রিপোর্ট দেন।

পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শংকর ঘোষের ওপর হামলায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ২৪ ঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন। সেই সময়সীমা শেষ হয়েছে। এবার সংবিধান অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে। যদিও রাজ্যপালের ওই মন্তব্যের কিছুক্ষণ পরে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটায় দুজন অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

কিন্তু সিভি আনন্দ বোসের কথায় রাষ্ট্রপতি শাসনের জল্পনা উসকে উঠেছে। যদিও সরাসরি রাষ্ট্রপতি শাসনের কথা তিনি বলেননি। মণিপুরের মতো রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হবে কি না জানতে চাইলে রাজ্যপাল মন্তব্য করেন, সব পদক্ষেপ একরকম হয় না। কিন্তু উত্তরবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় তিনি সরাসরি কেন্দ্রের পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ওই ইঙ্গিতে রয়েছে, উত্তরবঙ্গের কিছু জায়গায় নিরাপত্তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে নেওয়া। সেখানে সিআরপিএফের মতো আধাসেনা মোতায়েন করার ভাবনার কথাও উঠে এসেছে। রাজ্যপালের কথায়, 'পরিস্থিতি খুব খারাপ। এভাবে চলতে দেওয়া যেতে পারে না। বাংলাকে স্বাভাবিক

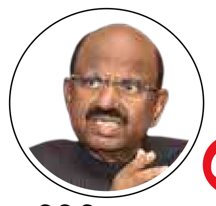

> পরিস্থিতি খুব খারাপ। এভাবে চলতে দেওয়া যেতে পারে না। বাংলাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে হবে। সভ্য সমাজে এধরনের ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয়। গত কয়েকদিন ধরে বাংলায় যা চলছে, তা সভ্য সমাজে অকল্পনীয়।
>
> **সিভি আনন্দ বোস**

অবস্থায় ফিরতে হবে। সভ্য সমাজে এধরনের ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয়। গত কয়েকদিন ধরে বাংলায় যা চলছে, তা সভ্য সমাজে অকল্পনীয়।'

তৃণমূলের পক্ষ থেকে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য এই বক্তব্যে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্য যে সিভি আনন্দ বোসের মতো একজন রাজ্যপাল পেয়েছে।' রাষ্ট্রপতির হাতে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট জমা দিয়ে রাজ্যপাল বলেন, 'একদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অন্যদিকে মানুষের ওপর অত্যাচার। আইনশৃঙ্খলার গলা টিপে ধরা হচ্ছে। যাঁদের আইন রক্ষা করার কথা, তাঁরাই অন্যের কথায় চলছেন। এই পরিস্থিতি চলতে পারে না। বাংলায় এখন মানুষ ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন।'

রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া তাঁর রিপোর্টে রাজ্যের কিছু অংশে নির্বাচনের আগেই আধাসেনা মোতায়েনের প্রস্তাব আছে। তবে বাংলায় সংবিধানের ৩৫৫ বা ৩৫৬ অনুচ্ছেদ প্রয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে কি না প্রশ্ন করলে রাজ্যপাল বলেন, 'এই মুহূর্তে এনিয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি।' তবে তাঁর কথায়, 'রাষ্ট্রপতিকে আমার যা জানানোর ছিল, জানিয়ে দিয়েছি। আমি যা রিপোর্ট দিয়েছি, তা প্রকাশ করব না। তবে এটুকু বলব, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্যের, সেটা পালনে ব্যর্থতা চলতে পারে না।'

রাষ্ট্রপতিকে রাজ্যপাল জানিয়েছেন, তিস্তা, জলঢাকা, ডায়না নদী থেকে প্রচুর পরিমাণে অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি চুরি এবং জাতীয় উদ্যানের গাছ বেআইনিভাবে কাটার ফলে ওইসব নদী গতিপথ পরিবর্তন করেছে। এর ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। অনেক জায়গায় উদ্ধারকাজ দেরিতে শুরু হয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় পানীয় জল সময়মতো পৌঁছায়নি। বেশ কিছু জায়গায় সরকারের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব দেখা গিয়েছে।

এরপর ছয়ের পাতায়

প্রেমিকের বাড়িতে নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৮ অক্টোবর : প্রেমিকের বাড়ি থেকে উদ্ধার হল দশম শ্রেণির ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ। এই ঘটনায় ওই নাবালিকাকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে তার পরিবার। তবে এই ঘটনায় পরিবারের তরফে এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

বছর ষোলোর ওই ছাত্রীর বাড়ি পুরাতন মালদার একটি গ্রামে। সে স্থানীয় একটি স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়ত। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজারের বুধিয়া এলাকায় এক তরুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল ওই নাবালিকা ছাত্রী। ওই তরুণ ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন। মাস তিনেক আগে বুধিয়া এলাকার ওই তরুণের সঙ্গেই পালিয়ে গিয়েছিল এই নাবালিকা। সেসময় পরিবারের লোকজন মালদা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নামে পুলিশ। ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে হোমেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গত সেপ্টেম্বর মাসে পরিবারের লোকজন পরীক্ষার জন্য ওই নাবালিকাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। তবে চারটে পরীক্ষা দেওয়ার পর ওই নাবালিকা গত ৯ সেপ্টেম্বর ফের পালিয়ে যায়। পরিবারের লোকজন খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, সে

> **কী অভিযোগ**
>
> - মাসতিনেক আগে এক তরুণের সঙ্গে পালিয়ে যায় নাবালিকা
> - ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে হোমে পাঠানো হয়
> - পরীক্ষার জন্য তাকে বাড়িতে আনা হয়
> - তবে পরীক্ষা দেওয়ার পরই ফের পালায় সে
> - মঙ্গলবার রাতে তরুণের বাড়িতেই তার দেহ উদ্ধার

বুধিয়া এলাকার ওই তরুণের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। তারপর থেকে সেখানেই ছিল সে। তবে মঙ্গলবার রাতে পরিবারের লোকজন জানতে পারেন, ওই তরুণের বাড়িতেই নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। নাবালিকার দেহ মালদা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন মেডিকেলে আসেন।

ওই নাবালিকার দাদা বলেন, 'বোনের সঙ্গে ওই ছেলেটির কীভাবে পরিচয় হল, তা জানি না। তবে ওই ছেলেটির স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। সেকারণে আমরা বোনকে ওই ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হইনি। আমাদের কথা না শুনে ও ঘর ছেড়ে চলে যায়। মাস তিনেক আগে বোন ওই ছেলেটির সঙ্গে পালিয়ে যায়। তবে অভিযোগ জানালে পুলিশ বোনকে উদ্ধার করে হোমে পাঠায়। মাসখানেক পরীক্ষার জন্য বোনকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল। *এরপর ছয়ের পাতায়*

ইংরেজবাজারের খাসকোলে বিঘার পর বিঘা জমি গিলে নিচ্ছে গঙ্গা। বুধবার তোলা সংবাদচিত্র।

রাত জাগছে খাসকোল

ইংরেজবাজারের দোরগোড়ায় গঙ্গা

হরষিত সিংহ

মালদা, ৮ অক্টোবর : মানিকচক, বৈষ্ণবনগর বা রতুয়া নয়, এবার ইংরেজবাজারের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে গঙ্গা। ইংরেজবাজারের মিল্কির খাসখোলের গঙ্গার গ্রাসে তলিয়ে গিয়েছে বিঘার পর বিঘা জমি। আতঙ্কে রাত জাগছেন নদীপাড়ের বাসিন্দারা। গত দুইদিন ধরে ফুঁসছে গঙ্গা। বসতির দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে নদী। কবে যে সব নদীতে তিলেয় যাবে, সেই আশঙ্কায় ভুগছেন এলাকাবাসী।

ভয়াবহ ভাঙনের সাক্ষী থাকতে হবে, কিছুদিন আগেও ইংরেজবাজার ব্লকের মিল্কি পঞ্চায়েতের খাসকোলের কোনও ধারণাই ছিল না। তখন গঙ্গা ছিল বহুদূরে। কিন্তু গঙ্গা এখন গ্রামের দোরগোড়ায়। তাই মধ্যবয়সি সোনাবানু ও গীতা নিয়মিত রাত জেগে নদীর গতিবিধি লক্ষ করছেন। কখনও রাত ১২টা, আবার কখনও রাত ৩টে নদীর পাড়ে গিয়ে দেখছেন পরিস্থিতি। গঙ্গার দূরত্ব প্রায় ১৫ মিটার হওয়ায় আতঙ্কিত তাঁরা। এরই মধ্যে মঙ্গলবার রাতে ব্যাপক ভাঙন হয়েছে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শেখ রবি বলেন, 'বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েছি। গ্রামের মানুষ আতঙ্কিত। নতুন করে ভাঙন শুরু হয়েছে। প্রশাসন ভাঙন রোধের ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছে।'

শতাব্দীপ্রাচীন বট গাছ চোখের সামনে তলিয়ে গিয়েছে। গাছটিকে কেন্দ্র করে এখানকার মানুষের বিশ্বাস ও আবেগ রয়েছে। যে কারণে গাছটির নীচে ষষ্ঠীপুজো হত। দুর্গাপুজোর সময় মেলাও বসত, বিসর্জনের আগে গাছের নীচে দেবীমূর্তি রাখা হত। নিমেষের মধ্যে সেই বট গাছ যদি তলিয়ে যায়, চোখের জল তো পড়বেই। কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন সোনাবানু বিবি, গীতা রবিদাসরা। চোখে জল নিয়েই তাঁরা দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন জলের মাঝে জেগে থাকা গাছটির ডালপালার দিকে। তাঁদের আশঙ্কা, গ্রামের নির্মীয়মাণ কালীমন্দিরটি রক্ষা হবে তো!

> **আগ্রাসী নদী**
>
> - গঙ্গার ভাঙন শুরু ইংরেজবাজার ব্লকের মিল্কি পঞ্চায়েতের খাসকোলেও
> - গ্রাম থেকে ১৫ মিটার দূরত্বে গঙ্গা, অস্তিত্ব রক্ষা নিয়ে শঙ্কায় ৪৫০ পরিবার
> - নতুন আশ্রয় মিলবে কোথায়, তা নিয়ে উদ্বেগে নদীপাড়ের বাসিন্দারা
> - রাত জেগে নদীর পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন গ্রামবাসী

মন্দিরের নীচ দিয়ে গঙ্গা বইতে থাকায় এই উৎকণ্ঠা। সবমিলিয়ে রাতের ঘুম নেই ইংরেজবাজার ব্লকের মিল্কি পঞ্চায়েতের খাসকোলের একাধিক গ্রামে। গঙ্গা এভাবে ছোবল মারবে, কোনও ধারণাই ছিল না রবিদাসপাড়া, সামসুদ্দিনপাড়া, কাশীটোলা ও চৌধুরীপাড়ার। নতুন করে কী ভিটেমাটি হারাতে হবে, চিন্তায় গ্রামগুলি।

এই এলাকা অতীতেও ভাঙনের সাক্ষী থেকেছে। তবে মাঝে কয়েক বছর ভাঙন হয়নি। নতুন করে ভাঙন শুরু হয়েছে গত বছর থেকে। তবে এবছর ভাঙনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা বেশি বলে বক্তব্য স্থানীয়দের। তাঁদের বক্তব্য, গত ১৫ দিনে ছয় থেকে সাত বিঘা জমি তলিয়ে গিয়েছে নদীতে। লাগাতার ভাঙনে চারটি গ্রামের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়ে সকলেই। নীরেন রবিদাস বলেন, 'কয়েক পুরুষ ধরে আমরা এখানে বসবাস করছি। কোনওদিন ভাবিনি গঙ্গার ভাঙনের কবলে পড়ব। এখন গ্রামের দোরগোড়ায় নদী। যে কোনও মুহূর্তে তলিয়ে যাবে বাড়ি। পরিবার নিয়ে কোথায় যাব, কী হবে জানি না।'

মঙ্গলবার যেখানে ভাঙন হয়েছে, সেখান থেকেই গ্রামের শুরু। প্রথমেই রবিদাসপাড়া। গ্রামের মুখে বৈশাখী কালী মন্দির। প্রতিবছর পুজো হয় বৈশাখের অমাবস্যায়। মন্দিরের ভিত তৈরি হতেই ভাঙন শুরু হওয়ায় আর কাজ এগোয়নি। যে কোনও মুহূর্তে মন্দিরের ভিত তলিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা রয়েছে। গীতা রবিদাস বলেন, 'গ্রামের মন্দির। নতুন করে মন্দির তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ভাঙন শুরু হওয়ায় কাজ বন্ধ করা হয়েছে। জানি না কী হবে।'

খাসকোলের চারটি গ্রাম মিলিয়ে প্রায় ৪৫০টি পরিবারের বসবাস। প্রথমদিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাটির বস্তা দিয়ে ভাঙন রোধের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তেমন কাজে লাগেনি সেই চেষ্টা। সেচ দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'গঙ্গার জল বাড়ছে। এই সময় জেলার একাধিক ভাঙনকবলিত এলাকায় নতুন করে ভাঙন শুরু হয়েছে। আমরা নজরদারি চালাচ্ছি। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।'

মমতা ফিরলেও মাটি কামড়ে পদ্ম নেতারা

নিউজ ব্যুরো

৮ অক্টোবর : বিপর্যস্ত এলাকা যেন বিজেপির জন্য ফাঁকা মাঠ। মুখ্যমন্ত্রী ফিরে গিয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু মাটি কামড়ে পড়ে আছেন। বুধবার দিনভর তিনি ছিলেন পাহাড়ে। সমতলে ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। উত্তরকন্যা ছেড়ে যাওয়ার আগে এলাকায় পড়ে থাকার জন্য তৃণমূল নেতাদের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু পাহাড় যেন বিজেপির জন্য ছেড়ে রাখলেন তৃণমূল নেতারা।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে বরং বুধবার দেখা গেল পোড়াঝাড়ে দুর্গতদের মধ্যে ডিম-ভাত বিলি করতে। বিকেলে তিনি ধূপগুড়িতে গিয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন। সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় রাজ্যের কোনও মন্ত্রীকে নজরদারির জন্য দায়িত্ব না দেওয়ায় প্রশ্ন উঠছে। যদিও কলকাতা ফেরার আগে মমতা বাগডোগরা বিমানবন্দরে বলে যান, 'ময়নাগুড়ি, নাগরাকাটা, আলিপুরদুয়ার সহ দুর্গত সব এলাকায় পঞ্চায়েতমন্ত্রীকে পাঠাব।'

এরপর ছয়ের পাতায়

খগেন মুর্মুর সঙ্গে কথা বলছেন কিরেন রিজিজু। বুধবার শিলিগুড়িতে।

কথায় কথায়

অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত আদিবাসীরা

আশিস ঘোষ

তিন হাজার বিঘা। সে কতটা জমি? যতদূর চোখ যায়, ততটা? নাকি তার থেকে বেশি, কে জানে! কতগুলো ঘরবাড়ি, ঘর কী বলছি, কতগুলো মহল্লা, গ্রাম ওই তিন হাজার বিঘার পেটে ঢুকে যাবে কে জানে! সেই বিশাল ভূখণ্ড একটা বেসরকারি সিমেন্ট কোম্পানির হাতে তুলে দিয়েছে অসম সরকার।

সিমেন্ট কোম্পানিকে অতটা জমি? শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছেন তো? আরে, আমরা তো বটেই, অবাক হয়ে গিয়েছেন হাইকোর্টের জজও। বিস্মিত জজসাহেব বলেছেন, তিন হাজার বিঘা! সে তো একটা জেলার সমান। কেমন সিদ্ধান্ত এটা? এটা কি ইয়ার্কি হচ্ছে? ওই কোম্পানির উকিলবাবু কোর্টকে জানিয়েছেন, টেন্ডারের মাধ্যমে খনির লিজ পেয়েছেন তাঁরা।

অসমে এক শিল্প সম্মেলনে তাঁরা একটা সমঝোতাপত্রে সই করেছিলেন। তাতে এই প্রকল্পে ১১ লক্ষ কোটি টাকা লগ্নির কথা বলা হয়েছিল। গত অক্টোবরে অসম সরকার ওই সিমেন্ট কোম্পানির জন্য গোড়ায় ২ হাজার বিঘা জমি বরাদ্দ করেছিল। তার এক মাস পর ওই জমির লাগোয়া আরও ১ হাজার বিঘা তাদের দেওয়া হয়। গত ফেব্রুয়ারিতে ওই বেসরকারি কোম্পানির সঙ্গে রাজ্য সরকারের ১১০ বিলিয়নের চুক্তি সই হয়।

এই চোখ ধাঁধানো চুক্তি না হয় একরকম। গোল বেধেছে আরেকটা জায়গায়। ওই বিপুল পরিমাণ জমি অসমের ডিমা হাসাও এলাকায়। ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিল অনুযায়ী যে এলাকা আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত। তাঁদের জীবনধারণ, বসবাসের অগ্রাধিকার দিতে সরকার আইনত বাধ্য। এই অঞ্চল উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পর্ষদের অধীন।

এরপর ছয়ের পাতায়

বাইক থেকে শিশুকে ছুড়ে দিল দুষ্কৃতীরা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৮ অক্টোবর : ফের কয়েক মাসের ব্যবধানে বুধবার দুপুরে হরিশ্চন্দ্রপুরে শিশুকন্যা অপহরণের ঘটনা ঘটল। এবার একেবারে ফিল্মি কায়দায় প্রকাশ্যে গ্রামের রাস্তা থেকে তিন বছরের শিশুকন্যাকে অপহরণ করে চম্পট দেয় দুই মোটরবাইক আরোহী। যদিও ঘটনার খবর পেয়েই কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ ধাওয়া করায় ব্যর্থ হয় অপহরণের চেষ্টা। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে মোটরবাইক থেকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয় ওই শিশুটিকে। পুলিশি তৎপরতায় ধরা পড়ে এক অপহরণকারী। আরেকজন অবশ্য পালিয়ে গিয়েছে। অপহরণকারীর হাত থেকে রাস্তায় পড়ে গিয়ে আহত হয় শিশুটি। পুলিশ ওই শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, 'অপহরণের কারণ স্পষ্ট নয়। ধৃতের বিরুদ্ধে আগেও ছয়টি মামলা রয়েছে। আরও একজনকে শনাক্ত করা গিয়েছে। তার খোঁজে চলছে তল্লাশি।'

পুলিশ জানায়, ধৃত অপহরণকারীর নাম ছোটন নাগ। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ডেইলি মার্কেট এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক অপরাধমূলক

> **অপহরণের চেষ্টা**
>
> - প্রকাশ্যে গ্রামের রাস্তা থেকে তিন বছরের শিশুকন্যাকে অপহরণ করে চম্পট দেয় দুই মোটরবাইক আরোহী
> - পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে মোটরবাইক থেকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয় ওই শিশুটিকে
> - পুলিশি তৎপরতায় ধরা পড়ে এক অপহরণকারী

মামলা রয়েছে। একাধিকবার গ্রেপ্তার হয়েছিল অভিযুক্ত। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে ওই শিশুকন্যাটি কোতল গ্রামে দাদুর বাড়িতে এসেছিল। এদিন ভাইবোনেদের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছিল আইসক্রিম কিনতে। সেই সময় হঠাৎ ফিল্মি কায়দায় মোটরবাইকে করে দুই তরুণ এসে ওই শিশুটিকে তুলে নিয়ে চম্পট দেয়। তাদের মাথায় হেলমেট ছিল। ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠে এলাকার মানুষজন মোটরবাইকের পিছু ধাওয়া করে। খবর দেওয়া হয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানায়। অপহরণের খবর পেতেই পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন ফাঁড়ির পুলিশ ক্যাম্প ও থানাকে সতর্ক করা হয়। বিভিন্ন এলাকার গ্রাম পুলিশ এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের লক্ষ রাখতে বলা হয়। অপহরণকারীরা চণ্ডীপুর দিয়ে যাওয়ার পথে এক ব্যক্তি দেখতে পান। তারপর তারা পালানোর চেষ্টা করে ভালুকা রোড হয়ে। সেই সময় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কর্তব্যরত সাব-ইনস্পেকটর জাকির হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী তাদের ধাওয়া করে। হরিশ্চন্দ্রপুর ও চাঁচল সীমানায় এদিন মহকুমা শাসক সোমনাথ সাহা ছিলেন। তিনিও খবর পেয়ে পুলিশের টিমের সঙ্গে যোগ দেন। তিনিও উলটো দিক থেকে ধাওয়া করেন। বিকল্প রাস্তা দিয়ে পালাতে গিয়ে মোটরবাইক নিয়ন্ত্রণ হারায়। সেই সময় একজন পালিয়ে গেলেও ছোটন নাগকে পুলিশ ধরে ফেলে। উদ্ধার করা হয় শিশুটিকে।

তারপরেই জালে ধরা পড়ে অপহরণকারী একজন। পুলিশকে দেখে মোটরবাইক থেকে ওই নাবালিকাকে রাস্তায় ফেলে দেয় তারা। *এরপর ছয়ের পাতায়*

বৌ-ছেলের গলা কেটে 'আত্মঘাতী'

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ৮ অক্টোবর : দাম্পত্য কলহের যে এমন পরিণতি হতে পারে তা ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারেননি হালদার দম্পতির প্রতিবেশী, এমনকি বাড়ির লোকজনও। বুধবার সকালে তাই যখন সঞ্জিত (৩৯), তাঁর স্ত্রী মৌসুমি (২৭) ও তাঁদের সন্তান রায়হানের (৭) দেহ মিলল শোয়ার ঘর থেকে, গোটা মহল্লা হতবাক। অভিযোগ, স্ত্রী ও ছেলেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে ও মাথায় ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করে খুন করার পর গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন সঞ্জিত। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর মহকুমার বেলডাঙ্গার আণ্ডিরণ হালদারপাড়া এলাকায়। বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলে, এর পিছনে উঠে আসছে পরকীয়া ও সেই সম্পর্ক নিয়ে বিবাদের প্রসঙ্গ।

রায়হান ছিল দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া। দাম্পত্য কলহের এই পরিণতি থেকে বাদ যায়নি সেও।

বুধবার সকালে সঞ্জিত-মৌসুমিদের ঘরের জানলা দিয়ে প্রথমে ছেলের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান সঞ্জিতের মা। তিনি চিৎকার শুরু করেন। ঘরে ঢুকতেই নজরে আসে খাটের উপর মৌসুমি ও রায়হানের রক্তাক্ত দেহ। তিনজনের এমন ভয়ানক মৃত্যু দেখে সেখানেই অজ্ঞান হয়ে যান সঞ্জিতের মা। চিৎকারে প্রতিবেশীরাও জড়ো হন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পেশায় ঠিকাশ্রমিক সঞ্জিতের পরিবারের এমন ঘটনায় হতবাক সকলে। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বেলডাঙ্গা থানার পুলিশ।

পরিবারের ৩ জনকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন আত্মীয়রা।

বেলডাঙ্গার এসডিপিও উত্তম গড়াই বলেন, 'সবদিক খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে রক্তমাখা ধারালো করাত সহ ভারী লোহার ঘাতক বস্তুটিও উদ্ধার হয়েছে।'

কয়েক বছর আগে বেলডাঙ্গা নিশ্চিন্তপুরের বাসিন্দা মৌসুমির সঙ্গে সঞ্জিতের বিয়ে হয়। এর আগে মৌসুমির একবার বিয়ে হয়েছিল বলেও স্থানীয়রা জানান। সম্প্রতি সঞ্জিত ও মৌসুমির মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে গণ্ডগোল চলছিল। সঞ্জিতের সন্দেহ ছিল, স্ত্রী পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছেন। দুজনের মধ্যে ঝামেলা চরমে পৌঁছায়। মঙ্গলবার রাতে ওই দম্পতির মধ্যে নতুন করে গণ্ডগোল বাধে। দীর্ঘক্ষণ বচসার পর রাতের খাওয়া শেষ করে সকলেই ঘুমোতে যান। *এরপর ছয়ের পাতায়*

খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার স্বামী

হরিরামপুর, ৮ অক্টোবর : বিয়ের এক বছরের মধ্যে বাড়তি পণের দাবি মেটাতে না পারায় স্বামীর হাতে প্রাণ গেল এক বধূর। ঘটনাটি হরিরামপুর থানার সুরসুর গ্রামের। মৃত লক্ষ্মী মুর্মুর মা বালকে হাঁসদা মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর হরিরামপুর থানায় জামাই সহ আরও দুজনের বিরুদ্ধে খুনের লিখিত অভিযোগ করেছেন। বালকের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে হরিরামপুর থানার পুলিশ ওই থানা এলাকার সুরসুর গ্রাম থেকে জামাই শুভঙ্কর বাস্কেকে গ্রেপ্তার করেছে। শুভঙ্করের খুঁড়তুতো দাদা ও দিদি সনাতন বাস্কে ও মেনকা বাস্কে এখনও পলাতক।

হরিরামপুর থানার আইসি অভিষেক তালুকদার বলেন, 'অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার বুনিয়াদপুরে অবস্থিত গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে।'

লিখিত অভিযোগে জানানো হয়েছে, এক বছর আগে সৈয়দপুর পঞ্চায়েতের পাল ভবানীপুর গ্রামের বাসিন্দা বালকের মেয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে সুরসুর গ্রামের শুভঙ্করের সামাজিকভাবে বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন পর থেকে বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য নানা কায়দায় চাপ দিতে শুরু করে শুভঙ্কর। মেয়ে বাবা-মায়ের দুরবস্থার কথা ভেবে বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনতে অস্বীকার করেন। একসময় জামাই সহ শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মায়ের কাছে সমস্ত কথা খুলে বলেন লক্ষ্মী। বালকে জামাইয়ের সঙ্গে কষ্ট করেই সংসার করার পরামর্শ দেন। এক সপ্তাহ ধরে অত্যাচার চরমে ওঠে। সোমবার সকাল দশটা নাগাদ জামাইয়ের বাড়ি থেকে খবর এসে পৌঁছায় যে তাঁর মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। কীভাবে মৃত্যু হয়েছে সেটা জানানো হয়নি। তিনি দ্রুত সেখানে পৌঁছান। জামাইয়ের বাড়িতে গিয়ে দেখতে পান মেয়ে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলে রয়েছে। মঙ্গলবার তিনি হরিরামপুর থানায় মেয়েকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে বা আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে উল্লেখ করে লিখিত অভিযোগ করেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে শুভঙ্কর বাস্কেকে বুধবার গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মেয়েহারা বালকে জামাই সহ বাকি দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন।

কীটনাশকে বৃদ্ধের মৃত্যু

পুরাতন মালদা, ৮ অক্টোবর : মঙ্গলবার গভীর রাতে মালদা থানার মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহনবাগান গ্রামে এক বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়।

মৃতের নাম জিতেন দাস (৬০)। পরিবারের দাবি জিতেন মঙ্গলবার গভীর রাতে জমিতে দেওয়া কীটনাশক খেয়ে ফেলেন। তা জানার পর পরিবারের লোকেরা ওই বৃদ্ধকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ওই বৃদ্ধের দেনা ছিল। দেনার দায়ে তিনি অবসাদে ভুগছিলেন। অবসাদের জেরেই জিতেন আত্মঘাতী হয়েছেন বলে স্থানীয়দের ধারণা। মালদা থানার পুলিশকর্তারা জানান, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে।

ত্রাণ বিলি

বৈষ্ণবনগর, ৮ অক্টোবর : মালদা জেলা পরিষদ এবং কালিয়াচক-৩ পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে বুধবার লক্ষ্মীপুর পঞ্চায়েতের বিহারিটোলা এলাকায় গঙ্গার ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এদিন বিহারিটোলা এলাকার প্রায় ৪০০ পরিবারের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এদিন গঙ্গার ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারের হাতে একটি ত্রিপল ও একটি করে নতুন শাড়ি তুলে দেওয়া হয়। বিহারিটোলার অনেক মানুষের বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে বাড়িগুলির পুনর্নির্মাণ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলেও সভাধিপতি জানিয়েছেন।

এক মঞ্চে নেতৃত্ব, সুর নরম কৃষ্ণের

তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল মেটাতে আসরে কানাইয়ালাল

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ৮ অক্টোবর : জেলা নেতৃত্বের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও পুরোপুরি সারল না রায়গঞ্জ তৃণমূলের 'গোষ্ঠীকোন্দল রোগ'। বুধবার উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের পৌরোহিত্যে কালিয়াগঞ্জের বিজয়া সম্মিলনিতে এক মঞ্চে দেখা গেল বিবদমান বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী এবং রায়গঞ্জ শহরের পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস এবং উপ পুর প্রশাসক অরিন্দম সরকারকে। বেশ কয়েকমাস ধরে দু'তরফের মধ্যে চলছে কাদা ছোড়াছুড়ির পর্ব। এর আগে রায়গঞ্জের বিজয়া সম্মিলনির অনুষ্ঠানে একে অন্যকে এড়িয়েছিলেন দু'পক্ষ। এদিন সন্দীপ-অরিন্দম পক্ষ দ্বন্দ্বের ঝাঁঝ বজায় রাখলেও কিছুটা সুর নরম কৃষ্ণের।

২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজয়া সম্মিলনিকে উপলক্ষ্য করে দলের অন্দরে অনৈক্যের ছবি বদলের কৌশল নিয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। একাদশীতে কালীঘাটে বিজয়া সম্মিলনির আয়োজনে মিলিত হন রাজ্যের শীর্ষ নেতারা। এরপর জেলায় জেলায় দ্বন্দ্ব মেটানোর কৌশল নিয়ে একই পথে হাঁটছে ঘাসফুল শিবির।

এদিন নজমু নাট্য নিকেতনে শহর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির ডাকে আয়োজিত হয় বিজয়া সম্মিলনি। এক সারিতে বসলেও দ্বন্দ্বের সুর শোনা গেল সন্দীপ এবং অরিন্দমের বক্তব্যে। অরিন্দম বলেন, 'শহর তৃণমূল সভাপতি সুজিত সরকার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। রায়গঞ্জে এই ছবি আমরা দেখতে পাইনি। কর্ণজোড়ায় অনুষ্ঠিত বিজয়া সম্মিলনিতে জেলা স্তরের অনেক নেতা ডাক পাননি। আমরা নিজেদের প্রচারে ব্যস্ত।' ইঙ্গিতপূর্ণভাবে তিনি আরও বলেন, 'আগামীতে কালিয়াগঞ্জ আর রায়গঞ্জ আসনে সৌহার্দ্যপূর্ণ লড়াই হবে।' কটাক্ষের সুরে সন্দীপ বলেন, 'কালিয়াগঞ্জ থেকে শিখতে হবে, কী করে কর্মী-নেতৃত্বকে সম্মান দিতে হয়।' যদিও বুধবার মঞ্চ থেকে বিধায়ক কৃষ্ণকে বাগযুদ্ধের ধার মাড়াতে দেখা যায়নি। উলটে ২০২৩ সালে নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবারের পাশে তিনি কীভাবে দাঁড়িয়েছিলেন তার স্মৃতিচারণ করেন। তবে, বয়রা কালী মন্দিরে প্রণাম সেরে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমরা জানি কীভাবে সবাইকে উপযুক্ত সম্মান দিতে হয়। ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। শহরের বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠান ওঁরাই আয়োজন করবেন।' যদিও কানাইয়ালাল বলেন, 'আমি চাই বিবাদ-বিরোধ যা আছে মিটে যাক। আসন্ন নির্বাচনে দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়ুক।'

বুধবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন, জেলা তৃণমূল মহিলা সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ, জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি কৌশিক গুন, তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক অসীম ঘোষ সহ দলীয় কাউন্সিলাররা। ফলে ভোটযুদ্ধে নামার আগে সব মিলিয়ে ঐক্যের ছবি তুলে ধরতে তৎপর তৃণমূল। যদিও দলের অন্দরে মনকষাকষি যে রাতারাতি ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে যাবে না, সেই ইঙ্গিতও স্পষ্ট জানান দিল রায়গঞ্জের বিবদমান দুই পক্ষ।

দ্বন্দ্ব

বিজয়া সম্মিলনিতে একমঞ্চে দেখা গেল রায়গঞ্জে দলের বিবদমান দু'পক্ষকে

কয়েক মাস ধরে চলছে কাদা ছোড়াছুড়ি

এর আগে রায়গঞ্জের বিজয়া সম্মিলনির অনুষ্ঠানে একে অন্যকে এড়িয়েছিলেন

এক সারিতে বসলেও দ্বন্দ্বের সুর শোনা গেল সন্দীপ এবং অরিন্দমের বক্তব্যে

বুধবার কালিয়াগঞ্জের বিজয়া সম্মিলনিতে তৃণমূলের নেতারা।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মায়াময়।। *ময়নাগুড়ি থেকে ছবিটি তুলেছেন জিতাভ্র রায়।*

স্ত্রীকে ফেরাতে গিয়ে আক্রান্ত

শাশুড়ির হাতে রক্তাক্ত জামাই

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৮ অক্টোবর : স্বামী দিল্লিতে নির্মাণশ্রমিকের কাজ করেন। পুজো উপলক্ষ্যে মাসখানেক আগে স্ত্রী তাঁর দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসেন। তারপর থেকেই স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন ওই বধূ। অনেক চেষ্টা করেও স্বামী তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। অগত্যা দিল্লি থেকে এসে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের ফেরাতে শ্বশুরবাড়িতে যান। কিন্তু সেখানে এসে শাশুড়ির হাতে বেধড়ক মার খেতে হল জামাইকে। মঙ্গলবার বালুরঘাট ব্লকের বিজয়শ্রী গ্রামের ঘটনা। এরপর বুধবার ওই জামাই বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

কলকাতার বাসিন্দা রাজু মাইতি ১৫ বছর ধরে দিল্লিতে থাকেন। সেখানে তিনি নির্মাণশ্রমিকের কাজ করেন। বছর দশেক আগে বিজয়শ্রী গ্রামের বাসিন্দা বুলি মাইতি ও তাঁর মেয়ে সীমা মাইতি দিল্লিতে কাজ করতে যান। সেখানেই সীমার সঙ্গে রাজুর প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। এরপর তাঁরা বিয়ে করেন। বর্তমানে তাঁদের দুই ছেলেমেয়ে রয়েছে।

মাসখানেক আগে সীমা ছেলেমেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসার পর থেকে রাজুর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন বলে রাজুর পরিবারের অভিযোগ। বারবার ফোন নম্বর বদল করে সীমা রাজুকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন।

এমন ঘটনা বুঝতে পেরে রাজু শনিবার দিল্লি থেকে এসে শ্বশুরবাড়ি ঢুকতেই গেলে বাধা পান। এরপর রাজু তাঁর অন্য আত্মীয়দের বাড়িতে থাকেন। মঙ্গলবার বিকেলে রাজু শ্বশুরবাড়িতে ঢুকলে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ শুরু হয়।

এরপরই শাশুড়ির হাতে বেধড়ক মার খান রাজু। মারধরের জেরে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য বালুরঘাট হাসপাতালে যেতে হয় বলে দাবি জামাই রাজু মাইতির।

তিনি বলেন, 'শাশুড়ির প্রশ্রয়ে আমার স্ত্রী অন্য কারও সঙ্গে প্রেমে মজেছে। আমার সঙ্গে দিল্লি ফেরা তো দূর অস্ত, কথা পর্যন্ত বলতে চাইছে না। আমি তার প্রতিবাদ করায় আমাকে মারধর করা হয়েছে। আমি ওদের শাস্তি চেয়ে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

> শাশুড়ির প্রশ্রয়ে আমার স্ত্রী অন্য কারও সঙ্গে প্রেমে মজেছে। আমার সঙ্গে দিল্লি ফেরা তো দূর অস্ত, কথা পর্যন্ত বলতে চাইছে না। আমি তার প্রতিবাদ করায় আমাকে মারধর করা হয়েছে।
>
> **রাজু মাইতি**

এসপি'র দ্বারস্থ পুলিশের কনস্টেবল

রায়গঞ্জ, ৮ অক্টোবর : পুরোনো শত্রুতার জেরে কলকাতা পুলিশের কনস্টেবলকে হুমকির অভিযোগ দুই প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় স্থানীয় থানার ওপর আস্থা হারিয়ে জেলা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই কনস্টেবল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ইটাহার থানার হাটগাছি সংলগ্ন দৌলতপুর গ্রামে। বুধবার বিকেলে এসপির কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল মফিজুদ্দিন আহমেদ। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের পয়লা সেপ্টেম্বর অভিযুক্ত জমিরুল ইসলাম ও ওয়াসিম আক্তারের বিরুদ্ধে জমি সংক্রান্ত বিবাদে ইটাহার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মফিজুদ্দিন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনে খুনের চেষ্টা সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে। এই মামলার পর থেকেই যাবতীয় গণ্ডগোলের সূত্রপাত। অভিযোগকারী পুলিশ কনস্টেবল মফিজুদ্দিন আহমেদের কথায়, 'আমাকে ও আমার বৌ-বাচ্চাকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে। সেইসঙ্গে আমার চাকরি খেয়ে নেওয়ার ভয়ও দেখিয়েছে।' অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পয়লা সেপ্টেম্বর ইটাহার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেও তদন্তকারী পুলিশ অফিসার অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করায় তাঁদেরকে এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে বলে তিনি জানান। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'কিছুক্ষণ আগে অভিযোগ পেয়েছি, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

শিক্ষামূলক ভ্রমণের নামে টাকা লোপাট

ভুয়ো বিল বানানোয় অভিযুক্ত তৃণমূল প্রধান

আজাদ

মানিকচক, ৮ অক্টোবর : শিক্ষামূলক ভ্রমণের নামে ভুয়ো বিল বানিয়ে প্রায় ৩ লক্ষ ৩ হাজার টাকা লোপাটের অভিযোগ মানিকচকের তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত চৌকি মিরদাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মোহাম্মদ আনোয়ার আলির বিরুদ্ধে। কোনও ট্রাভেল এজেন্সি নয়, অভিযোগ সরকারি খাত থেকে টাকা তোলা হয় শাসকদলের অন্য এক নেতার ঠিকাদারি সংস্থার নামে। যদিও আনোয়ারের দাবি, মানিকচকের বিডিওর নির্দেশে পূর্ব মেদিনীপুরের একটি মডেল গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যবেক্ষণ করতে শিক্ষামূলক ভ্রমণে যান তাঁরা।

তবে প্রধানের দাবি নস্যাৎ করে মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী সাফ বলেছেন, 'শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রশাসনের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এই ধরনের ভ্রমণ সাধারণত জেলা বা রাজ্য প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে হয়। এর খরচ সরকারি খাত থেকে তোলা যায় না।' ব্লক প্রশাসনের একটি প্রতিনিধিদল বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগ প্রমাণ হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও।

এই প্রথম নয়, জমির প্রোমোটারি থেকে শুরু করে জীবন্ত ব্যক্তিকে মৃত সাজিয়ে ওয়ারিশ শংসাপত্র প্রদান সহ আনোয়ারের বিরুদ্ধে আগেও একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ হলেও প্রধানের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে বিরোধীদের অভিযোগ। শিক্ষামূলক ভ্রমণের নামে দুর্নীতির বিষয়টি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে যথেষ্ট হইচই শুরু হয়েছে।

গত সোমবার সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট ভাইরাল হয়, সেখানে চৌকি মিরদাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি খরচের বিলে দেখা গিয়েছে, শিক্ষামূলক ভ্রমণ খাতে খরচ হয়েছে প্রায় ৩ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। বিলে প্রধানের সিল ও সই রয়েছে। যার মধ্যে হোটেলের রুম বাবদ খরচ দেখানো হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ৫ হাজার ৬০০ টাকা, গাড়ি বাবদ ৯০ হাজার টাকা, খাওয়াদাওয়া বাবদ ৯৬ হাজার টাকা ও অন্যান্য খরচ আরও প্রায় ১২ হাজার টাকা। বিলটি তোলা হয়েছে মানিকচক ব্লক তৃণমূলের সদস্য আঞ্জুর রহমানের ঠিকাদারি সংস্থার নামে। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সদুত্তর দিতে পারেননি। পরে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

আনোয়ারের দাবি, গত ২১শে জুলাই কলকাতায় শহিদ দিবসে অংশগ্রহণ করার পর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর-১ ব্লকের 'মডেল গ্রাম পঞ্চায়েত' গোবরায় শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয় সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের সদস্য ও কর্মীদের। গোবরা পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজ পর্যবেক্ষণ করাই ছিল উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, 'বিডিওর অনুমতি নিয়েই এই ভ্রমণ করা হয়েছে। কোনও দুর্নীতি বা টাকা নয়ছয় করা হয়নি। আগামী বছর বিধানসভা ভোট। তাই তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করতে অহেতুক অভিযোগ তোলা হচ্ছে।'

আনোয়ারের যুক্তি মানতে নারাজ সিটুর মালদা জেলা সম্পাদক দেবজ্যোতি সিনহা। তাঁর কথায়, 'দিঘার সমুদ্রে ফুর্তি করতে এই টাকা খরচ করা হয়েছে। কোনও বিরোধী পঞ্চায়েত সদস্যকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তাহলে কীসের শিক্ষামূলক ভ্রমণ?' দক্ষিণ মালদা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক গৌরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'জনগণের টাকায় ফুর্তি হয়েছে। নিজেদের গা বাঁচাতে শিক্ষামূলক ভ্রমণের কথা বলা হচ্ছে।'

যেখানে দুর্নীতি

মেদিনীপুরে একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের নামে ভুয়ো বিল বানিয়ে প্রায় ৩ লক্ষ ৩ হাজার টাকা লোপাটের অভিযোগ

সরকারি খাত থেকে টাকা তোলা হয় শাসকদলের এক নেতার ঠিকাদারি সংস্থার নামে

মানিকচকের বিডিও সাফ জানিয়েছেন, শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্দেশ দেওয়া হয়নি

বিরোধীদের অভিযোগ, দিঘার সমুদ্রে ফুর্তি করতে এই টাকা খরচ করা হয়েছে

পরিযায়ী শ্রমিক নিখোঁজ

তপন, ৮ অক্টোবর : তপন ব্লকের কাটাবাড়ি এলাকার মূক ও বধির এক তরুণ সৌমজিৎ বর্মন দিল্লিতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে যাচ্ছিলেন।

স্টেশনে নামার পর থেকেই তাঁর আর কোনও খোঁজ মেলেনি। বহু খোঁজাখুঁজির পরও সন্ধান না মেলায় বুধবার পরিবারের তরফে তপন থানায় মিসিং ডায়েরি করা হয়েছে।

গ্রাহকের সঙ্গে 'দুর্ব্যবহার' পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্টের

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ৮ অক্টোবর : বংশীহারী ব্লকের জোরদিঘি শাখা ডাকঘরের পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্টের বিরুদ্ধে গ্রাহকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উঠল। পাশাপাশি কাজকর্মে গাফিলতি সহ আর্থিক লেনদেনে বেনিয়মেরও অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত কর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের দাবি তুলেছেন গ্রাহকরা। এব্যাপারে বুধবার বেশ কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা বুনিয়াদপুর উপ ডাকঘরের পোস্ট মাস্টারের মাধ্যমে জেলা ডাক বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্টকে চিঠি দিয়েছেন।

অভিযুক্ত পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট অক্ষয়কুমার প্রামাণিকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ মিথ্যে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্টের ব্যবহার খুব খারাপ। গ্রাহকরা ডাকঘরে গেলে প্রায়ই ওই গ্রাহকদের অকারণে অপমানিত করতেন বলে অভিযোগ। এমনকি সঠিক পরিষেবা দেওয়া হত না বলেও অভিযোগ।

এছাড়াও অভিযোগ, সঠিক সময়ে কাজ হয় না, লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে টাকা তুলতে পারেন না গ্রাহকরা। এমনকি অনেক সময় ওই কর্মী লিংক না থাকার অজুহাতে নিজের কাছে টাকা জমা নিয়ে রাখেন। পরে সেই টাকা আত্মসাৎ করে নেন। অনেক সময় জরুরি কাগজপত্র জমা বা তোলার ক্ষেত্রেও গ্রাহকদের বারবার হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

অক্ষয়ের বিরুদ্ধে তাঁদের আরও অভিযোগ, বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্পে টাকা জমা বা তোলার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নেই। অনেকে নির্ধারিত তারিখে টাকা তুলতে গিয়েও টাকা তুলতে পারছেন না। কোনও তথ্য গ্রাহকদের ঠিকমতো দেওয়া হয় না। কোনও কিছু নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলে উলটে দুর্ব্যবহার করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা ও কৃষক রিপন সরকার বলেন, 'আমি নিয়মিত পোস্ট অফিসে টাকা জমা করি। কিন্তু এখন প্রতিবার বিভিন্ন অজুহাতে টাকা তুলতে ও জমা দিতে এসে লিংক না থাকায় ফিরে যেতে হচ্ছে।'

এমন পরিস্থিতিতে এলাকার বেশ কয়েকজন বাসিন্দা তাঁদের স্বাক্ষরিত অভিযোগপত্রে বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়ে লিখেছেন, সরকারি পরিষেবার নামে সাধারণ মানুষকে দিনের পর দিন হয়রানি করা হচ্ছে। আমরা চাই, এবিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত হোক এবং ওই দোষী কর্মীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক।'

বুনিয়াদপুর উপ ডাকঘরের পোস্ট মাস্টার ওই অভিযোগপত্রটি গ্রহণ করে বলেন, 'আমি অভিযোগপত্র জেলা অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবে।' দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ডাক বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট কুন্তল গোস্বামীর বক্তব্য, 'বর্তমানে আমি ছুটিতে বাইরে আছি। ফিরে তারপর অভিযোগ খতিয়ে দেখে বিভাগীয় তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ডাক বিভাগের জেলা সুপারকে নালিশ

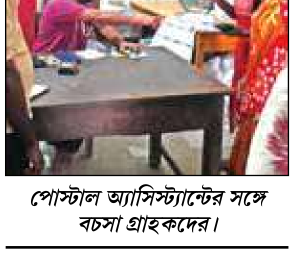
পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে বচসা গ্রাহকদের।

হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার শ্মশানে ভগ্নপ্রায় চুল্লি। -সংবাদচিত্র

বিকল চুল্লি, সৎকারে সমস্যা

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৮ অক্টোবর : হরিশ্চন্দ্রপুর সদরের পিপলা গ্রামে প্রায় অর্ধশতক প্রাচীন শ্মশানটির বর্তমানে জরাজীর্ণ দশা। দীর্ঘদিন ধরে দুটি চুল্লি খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। যার ফলে মৃতদেহ সৎকার করতে সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয়রা। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ তুঙ্গে। অভিযোগ, বারবার এলাকার জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও কোনও সুরাহা মেলেনি। এই মুহূর্তে একটি চুল্লিতে কোনওরকমে বাঁশের ঠেকা দিয়ে দাহ করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অজয় পাসোয়ান বলেন, 'আমি জেলা পরিষদ এবং ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েছি। আশা করি অবিলম্বে সমাধান করা হবে।'

হরিশ্চন্দ্রপুর শ্মশান কমিটির সদস্য দীপক দাস জানিয়েছেন, বিভিন্ন সময়ে বিধায়ক ও জেলা পরিষদের তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ করে ওই চুল্লিগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু আগুনের তাপ ও জলের কারণে বর্তমানে দুটি চুল্লি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। একটিমাত্র চুল্লিতে দাহ করা হলেও, সেটির অবস্থাও সঙ্গিন। সঙ্গে তিনি বলেন, 'তিনটি চুল্লিই কার্যত ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েছি। দাহ করতে সমস্যায় পড়ছেন এলাকাবাসী।'

অন্যদিকে, শ্মশান কালী কমিটির সদস্য রবি মিশ্র জানান, এলাকার সবচেয়ে বড় শ্মশান হল এই হরিশ্চন্দ্রপুরের পিপলা শ্মশান। এখানে আগে কালীপুজো হত না। শুধু মৃতদেহ দাহ করা হত। ১৯৭৪ সালে ওই এলাকারই সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য, ক্ষিতীশ রায়, শিবপদ মিশ্র, স্বপন দে প্রমুখ হরিশ্চন্দ্রপুর শ্মশানে কালীপুজোর সূচনা করেন। রবি বলেন, 'হরিশ্চন্দ্রপুরের শ্মশান ও হিন্দুদের গোরস্থান গঠনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী সুবোধকুমার মিশ্র ও স্থানীয় ব্যবসায়ী জগন্নাথ আগরওয়াল। এখন এখানে মৃতদেহ দাহের পরিকাঠামো বেহাল হয়ে পড়েছে। প্রশাসন দৃষ্টি না দিলে আগামীতে দাহ করা কঠিন হবে।'

বিষপানে মৃত

গঙ্গারামপুর, ৮ অক্টোবর : মানসিক অবসাদে বিষপান করায় বুধবার মৃত্যু হল এক তরুণের। মৃত ওই তরুণের নাম দীপঙ্কর রায় (৩০)। তিনি কুশমণ্ডি থানার শিহল এলাকার বাসিন্দা। দীপঙ্কর রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। পরিবার সূত্রের খবর, বেশকিছু দিন ধরে তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি বিষপান করেন। বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের নজরে আসতেই তাঁকে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু এদিন সকালে ওই তরুণের মৃত্যু হয়। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

'সরকারে যাঁরাই থাকুন, রাস্তা সংস্কার করুন'

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৮ অক্টোবর : কুশমণ্ডি ব্লকের অন্যতম একটি ব্যস্ত রাস্তা হল শব্দলপুর থেকে সরলা পর্যন্ত রাস্তাটি। সাত বছর আগে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার টাকায় ৭ কিলোমিটার ওই রাস্তাটি তৈরি হয়েছিল। রাস্তা তৈরির এক বছর পরেই রাস্তার দৈন্যদশা বেরিয়ে আসে। বেহাল ওই রাস্তাটি সংস্কার নিয়ে রাজনৈতিক উদাসীনতা স্পষ্ট বলে অভিযোগ ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী মানুষজনের।

ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন দেউল এবং বেরইল পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষজন। শুধু তাই নয়, একাধিক প্রাইমারি স্কুল সহ দুটি হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরাও যাতায়াত করেন। এই দেউল পঞ্চায়েত এলাকাতেই বাড়ি কুশমণ্ডির বিধায়ক রেখা রায়ের। তিনি জানিয়েছেন, সাংসদ টাকা দিচ্ছে না বলেই রাস্তা সংস্কারও হচ্ছে না। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক তাপস রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানালেন, বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে ওই রাস্তা সংস্কারের কাজ ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প কবে বাস্তবায়িত হবে তার উত্তর তিনি দিতে পারেননি।

এদিকে গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে রাস্তার ওপরের কুচি পাথর উঠে যাওয়ায় গর্ত হয়ে গিয়েছে। আর ওই গর্তগুলিতে জল জমে রয়েছে। দেখলে মনে হবে একটি ছোটখাটো পুকুর। এমন অবস্থায় রাখঢাক না করে মুখ খুলেছেন অনেকেই।

এঁদের মধ্যে ইসনাইল গ্রামের প্রসেনজিৎ রায়, রুয়ানগর গ্রামের অনিল সরকার, শব্দলপুর গ্রামের দিবি বেসরাদের বক্তব্য, নেতারা গাড়ি চড়ে যাতায়াত করেন। তাই রাস্তার ভাঙাচোরা অবস্থা গাড়ির ভেতর থেকে তাঁরা বুঝতে পারেন না।

সরলা গ্রামের প্রবীণ লোকশিল্পী দৈত্যচন্দ্র সরকারের দাবি, 'রাজ্য ও কেন্দ্রের সরকারে যাঁরাই থাকুন না কেন আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু দয়া করে শব্দলপুর থেকে সরলা যাওয়ার রাস্তাটি সংস্কার করার উদ্যোগ নিন।'

মানিকোর গ্রামের শিক্ষক নবীন সরকার বলেন, 'বর্ষার সময় ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করার মতো পরিস্থিতি থাকে না। রাস্তার মধ্যে যে গর্ত তৈরি হয়েছে, সেগুলি সব জলে ভর্তি হয়ে থাকে।'

এদিকে ধীরে ধীরে রাস্তা দিয়ে অটো, ভুটভুটি, টোটো চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনের গাড়ি দেউল বা বেরইল পঞ্চায়েতে যাওয়ার সময় মহিষবাথান হয়ে যাতায়াত করে। এমন অবস্থায় সবচেয়ে অসুবিধার মধ্যে পড়েন গর্ভবতী মহিলারা।

কুশমণ্ডিতে রাস্তার গর্তে জল জমে।

মূল অভিযুক্তের ফাঁসি দাবি নরেন্দ্রনাথের স্ত্রীর

খুনের পর থমথমে কনুয়া

সৌরভকুমার মিশ্র ও মুরতুজ আলম

হরিশ্চন্দ্রপুর ও সামসী, ৮ অক্টোবর : হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ কংগ্রেস নেতা নরেন্দ্রনাথ সাহাকে পরিকল্পিতভাবে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল আগেই, এবার সামনে এল গত কয়েকদিন ধরে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকির ঘটনা। এমনই অভিযোগ তুলেছে চাঁচল বার অ্যাসোসিয়েশন। ঘটনার প্রেক্ষিতে আন্দোলনে নেমেছে কংগ্রেসও। দোষীর কঠোর শাস্তির দাবি উঠছে সর্বত্র। লক্ষ্মীপুজোর দিন মাঝরাতে কনুয়া ভবানীপুর গ্রামে গাড়িতে পিষে দেওয়া হয় নরেন্দ্রনাথকে। ঘটনায় জখম হন দুই তৃণমূল নেতা সহ চারজন। পুলিশ স্থানীয় বাসিন্দা গাড়িচালক বিপদ প্রামাণিককে ঘটনার পরই গ্রেপ্তার করে। বিপদের বিরুদ্ধেই খুনের অভিযোগ উঠেছে। আদালতের মাধ্যমে ধৃতকে পাঁচদিনের হেপাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। একটি মামলার প্রেক্ষিতে পেশায় আইনজীবী নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিপদের বিবাদ ছিল বলে তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ।

হরিশ্চন্দ্রপুরে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদ সভা। বুধবার।

৪৮ ঘণ্টা পরেও থমথমে কনুয়া ভবানীপুর। গ্রামের চায়ের দোকানগুলির আলোচনায় নরেন্দ্রনাথের এমন মর্মান্তিক মৃত্যু। এরই মধ্যে চলছে পুলিশি টহল। ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হওয়ায় বিপদের বাড়িতে যাতে কোনওরকম হামলার ঘটনা না ঘটে, সেদিকেও রয়েছে পুলিশি নজরদারি। স্থানীয় বাসিন্দা শিক্ষক শফিকুল আলম বুধবার বলেন, 'উনি এলাকার জনপ্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর এমন মৃত্যু কেউ মেনে নিতে পারছেন না। গ্রামে এধরনের ঘটনা ঘটলে মানুষের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এখানেও তাই হয়েছে।' এদিকে, ঘটনাটি পরিকল্পনামাফিক ঘটানো হয়েছে বলে দাবি করেছে চাঁচল বার অ্যাসোসিয়েশন। বারের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা কামালের বক্তব্য, 'কয়েকদিন ধরেই নরেন্দ্রনাথকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছিল বিপদ। একজন ভালো মনের ও দক্ষ আইনজীবী ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। ফলে তাঁর এমন মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না। আমরা দোষীদের উপযুক্ত ও কঠোরতম শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।' বিপদের ফাঁসির দাবিতে সরব হয়েছেন নরেন্দ্রনাথের স্ত্রী মঞ্জু সাহা। তিনি বলেন, 'আমার স্বামী বরাবর অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন। এলাকার একটি হাইস্কুলের ট্যাব কেলেঙ্কারি থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক এলাকার একাধিক স্কুলে পোশাক দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। ওই অভিযুক্ত তরুণের সঙ্গে একটি মামলা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই গণ্ডগোল চলছিল। কিন্তু এইভাবে তাঁর প্রাণ চলে যাবে ভাবতেই পারছি না। এখন নাবালক দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে কী করব বুঝতে পারছি না।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত বিপদের ভাই ২০২২ সালে এলাকার এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। যার জন্য বিপদের ভাইয়ের সঙ্গে ওই মহিলার স্বামীর বিবাদ বাধে। বিপদের ভাইকে খুন করার অভিযোগ ওঠে ওই মহিলার স্বামীর বিরুদ্ধে। পেশায় আইনজীবী নরেন্দ্রনাথ ওই মহিলার স্বামীর জামিনের ব্যবস্থা করেন। যা নিয়ে নরেন্দ্রনাথের ওপর রাগ ছিল বিপদের। তারই প্রেক্ষিতে লক্ষ্মীপুজোর রাতে সুযোগ পেয়ে কংগ্রেস নেতা নরেন্দ্রনাথকে গাড়ি দিয়ে বিপদ পিষে দিয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই। এদিকে, এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায় দলীয় নেতার মৃত্যুর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল এবং প্রতিবাদ সভা করে কংগ্রেস। ব্লক সভাপতি বিমানবিহারী বসাক বলেন, 'আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা চাই ধৃত তরুণের উপযুক্ত শাস্তি।'

মৃত বধূর দেহে ক্ষতচিহ্ন

রায়গঞ্জ, ৮ অক্টোবর : রায়গঞ্জ থানার কর্ণজোড়া ফাঁড়ির কমলাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কসবা মহেসো গ্রামে বুধবার এক বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তাঁর দেহ পর্যবেক্ষণের সময় দেহে একাধিক ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়। যদিও শুক্লা সরকার (২৪) নামে ওই বধূর শ্বশুরবাড়ির লোকজনের দাবি, বহুদিন ধরেই শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছিলেন শুক্লা।

এদিন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তাঁর দেহের ময়নাতদন্ত করে, দেহ পরিবারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। রায়গঞ্জ থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেখেই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট করে বলা সম্ভব।

বংশীহারী থানায় আদিবাসী সংগঠনের স্মারকলিপি। বুধবার। -সংবাদচিত্র

ধৃতের শাস্তি চেয়ে থানায় বিক্ষোভ

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ৮ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন বংশীহারী ব্লকের একটি গ্রামে ১৩ বছর বয়সি এক আদিবাসী নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল এলাকাজুড়ে। ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্তের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে বুধবার বংশীহারী থানায় স্মারকলিপি জমা দিল ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি বাবুলাল মুর্মু, বংশীহারী ব্লক প্রেসিডেন্ট দিলীপ সোরেন, বালুরঘাটের ব্লক প্রেসিডেন্ট পরিমল সোরেন, তপনের ব্লক প্রেসিডেন্ট সুকুমার বেসরা প্রমুখ। আইসি অসীম গোপ তাঁদের দাবিগুলি শোনেন এবং এব্যাপারে তাঁদের আশ্বস্ত করেন।

সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, আদিবাসী সমাজের ওপর এমন অপকর্ম কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যায় না। এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও অভিযুক্তের ফাঁসির দাবি জানানো হয়। তাঁদের আশঙ্কা, যদি ওই অপরাধীর বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হয়, তবে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আরও বাড়তে পারে।

এদিন দুপুরে প্রায় একশো আদিবাসী পুরুষ ও মহিলা বংশীহারী থানার সামনে ধামসা-মাদল ও প্ল্যাকার্ড হাতে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখান। এরপর একটি প্রতিনিধিদল আইসির হাতে স্মারকলিপি তুলে দেয়।

অষ্টমীর দিন সকালে ওই নাবালিকা টিউশন পড়ে বাড়ি ফেরার পথে এমন ঘটনা হয়েছিল। ঘটনা জানাজানি হতেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের শতাধিক বিক্ষোভকারীদের সামনে ক্ষোভের মুখে পড়ে অভিযুক্ত তরুণ ও তার পরিবার। এরপর পুলিশের তৎপরতায় অভিযুক্ত তরুণকে উদ্ধার করে বিকেলে তাকে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ওইদিন রাতে নাবালিকার পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের হতেই তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরের দিন তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তাকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বর্তমানে অভিযুক্ত ওই তরুণ জেল হেপাজতে রয়েছে।

ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা

ক্ষোভের কারণ

- দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন এক আদিবাসী নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে
- অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে বুধবার বংশীহারী থানায় স্মারকলিপি দিল ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল
- আইসি অসীম গোপ তাদের দাবিগুলি শুনে পদক্ষেপের বিষয়ে আশ্বস্ত করেন
- ঘটনার দিন থেকে অভিযুক্তের বাড়ির সামনে পুলিশি নজরদারি চলছে

সভাপতি বাবুলাল মুর্মুর বক্তব্য, 'আমাদের সমাজের একজন শিশুকন্যার ওপরে এধরনের পাশবিক হামলার চেষ্টা করা মানে আদিবাসী সংস্কৃতি ও সমাজের ওপর আঘাত করা। আমরা এই ঘটনার ন্যায়বিচার চাই।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন থেকে অভিযুক্তের বাড়ির সামনে পুলিশি নজরদারি চলছে। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। আইন অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।

মোবাইল ফোন ফেরাল পুলিশ

সামসী, ৮ অক্টোবর : চুরি ও হারিয়ে যাওয়া মোবাইল প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিল চাঁচল থানার পুলিশ। গত কয়েক মাসে অনেকের ফোন হারিয়ে গিয়েছিল। কারও আবার চুরি হয়েছিল। এরপর তাঁরা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সম্প্রতি এক বিশেষ অভিযানে ওইসব মোবাইল উদ্ধার করে চাঁচল থানার পুলিশ। এরপর বুধবার শিবির করে চাঁচল থানার অন্তর্গত হারিয়ে যাওয়া এবং চুরি যাওয়া ৫০টি মোবাইল তুলে দেওয়া হয় মালিকদের হাতে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা, চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দুকুমার কুণ্ডু সহ অন্যরা।

অ্যাসিড খেয়ে মৃত মহিলা

কালিয়াচক, ৮ অক্টোবর : মঙ্গলবার কালিয়াচকের জালালপুরে এক মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসে। মৃত মহিলার নাম রাধা দাস (৪৩)। পরিবারের দাবি, অশান্তির জেরে অ্যাসিড খেয়ে নেন ওই মহিলা। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় সুজাপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যদিও রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে, পুত্রবধূ সবিতা পালের সঙ্গে বচসা হয় শাশুড়ির। বিকেলে বাড়িতে থাকা অ্যাসিড পান করেন রাধা। অসুস্থ হয়ে পড়ার পরে পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

অপহরণের অভিযোগে আটক পরিযায়ী

তপন, ৮ অক্টোবর : তপন ব্লকের ৬ নম্বর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জামালগাছি এলাকার বাসিন্দা রাকিব মণ্ডল (২৯) প্রায় দু'মাস আগে মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ে কাজ করতে গিয়েছিলেন। গত রবিবার বাড়ি ফেরার কথা থাকলেও ফেরা হয়নি তাঁর। তার আগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে নাগপুর তহসিল থানার পুলিশ। মঙ্গলবার নাগপুর পুলিশের এক আধিকারিক রাকিবের দাদা রকসেদ মণ্ডলকে ফোন করে জানান, দুই শিশু স্কুল পড়ুয়াকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগে রাকিবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। ইতিমধ্যে রাকিবের গ্রেপ্তারির একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, সেখানকার বজরং দল ঘনিষ্ঠ একটি পেজ থেকে ভিডিওটি পোস্ট করা হয়েছে। (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ')

এনিয়ে তপন থানার আইসি জনমারি ভিয়ান্নে লেপচা বলেন, 'রাকিব মণ্ডলের পরিবারের সদস্যরা থানায় এসে পুরো ঘটনাটি জানানোর পর আমরা নাগপুর থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারা আমাদের জানিয়েছে, তার বিরুদ্ধে পকসো আইনের পাশাপাশি অপহরণের চেষ্টার অভিযোগে মামলা হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে তাদের ধারণা, রাকিবের মানসিক ভারসাম্য স্বাভাবিক নেই। বর্তমানে আদালতের নির্দেশে পুলিশি হেপাজতেই তার চিকিৎসা চলছে।'

অন্যদিকে, রাকিবের দাদা রকসেদ মণ্ডল রাজ্য সরকারের শ্রমিক কল্যাণ দপ্তরের টোল ফ্রি নম্বরেও যোগাযোগ করে এই ঘটনার কথা জানিয়েছেন। ভাইয়ের গ্রেপ্তারির ভিডিওটি দেখে বুধবার রকসেদ বলেন, 'আমার ভাই এমন কোনও কাজ করেনি। ওখানে গিয়ে হয়তো এই ক'দিনে ওর মানসিক অবস্থা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। সেই সুযোগ নিয়েই বজরং দলের লোকজন চক্রান্ত করে ওকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। আমরা চাই, সরকার এবিষয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপ করুক আর রাকিব সুস্থভাবে ফিরে আসুক।'

এই ঘটনার কথা চাউর হতেই স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে। ওই গ্রামের বাসিন্দা নিয়ামুল মণ্ডলের বক্তব্য, 'রাকিব বরাবরই খুব শান্ত স্বভাবের ছেলে। ও এরকম কাজ করতে পারে বলে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

নাগপুর পুলিশ ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করে সমস্তরকম তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখছে। রাকিবের দাদা রকসেদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বজরং দলের সংযোজক পুলক সরকার বলেন, 'যারা দেশবিরোধী এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকবে তাদের বিরুদ্ধে বজরং দল সবসময় লড়বে। কেউ অন্যায় করলে দেশের আইন অনুযায়ী তাকে শাস্তি পেতেই হবে।'

ভিড়।। গাজোলের আলালে চলো পালটাই ক্লাবের লক্ষ্মী প্রতিমা দেখতে ঢল। - পঙ্কজ ঘোষ

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু বৃদ্ধার

রায়গঞ্জ, ৮ অক্টোবর : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধার। ঘটনাটি বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি থানার দেওল গ্রামে ঘটেছে। মৃতার নাম চেচোবালা দেবশর্মা (৭১)। মৃত বৃদ্ধার ছেলে মনোরঞ্জন দেবশর্মা বলেন, 'আমার মা রাস্তার ধার দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। পেছনদিক থেকে একটি মোটরবাইক এসে তাঁকে ধাক্কা মারে। চিৎকার শুনে বাইরে এসে দেখি গুরুতর জখম অবস্থায় মা রাস্তায় পড়ে রয়েছেন।' তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধার মৃত্যু হয়।

অঙ্কন প্রতিযোগিতা

রায়গঞ্জ, ৮ অক্টোবর : প্রতি বছর অক্টোবর মাসের ২ থেকে ৮ তারিখ পর্যন্ত বন্যপ্রাণী সপ্তাহ পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে বুধবার রায়গঞ্জ বন বিভাগের উদ্যোগে কুলিক পক্ষীনিবাসে একটি সচেতনতা শিবির এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ বন বিভাগের বনাধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা, রায়গঞ্জ বন বিভাগের রেঞ্জ অফিসার সৌভিক ঝাঁ, পশুপ্রেমী সংস্থার কর্ণধার গৌতম তান্তিয়া প্রমুখ। সেখানে অঙ্কনের বিষয় ছিল বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত। দুটি বিভাগে ৩৮ জন পড়ুয়া অংশ নেয়। প্রতিযোগিতার শেষে বন দপ্তরের আধিকারিকরা প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট তুলে দেন।

মদের টাকা না পেয়ে স্ত্রীকে খুনের চেষ্টা

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ৮ অক্টোবর : মদ খাওয়ার জন্য টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বচসা। শেষ পর্যন্ত টাকা না দেওয়ায় চড়াও হন স্বামী। অভিযোগ, হাঁসুয়া দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করেন। চিৎকার শুনে আশপাশের মানুষজন ছুটে আসেন। রক্তাক্ত অবস্থায় বধূকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পিংকি মণ্ডল নামে বছর ২৪-এর ওই বধূ আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালদা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন।

ঘটনাটি কালিয়াচক থানার জালুয়াবাধাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর কদমতলা গ্রামের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। অভিযুক্ত স্বামী মিঠুন মণ্ডলকে আটক করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

মিঠুনের বাবা প্রফুল্ল মণ্ডল এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য। এলাকায় যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও তাঁর ছেলে মাঝেমধ্যেই মত্ত অবস্থায় চড়াও হন বলে অভিযোগ। কোনও কাজকর্ম না করে মদ খেয়ে এলাকায় ঘোরেন মিঠুন। বুধবার দুপুরে স্ত্রী পিংকির কাছে মদ খাওয়ার জন্য টাকা চান তিনি। কিন্তু টাকা দিতে রাজি হননি পিংকি। টাকা না পেয়ে স্ত্রীকে মারধর শুরু করেন মিঠুন। তারপর ঘর থেকে হাঁসুয়া বের করে এনে এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করেন। পিংকির হাতে, মাথায় ও শরীরের বেশ কয়েক জায়গায় আঘাত লাগে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, জালাবাদ আলি নামে জনৈক ব্যক্তি এলাকায় যেখানে-সেখানে মদ বিক্রি করছেন। মদের ঠেক ভেঙে আন্দোলন করা হয়েছিল। কিন্তু মদ ব্যবসায়ীরা কারও কোনও কথাই শোনেননি। যেখানে সেখানে মদ বিক্রি করার ফলে বাড়ির পুরুষরা কাজকর্ম না করে মাতাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, পিংকির হাতে কয়েকটি কোপ লাগার ফলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দা রাজীব মণ্ডল বলেন, 'পিংকিকে উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুপুর নাগাদ বেশ কয়েক বোতল রক্ত দেওয়া হয়েছে। পিংকির হাতের আঘাত গুরুতর রয়েছে। এলাকা থেকে মদের ঠেক বন্ধ না করলে অনেক পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে।

কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরী বলেন, 'এখনও পর্যন্ত থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। যদিও অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

বিজয়া সম্মিলনি নিয়ে দুই ফুলের রাজনীতি

কুমারগঞ্জ, ৮ অক্টোবর : কুমারগঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তর্জা চরমে। সোমবার কুমারগঞ্জ হাইস্কুল প্রাঙ্গণে শাসকদলের উদ্যোগে আয়োজিত ব্লক স্তরের বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক প্রচার চলছে বলে অভিযোগ বিজেপির। যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ওই অনুষ্ঠানটি কেবল বাঙালি সংস্কৃতি পালন ও সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার আহ্বান জানাতে আয়োজিত হয়েছিল।

কুমারগঞ্জের ওই বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠানে তৃণমূলের কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থকের পাশাপাশি মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, দলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, রাজ্য নেতা উজ্জ্বল বসাক, স্থানীয় বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল প্রমুখ। পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগ দেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

উজ্জ্বল বলেন, 'আমরা ৩৬৫ দিন মানুষের পাশে থাকি। বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপুজোকে সাধারণ মানুষের উৎসবে পরিণত করেছেন। একশো বছর পরেও মানুষ তাঁর অবদান মনে রাখবে।'

অন্যদিকে বিজেপির বক্তব্য, ওই বিজয়া সম্মিলনিকে রাজনৈতিক প্রচারের মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করেছে তৃণমূল। তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু বলেন, 'তৃণমূল ৩৬৪ দিন দুর্নীতি করে। আর একদিন বিজয়ার নামে ভোট প্রচার চালায়। এটা কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, একপ্রকার অপসংস্কৃতি।'

পদ্ম শিবিরের দাবি, বিজয়া সম্মিলনির মাধ্যমে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির অঘোষিত সূচনা করল তৃণমূল। শাসকদলের জেলা সভাপতি অবশ্য অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'বিজয়া সম্মিলনি মানে আনন্দ ও ঐক্যের বার্তা। বিজেপি সব জায়গায় রাজনীতি দেখতে অভ্যস্ত। আমরা মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সামনে এগোই।'

নিখোঁজ নাবালিকা থানায় হাজির

পতিরাম, ৮ অক্টোবর : বালুরঘাট ব্লকের পতিরাম থানার এক এলাকা থেকে রবিবার নিখোঁজ হয়ে যায় ১৬ বছর বয়সি এক নাবালিকা। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও কোনও সন্ধান মেলেনি। সোমবার থানায় নাবালিকার নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। সেইসঙ্গে একজনের নামে জোরপূর্বক অপহরণের অভিযোগও তোলেন নাবালিকার বাবা।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে হঠাৎই নিখোঁজ নাবালিকা হাজির হয় থানায়। তার দাবি, তাকে কেউ অপহরণ করেনি। এরপর পুলিশ তাকে পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দেয়। তবে নিখোঁজের দুইদিন ওই নাবালিকা কোথায় ছিল, সেটা এখনও জানা যায়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পতিরাম থানার পুলিশ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ পান্ডা - কে

18.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 89D 17804 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি এবং ডিয়ার লটারির প্রতি আমি সত্যি কৃতজ্ঞ। ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়েছে, এটা আমাকে নতুন আশা দিয়েছে যে আমি এখন আমার পরিবারের জন্য ভালো কিছু করতে পারবো এবং নিজের স্বপ্নগুলি পূরণ করতে পারব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বৃষ্টিতে ক্ষতির আশঙ্কা

কুশমণ্ডি, ৮ অক্টোবর : দুইদিন রোদের পর বুধবার থেকে ফের বজ্রবিদ্যুৎ সহ মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে কুশমণ্ডিজুড়ে। লাগাতার বৃষ্টিতে দুশ্চিন্তায় আমন ধানচাষিরা। পানিশালা গ্রামের বাসিন্দা আব্দুর রসিদ বলেন, 'লক্ষ্মীপুজোর পর ধান সম্পূর্ণভাবে পেকে যেতে থাকে। এই সময় বৃষ্টি হলে ফলন কমে যায়।' কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রেজাহির আব্বাস জানান, বৃষ্টি বন্ধ না হলে আমন ধান ছাড়াও সবজি চাষে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

টোটো চুরি

তপন, ৮ অক্টোবর : তপন ব্লকে ১০ নম্বর মালঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিবংশীপুর গ্রামে মঙ্গলবার রাতে নৃপেন বর্মন নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে টোটো চুরি হয়। বুধবার তিনি তপন থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বারোদুয়ারিতে লক্ষ্মীপুজোয় কার্নিভাল

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৮ অক্টোবর : কার্নিভাল শব্দটির সঙ্গে পরিচয় নেই এখনকার দিনে এমন বাঙালির দেখা মেলা ভার। শেষ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন জায়গায় দুর্গাপুজোর পর কার্নিভালের আয়োজন করা হচ্ছে। কিন্তু রায়গঞ্জ শহর লাগোয়া বারোদুয়ারি গ্রামের কার্নিভাল তিন দশকের পুরোনো। দুর্গাপুজো নয়, এই কার্নিভাল লক্ষ্মীপুজোর। দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে লক্ষ্মী প্রতিমার কার্নিভাল হচ্ছে। শুরুর দিন থেকে এই কার্নিভালের সঙ্গে যুক্ত আছেন সেন্টু মণ্ডল। বুধবার কার্নিভাল প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'লক্ষ্মীপুজো নিয়ে মানুষকে আগ্রহী করতে আমরা এই কার্নিভালের সূচনা করেছিলাম।' একটু হেসে তিনি যোগ করেন, 'শুরুর সময় যদিও এই উৎসবকে লোকে লক্ষ্মী প্রতিমা ভাসানমেলা বলত। এই কার্নিভালে অংশ নেওয়ার জন্য বড় প্রতিমা দিয়ে লক্ষ্মীপুজো করার হিড়িক বেড়েছিল এই অঞ্চলে।'

বারোদুয়ারি লক্ষ্মীপুজো কমিটির তরফে বুধবার লক্ষ্মীমেলা তথা কার্নিভালের আয়োজন করা হয়। আশপাশের গ্রামগুলি থেকে প্রতিমা নিয়ে গ্রামবাসীরা প্রদর্শনীতে অংশ নেন। প্রতিমা প্রদর্শনী দেখতে ছুটে আসেন কয়েক হাজার দর্শনার্থী। মেলায় লোভনীয় খাবারের পসরার পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাতপাতের ভেদাভেদ মুছে দিয়ে হিন্দু-মুসলিম এবং অন্য নানা ধর্মাবলম্বী মানুষ এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এইবারের মেলা কমিটির আহ্বায়ক শিউলি দাস সোরেন বলেন, '৩২ বছর ধরে চলে আসা

বারোদুয়ারি হাইস্কুল প্রাঙ্গণে লক্ষ্মী কার্নিভালে জনসমাগম। -দিবাকর সাহা

এই মেলা এখন আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই কার্নিভাল ছাড়া লক্ষ্মীপুজোর কথা এলাকার মানুষ ভাবতেই পারেন না।' কার্নিভালের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখে শিউলি যোগ করেন, 'এইবার কার্নিভালে ১৫টি প্রতিমা অংশ নিয়েছে। বারোদুয়ারি হাইস্কুল প্রাঙ্গণে এইবার কার্নিভালের আয়োজন করা হয়েছে। নারায়ণপুর, বালিহারা, একোর, মধুপুর, চাপদুয়ার, সোহারই, ঘুঘুডাঙ্গি, মকদুমপুর, ভট্টদিঘি গ্রাম থেকে বিভিন্ন প্রতিমা এই কার্নিভালে অংশ নিয়েছে। কার্নিভাল শেষের পর প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী প্রতিমাকে পুরস্কার হিসেবে পিতলের কলসি দেওয়া হয়।' মেলা কমিটির সদস্য সবুজ দাস, নন্দকুমার দাসরা শিউলির সঙ্গে সহমত পোষণ করেন।

সেন্টুর মতোই এই কার্নিভালের সঙ্গে প্রথম দিন থেকে জড়িয়ে রয়েছেন বারোদুয়ারির বাসিন্দা নিরঞ্জন দাস। তিনি বলেন, 'আগে ব্যান্ডপার্টি নিয়ে গ্রামবাসীরা প্রতিমা নিয়ে আসতেন। প্রায় ৫০টি প্রতিমা অংশ নিত। এখন এই সংখ্যাটা অনেক কমেছে।' নিরঞ্জনের কথার মাঝেই একটি লক্ষ্মী প্রতিমা কার্নিভালের মাঠ থেকে বিসর্জনের ঘাটের দিকে এগিয়ে যায়। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে নিরঞ্জন যোগ করেন, 'প্রতিমার সংখ্যা হয়তো খানিক কমেছে, কিন্তু ঐতিহ্য একচুলও ফিকে হয়নি।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৩৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২২ আশ্বিন ১৪৩২

সংকট গভীরে

সনাতন ধর্মের দোহাই পেড়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের দিকে জুতো ছোড়া মোটেও সাধারণ ঘটনা নয়। অভিযুক্ত আইনজীবী রাকেশ কিশোরের বিরুদ্ধে সেই অর্থে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে, এত বড় কাণ্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুধু নিন্দা করেই ক্ষান্ত থেকেছেন। তা-ও কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি প্রমুখ সরব হওয়ার অনেক পরে তিনি মুখ খোলেন।

প্রধান বিচারপতি বিষয়টি নিয়ে খুব একটা হেলদোল না দেখালেও তাঁর মা ও বোন ঘটনাটিকে কলঙ্কজনক আখ্যা দিয়েছেন। প্রধান বিচারপতির ওপর আক্রমণকে দেশের বিচার ব্যবস্থা ও সংবিধানের মর্যাদার ওপর আঘাত বলে মন্তব্য করেছেন রাহুল। প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিন্দাবার্তায় বলেছেন, প্রধান বিচারপতির ওপর আক্রমণ প্রত্যেক ভারতীয়কে ক্ষুব্ধ করেছে। একইসঙ্গে প্রধান বিচারপতি ওই ঘটনার পর নিজেকে শান্ত রাখায় তাঁর প্রশংসা করেন মোদি।

প্রধান বিচারপতিকে জুতো ছোড়া স্বাধীন ভারতে বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে নজিরবিহীন বলা চলে। পদমর্যাদার দিক থেকে প্রধানমন্ত্রীর থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কোনও অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নন। দুটিই সাংবিধানিক পদ। এরকম একটি উচ্চ পদাধিকারীর দিকে জুতো ছোড়া ভারতের বিচার ব্যবস্থার চরম অপমান তো বটেই। অভিযুক্ত রাকেশ কিশোরের সাফাই, সনাতন ধর্মের অপমান ভারত সহ্য করবে না। প্রধান বিচারপতি গাভাই অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে ভিন্ন অবস্থান নেন বলে তাঁর দাবি।

প্রধান বিচারপতি গাভাই নিজে দলিত, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং আম্বেদকরবাদী। তাঁর বাবা আরএস গাভাই ছিলেন আম্বেদকরবাদী নেতা ও রাজনীতিক। ১৯৫৬ সালে বিআর আম্বেদকরের সঙ্গে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে প্রধান বিচারপতিকে লক্ষ্য করে জুতো ছোড়া বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়। বরং মনুবাদী, ব্রাহ্মণ্যবাদী, কট্টর হিন্দুত্বের মতাদর্শের অনুসারী ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ওই ঘটনা।

সম্প্রতি রায়বরেলিতে হরিওম বাল্মীকি নামে এক দলিত তরুণকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তার আগে রোহিত ভেমুলা নামে হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দলিত তরুণের আত্মহত্যাকে হেনস্তার জের বলা হয়েছিল। আদিবাসী তরুণের গায়ে প্রস্রাব করার মতো ঘৃণ্য অপরাধও এদেশে ঘটেছে। দলিতদের বিরুদ্ধে একের পর এক অত্যাচারের ঘটনা সামনে এসেছে। অথচ দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসটুকু দেওয়া ছাড়া কিছুই হয়নি।

দলিত, অনগ্রসর, আদিবাসীদের প্রতি সমাজের একাংশের বক্রদৃষ্টি যে স্বাধীনতার অমৃতকালেও রয়ে গিয়েছে, প্রধান বিচারপতি গাভাইয়ের দিকে জুতো ছোড়া তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। বিরোধী শিবির দলিতদের ওপর অত্যাচারের নিন্দা করে ঠিকই। কিন্তু দলিতবিরোধী মানসিকতা এখনও কোণঠাসা হয়নি। উগ্র হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীরা উচ্চবর্ণের প্রাধান্য চান। জাতপাত, ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সবাই যে ভারতবাসী, সেটা এখনও তাঁরা বুঝতে চান না।

হরিওম বাল্মীকির হত্যার নিন্দায় রাহুল এবং মল্লিকার্জুন খাড়গে যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, রায়বরেলিতে যা হয়েছে, তা দেশের সংবিধানের প্রতি ঘোরতর অপরাধ। ভারতে মেরুকরণ এখন প্রকট। আমরা-ওরার বিভাজনরেখায় চিহ্নিত করা হচ্ছে মানুষকে। ভাগবাঁটোয়ারার যে বীজ দেশভাগের সময় বপন করা হয়েছিল, তা এখন মহীরুহের আকার নিয়েছে। তার শিকড় ছড়াচ্ছে সমাজের অন্দরে। কখনও জাতপাত, কখনও ভাষা আবার কখনও ধর্ম নিয়ে।

এই বিভাজনকে সূক্ষ্মভাবে রাজনীতির অস্ত্রে পরিণত করা হচ্ছে। তাতে আমজনতাকে শামিল করানো হচ্ছে। ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে সকলেই যে মানুষ- সেই সরল সত্যিটাকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যে ভারত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের আদর্শকে আঁকড়ে ধরে স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছিল, যে ভারত হাজারো অমিলের মধ্যে ‘মিলে সুর মেরা-তুমহারা’ ছন্দ-তালে একত্রিত হয়েছিল, সেই ভারতে বিভাজন ও বিভেদ ক্রমশ বাড়ছে। প্রধান বিচারপতির দিকে জুতো ছোড়া বা দলিত তরুণকে হত্যা তারই অশনিসংকেত।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা’কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

নদী-পাহাড়ের ব্যবস্থাপনা সময়ের দাবি

নদীকে আটকে রাখা মানে বিপদকে জমিয়ে রাখা। বরং অতিরিক্ত জল মাটিতে শোষণের ব্যবস্থায় নদীতীরে চাপ কমে।

আবীরলাল

প্রকৃতি হঠাৎ রুদ্ররূপ ধারণ করেছে। মানুষ বড়ই অসহায় সেই প্রলয়ের সামনে। চারদিকে জলের উথালপাতাল তরঙ্গে ভেসে গিয়েছে ঘরবাড়ি, মাঠ, ফসল, গবাদিপশু, এমনকি মানুষের স্বপ্নও। এই ভয়াবহতা মানুষের অদূরদর্শিতা, সরকারি অবহেলা আর পরিবেশের প্রতি দীর্ঘদিনের অপরাধের ফল। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে উত্তরবঙ্গ বরাবরই বন্যাপ্রবণ। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বৃষ্টিপাত এখন অনিয়মিত ও অস্বাভাবিকভাবে তীব্র। ফলে নদীর জলধারণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে।

প্রকৃতির এই ক্রোধের পেছনে মানুষের ভূমিকা অনেকটাই। একের পর এক বাঁধ ও ব্যারেজে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ। তাছাড়া যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না থাকায় অতিবৃষ্টিতে সেই বাঁধের গেট খুলে দিতে হলে বাড়তি জল গ্রাস করে অববাহিকা অঞ্চলকে। নদীর তীর দখল করে গড়ে উঠেছে বাড়িঘর, বাজার, বিলাসবহুল রিসর্ট। ফলে নদী তার প্রাকৃতিক প্রস্থ হারিয়েছে। নদীর পুনঃখনন, বাঁধ সংস্কার, পাহাড়-বন সংরক্ষণ ইত্যাদি দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নেই বললেই চলে। উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতিজনিত সমস্যার ব্যাপ্তি অনেকটাই। এখানকার অধিকাংশ নদীর উৎস সিকিম ও ভুটান। এই কারণে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক নদী ব্যবস্থাপনা চুক্তি যাতে সবাই মিলে নদীগুলোর জলবণ্টন ও ব্যবস্থাপনা করতে পারে। লাগাতার বননিধন, অবৈধভাবে বালি উত্তোলন, নদী দখল, পাহাড় কেটে রিসর্ট ইত্যাদিতে প্রকৃতির ভারসাম্য সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বন ধ্বংসে পাহাড়ের মাটি ধারণক্ষমতা কমে যায়। ফলে অল্প বৃষ্টিতে ভূমিধস হয়। সেই মাটিতে নদী ভরাট হয়। ফলে পরের বৃষ্টিতেই নদী উপচে পড়ে। প্রশাসন রাজনৈতিক চাপে মুখ বুজে থাকে আর নদী ধীরে ধীরে প্রাণ হারায়।

বন্যা মোকাবিলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক আগাম সতর্কতা ও তথ্যভিত্তিক পূর্বাভাসের ব্যবস্থা। জাপান, নেদারল্যান্ডস ও দক্ষিণ কোরিয়া এক্ষেত্রে বিশ্বে অগ্রগামী। সেখানে নদীর জলস্তর, মাটির আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা এবং উপগ্রহচিত্রের তথ্য একত্র করে এআইভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে বৃষ্টিপাতের আগেই জানা যায় কোন অঞ্চলে কত জল নামবে, নদীর কোন অংশ উপচে পড়তে পারে, কোথায় লোক সরাতে হবে। এই ধরনের ব্যবস্থায় উত্তরে তিস্তা বা মহানন্দার তীরে সেন্সর বসিয়ে রিয়েল-টাইম ডেটা সংগ্রহ করা গেলে কয়েক ঘণ্টা আগেই বন্যার বার্তা প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে যাবে। এতে প্রাণহানি অনেক কমানো সম্ভব। অসমের ফ্লাড মনিটরিং সিস্টেম আরও উন্নত করে উত্তরবঙ্গে তৈরি করা যেতে পারে বাংলার নিজস্ব মডেল।

এরপর আসে নদী ব্যবস্থাপনা। সমুদ্রপৃষ্ঠের নীচে অবস্থিত নেদারল্যান্ডস বন্যা নিয়ন্ত্রণে এখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তারা ব্যবহার করে ডেল্টা নামে এক অনন্য প্রকল্প, যেখানে বাঁধ, স্লুইস গেট, কৃত্রিম জলাধার ও ভাসমান বাঁধ একত্রে কাজ করে। এই প্রযুক্তি অনুসরণ করে উত্তরবঙ্গের নদীগুলির জন্য পরিকল্পনা করা যেতে পারে। যেখানে জল ধীরে ধীরে প্রবাহিত করে দেওয়াই হবে মূল লক্ষ্য। কারণ, আধুনিক হাইড্রোলজি অনুযায়ী, নদীকে আটকে রাখা মানেই বিপদকে জমিয়ে রাখা। বরং নদীর জন্য একাধিক ক্ষুদ্র জলাধার, বাঁকের কাছাকাছি রেঞ্জার পয়েন্ট ও কৃত্রিম ওয়েটল্যান্ড তৈরি করা হলে, অতিরিক্ত জল প্রাকৃতিকভাবে মাটিতে শোষিত হবে এবং নদীতীরে চাপ কমবে।

বাংলাদেশেও ফ্লাড এমব্যাংকমেন্ট ও আর্লি ওয়ার্নিং টেক সিস্টেম চালু হয়েছে। এর মাধ্যমে মোবাইলে মেসেজ পাঠিয়ে মানুষকে আগে থেকে সতর্ক করা যায়। উত্তরবঙ্গে একইভাবে পঞ্চায়েত পর্যায়ে ডিজিটাল বন্যা সতর্কতাকেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব। সরকার তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার আগে এই কেন্দ্রগুলিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংকেত পাঠালে বাসিন্দারা ঘণ্টাখানেক আগেই নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পারবেন। ত্রাণে ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন চিন ও থাইল্যান্ডে করা হয়। যেখানে ড্রোন দিয়ে বন্যাপীড়িত অঞ্চলের বাস্তব চিত্র দেখে পাঠানো হয় ত্রাণ ও ওষুধ।

তবে শুধু প্রযুক্তি যথেষ্ট নয়, দরকার পরিকল্পনাবদ্ধ নগর ও গ্রামীণ অবকাঠামো। উত্তরবঙ্গের শহর ও গ্রামগুলিতে পরিকল্পনাহীন বসতি নদীর প্রাকৃতিক প্রবাহকে বন্ধ করে দিয়েছে। এখনই প্রয়োজন নদী সংলগ্ন ১০০ মিটার অঞ্চলকে ফ্লাড বাফার জোন ঘোষণা করা, যাতে সেখানে কোনও নির্মাণ না হয়। এই নীতি সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও নেদারল্যান্ডস প্রয়োগ করেছে। সেখানে নদীর ধার বরাবর সবুজ পার্ক বা উন্মুক্ত এলাকা রাখা হয়। বন্যার সময় এই জমিগুলো জল শোষণ করে, শহরকে রক্ষা করে। উত্তরবঙ্গেও তিস্তা বা তোর্ষার ধার ধরে এমন সবুজ বাফার তৈরি গেলে নদী নিজের গতিপথ ফিরে পাবে এবং ভাঙন কমে যাবে।

হিমালয়ের পাদদেশে লাগাতার বন কেটে ফেলার ফলে মাটির বাঁধন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই ভূমিধস হয়, মাটি গিয়ে নদীতে পড়ে, নদী ভরাট হয়ে যায়। ভুটান এই সমস্যা মোকাবিলায় ইকো-স্লোপ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। যেখানে পাহাড়ের ঢালে কংক্রিটের পরিবর্তে গাছপালা ও বাঁশের গাছ দিয়ে প্রাকৃতিক প্রাচীর তৈরি করা হয়। যা মাটিতে জল ধরে রাখে, জলাধারও পুনরুজ্জীবিত হয়। উত্তরবঙ্গে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা গেলে পাহাড়ের মাটি রক্ষা পাবে, নদীতে পলি জমা কমবে, বন্যার চাপ হ্রাস পাবে। বন্যা রোধে জলধারণ ক্ষেত্র নির্মাণ করা যায়। চিন, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডে শহরের পাশে বড় বড় কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করা হয়েছে। যেখানে বর্ষার অতিরিক্ত জল জমে থাকে। পরে সেই জল কৃষি ও পানীয়ের কাজে ব্যবহার হয়। উত্তরবঙ্গে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু নীচু জমি চিহ্নিত করে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করলে বন্যা রোধ হবে। আবার খরার সময়ে এই জল কাজে লাগবে।

বন্যা প্রতিরোধে উন্নত দেশগুলো এখন ‘স্মার্ট রিভার’ ধারণা ব্যবহার করছে। অর্থাৎ নদীকে প্রযুক্তিগতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। নদীর তীর ধরে বসানো হচ্ছে সেন্সর, স্যাটেলাইট কানেকশন ও আইওটি ডিভাইস, যা প্রতি ঘণ্টায় জানাচ্ছে নদীর গতি, গভীরতা, জলস্তর, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ। এই তথ্য কম্পিউটার অ্যালগরিদম বিশ্লেষণ করে বিপদের পূর্বাভাস দেয়। এই প্রযুক্তি তিস্তা বা মহানন্দায় চালু হলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বন্যার সম্ভাবনা সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত তথ্য পাওয়া যাবে। এতে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষ, উভয়েই প্রস্তুতি নিতে পারবে।

কিন্তু সব উন্নত প্রযুক্তি তখনই ফলপ্রসূ হবে, যখন প্রশাসনিক সদিচ্ছা ও জনগণের সহযোগিতা একত্র হবে। বন্যা প্রতিরোধ শুধু সরকারের দায় নয়, জনগণেরও দায়িত্ব। নদী দখল, বালি চুরি, বন কাটা ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে একত্র হতে হবে। তিস্তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও প্রতিবেশী দেশগুলির জয়েন্ট রিভার বেসিন অথরিটি গঠন করা উচিত, যাতে জল নিয়ন্ত্রণ, বন্যা ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ এক নীতির অধীনে চলে।

আজকের প্রযুক্তিনির্ভর যুগে যখন স্যাটেলাইট থেকে মেঘের গতিপথ পর্যন্ত জানা যায়, তখন মানুষের প্রাণ বাঁচাতে ব্যর্থ হওয়া মানে কেবল অব্যবস্থাপনা নয়, নৈতিক ব্যর্থতাও। শিক্ষা ও সচেতনতা- বন্যা প্রতিরোধের দুই দিক। স্কুল থেকে শুরু করে গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত বন্যার সময় নিজেকে নিরাপদ রাখার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। জাপানে যেমন প্রতি বছর ফ্লাড ড্রিল ডে পালিত হয়, যেখানে মানুষ শিখে নেন বিপদের সময় কী করতে হবে। স্থানীয় ভাষায় রেডিওবার্তা, মোবাইল অ্যাপ ও কমিউনিটি ট্রেনিং এক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে।

(লেখক সাহিত্যিক ও সমাজ বিশ্লেষক)

আজ

১৯২৯

শিল্পী সুধীন দাশগুপ্তর জন্ম আজকের দিনে।

২০২৪

প্রয়াত হন টাটা গ্রুপের প্রাক্তন চেয়ারম্যান রতন টাটা আজকের দিনে।

আলোচিত

বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে গুন্ডারাজ চলছে। পুলিশ যথাযথভাবে কর্তব্য পালন করছে না। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে। রাজ্যের এই পরিস্থিতি চলতে দেওয়া যায় না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, গুরুতর কিছু হয়নি। কিন্তু আমি জানি পরিস্থিতি গুরুতর। গ্রাউন্ড জিরো সম্পর্কে আমি অবহিত।

- সি ভি আনন্দ বোস

ভাইরাল/১

‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’। তামিলনাড়ুর ডিন্ডিগুলির এক হলে চলছিল সিনেমাটি। প্রদর্শনী শেষে এক ব্যক্তি দৈব বেশে স্ক্রিনের সামনে দিয়ে দর্শকের মাঝে চলে আসেন। নানা অঙ্গভঙ্গি করতে থাকেন। লাইভে ‘কান্তারা’কে দেখে দর্শকরা অবাক।

ভাইরাল/২

এক ছাত্রকে নির্মমভাবে মারার ভিডিও ভাইরাল। দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল ছাত্রটি। উত্তরপ্রদেশের কানপুরে পুলিশ তাকে ধরে ফেলে। প্রতিবাদ করায় তাকে এলোপাতাড়ি ঘুসি-লাথি মারেন এক পুলিশ আধিকারিক। ক্ষুব্ধ নেটিজেনরা। বরখাস্ত ওই আধিকারিক।

জনমন
জনমত

রিচার ব্যাটিংয়ে আলোর ঝলকানি

৫ অক্টোবর রবিবাসরীয় সন্ধ্যাটা যদিও ছিল চতুর্দশী তিথি, তবে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের উইকেটরক্ষক ব্যাটার রিচা ঘোষের মনোরঞ্জক ব্যাটিং দেখে মনে হয়েছিল যেন আগাম লক্ষ্মীপূর্ণিমার আলোর ঝলকানি দেখলাম।

কলম্বোর মাঠে আইসিসি মহিলা একদিবসীয় বিশ্বকাপের আসরে পাকিস্তানের বিপক্ষে রিচা ঘোষের ২০ বল খেলে ৩৫ রান করার ইনিংসটা ছিল যেন একটা এন্টারটেইনমেন্ট প্যাকেজ। বিশেষ করে পাকিস্তানি মিডিয়াম পেসার ডায়না বেইগের বলে রিভার্স স্কুপ করে থার্ডম্যান দিয়ে মারা বাউন্ডারিটা তো ছিল অতুলনীয়। ভারতীয় ইনিংসের শেষ ৪-৫ ওভারে রিচা ঘোষ মারকাটারি ব্যাটিং না করলে ভারতের রানটা ২৪৭-এ পৌঁছাত না, ২২০ থেকে ২২৫ রানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত।

যাইহোক, চলতি আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের বাদবাকি ম্যাচগুলিতেও রিচা ঘোষের ব্যাটিং এবং উইকেট কিপিং দুটো বিভাগেই সাফল্য কামনা করছি। সদ্য ২২ বছর বয়সে পা রাখা রিচা ঘোষ সফল হলে, সেটা একদিকে যেমন হবে দেশের জন্য হিতকর, ঠিক তেমনি উত্তরবঙ্গবাসীর জন্যও হবে একটা দারুণ গৌরবের বিষয়।

সঞ্জীবকুমার সাহা
উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

সবে মিলে করি কাজ

৫ অক্টোবর অকাল বৃষ্টিপাতে জলঢাকা নদীর বাঁধ ভেঙে কবলিত হয়েছে বিস্তৃত এলাকা। সরকার আর স্বেচ্ছাসেবক সংস্থার সহযোগিতায় উদ্ধারকাজ থেকে খাবার, জামাকাপড়, পানীয় জল বিলি চলছে। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সাধারণ জনতাও। এখানেই মানবতার অস্তিত্ব টিকে রয়েছে। কিন্তু কিছু উসকানিওয়ালা মানুষ জোর করে গেঁথে চলেছে রাজনীতি। আমার বিনীত অনুরোধ, এই বিপদে কোনও রাজনীতির রং ছড়াবেন না। সেইসঙ্গে প্রশাসনকেও এ বিষয়ে সজাগ থাকতে অনুরোধ করছি।

মনোজকুমার রায়, ডাউকিমারি, ধূপগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

শূন্য বিজয়ার উঠোন মাতাচ্ছে কার্নিভাল

আমাদের চেতনার শরীরে জমেছে ধুলো, বোধের ঘরে বাস একাকিত্বের। চিরাচরিত পথই সঠিক দিশা দেখাবে।

অজিত ঘোষ

যে পথে পায়ের ছাপ ফেলে বিসর্জনের ঘাটে গিয়েছেন দুর্গা সে পথ ধরেই উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে আমার দ্বিতীয় মা। ধাইমা। গ্রাম্য ভাষায়, নাড়িকাটা মা। বারান্দায় এসে বসেছে। মা এসে বিজয়ার প্রণাম করছে। আমাকে আগেই বলে রেখেছিল, ‘প্রথমে ধাইমাকে প্রণাম করবি তারপরে আমাকে।’ ধাইমাকে প্রণাম করলাম। স্নেহের পরশ ছড়িয়ে দিলেন। মা, ওঁর পরিধেয় শাড়ির কোঁচড় ভরে দিল নাড়ু-মুড়কি-মোয়া এবং সাধ্যমতো প্রণামি। অনেক কথা, গল্প শেষে ‘দুগ্গা, দুগ্গা’ বলতে বলতে ফিরে গেল বছরের বিশেষ দিনটিতে দেখতে পাওয়া আমার ধাইমা।

একটু পরেই এল শুকরা, কেরু, থাসুসরা। উঠোনজুড়ে আদিবাসী নৃত্য। বছরের এই দিনটিতে কী মন্ত্রে যেন বাঙালি মাতৃবিরহ মিলে যেত আদিবাসী নৃত্যে। নাড়ু খেতে খেতে থাসুস একদিন বলেছিল, পরের জন্মে সে নীলকণ্ঠ পাখি হবে।

ঠিক দুপুরে লাল শালুতে মোড়া ঢাক কাঁধে ঝুলিয়ে আসত মতি ঢাকি। একঝোপা কাশফুল গোঁজা থাকত সেদিনের ঢাকে। সুরটা অন্যরকম। শুনে মনে হত, মা দুর্গা কী এই সুরের মায়া ফেলে যেতে পারে? সবার শেষে আসত মোহন মুচি। আমি মোহনজেঠু বলতাম। পাকানো গোঁফের মানুষটার মুখের হাসি দেখে মনে হত লোকটা বিনা যুদ্ধে অনায়াসে সবার মন জয় করতে পারে। হরি বোষ্টমির কথা মনে আছে। লালপেড়ে সাদা শাড়ি, সিঁথিতে টকটকে সিঁদুরে সেও যেন এক মাতৃমূর্তি। দিনের আলোতেও শঙ্খ ফুঁ দিতে দিতে এসে দাঁড়াত উঠোনে। সারা বছর, ‘হরি হরি’ বোল তুললেও বিজয়ার উঠোনে বলত, ‘দুগ্গা দুগ্গা’। এমন অনেকেই আসত। আমি-আমরাও দশমীর প্রতিমা জলে ভাসলেই ছুটতাম আচার্য জেঠিমার বাড়ি। প্রণাম করলেই আদর করতেন, থালা সাজিয়ে দিতেন মিষ্টি— ‘সারাবছর যেন মিষ্টিমুখ থাকে।’

এছাড়াও ছিল দাস জেঠিমা এবং মৈত্র বাড়ির কাকিমা। মা বলত, মা দুর্গা কী আমাদের ছেড়ে যায় রে! যায় না। ছড়িয়ে থাকে এই সব কাকিমা, জেঠিমার মধ্যে। এরাইতো মায়ের প্রতিরূপ। প্রণাম করবি। জীবনে ভালো মানুষ হতে ওঁদের আশীর্বাদ চাই। মনে হত এই আনন্দের, এই ভালোলাগার, এই মুগ্ধতার আলো যেন হারিয়ে না যায়।

জৌলুস বেড়েছে আলোর। হারিয়েছে ভালোলাগা আর সম্পর্কের কোমলতা। মার্বেল পাথরে মোড়া উঠোনজুড়ে শিউলি ফুলের মতো ঝরে পড়ছে অহং। মোহন মুচিরা ‘তুই-তোকারি’ শুনতে শুনতে মূল্যহীনের সংসারে বিজয়ার পাট চুকিয়ে দিয়েছে। দশমীর উঠোনে কাশফুল গোঁজা ঢাকে কাঠি পড়ে না বহুকাল। ধাইমারা বেঁচে আছে অভিধানে।

মূল্যবোধ এক আলো। যার সর্বোচ্চ প্রকাশ ছিল বিজয়ার উৎসবে। আলো হারিয়েছে আলেয়ায়। বিজয়ার উঠোনজুড়ে কার্নিভালের মাতামাতি। উদ্বোধনের প্রদীপ জ্বালার আগেই মণ্ডপের গেট খুলে দেওয়া পুজো দশমীর পরেও জলে বিসর্জিত হয় না। নীলকণ্ঠ পাখি দুর্গার ঘরে ফেরার বার্তা পৌঁছে দেবার পথেই থমকায় কার্নিভাল পর্যন্ত। শাস্ত্রমতে দেবীর সময়ে ফিরে যাওয়াই সংসারের পক্ষে মঙ্গল। নইলে, ‘আসছে বছর এসো মা’ বলার পরে এক বছরের অপেক্ষার শোক কাঁধে কাঁধ রেখে (কোলাকুলি) সামলাত না বাঙালি।

মৃত সম্পর্কগুলো আমরা বয়ে চলেছি। আমাদের চেতনার শরীরে জমেছে ধুলো, বোধের ঘরে বাস করছে একাকিত্ব! এই ধুলো এই একাকিত্ব সরিয়ে বিজয়ার উঠোনে দাঁড়ানো, সামাজিক সম্পর্কগুলোকে সম্মান জানানো সম্ভব? সম্ভব হবে, কার্নিভালের ডিজের তালে না হারিয়ে চিরাচরিত ঢাকের তালে ফেরা?

(লেখক সাহিত্যিক। গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৬১

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। দুর্গার অনেক নামের মধ্যে একটি ৩। এখানে প্রথম বারোয়ারি পুজো হয় ৪। কবচ বা মাদুলি ৫। রাস্তায় ছিনতাই ৭। এক ধরনের ধাতু ১০। বহু পুরোনো ইনডোর গেম ১২। ঘরের জিনিসপত্র ১৪। সূর্যের আলো বিশ্লেষণ কাচ ১৫। পিতৃ তর্পণের তিথি ১৬। তরুণ, তাজা বা আনকোরা।

উপর-নীচ : ১। হিমালয়ে কন্যা ২। যে অস্ত্র দিয়ে কাটা যায় ৩। গান্ধিজি যে রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৬। দৈনিক হিসেবের খাতা ৮। কলা গাছের ভেলা ৯। শিবের প্রিয় দেবী দুর্গা ১১। ঘরের জানলা ১৩। আদালতের পরওয়ানা।

সমাধান ■ ৪২৬০

পাশাপাশি : ২। কুশাসন ৫। হুবহু ৬। হর্ষবর্ধন ৮। বক ৯। তাগা ১১। অসমতল ১৩। মিথুন ১৪। মানচিত্র।

উপর-নীচ : ১। বহুরূপী ২। কুহু ৩। সহর্ষ ৪। অজিন ৬। হক ৭। বরগা ৮। বয়াম ৯। তাল ১০। কোকনদ ১১। অনূঢ়া ১২। তর্জন ১৩। মিত্র।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ইডির হানা

গ্রহরত্ন বিক্রির নামে বিদেশি মুদ্রা তছরুপের অভিযোগে কলকাতা, আমেদাবাদ ও হায়দরাবাদে একযোগে তল্লাশি ইডির। কোন চক্র কাজ করত তা জানতে চাইছে তদন্তকারীরা।

ডাকাতি

ডাকাতির সোনা বিক্রিতে দেওয়া হত ছাড়। তমলুকের মিলননগর বাজারের এক সোনার দোকানে ডাকাতির তদন্তে নেমে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে পেল পুলিশ। ঘটনায় ধৃত ৩।

গয়না চুরি

তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক পুলিনবিহারী রায়ের ঠাকুরনগরের বাড়িতে নগদ টাকা সহ সোনার গয়না চুরি হওয়ার ঘটনা ঘটল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গাইঘাটা থানার পুলিশ।।

দেরিতে ট্রেন

বজবজ-শিয়ালদা শাখায় লাইনচ্যুত হল তেলের ট্যাঙ্কার। ঘটনার জেরে দেরিতে চলল একাধিক লোকাল ট্রেন। ভোগান্তিতে যাত্রীরা। লাইনচ্যুত হওয়ার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।।

এগিয়ে ভূমি ও আবগারি, ব্যর্থ পরিবহণ দপ্তর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সামাজিক প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বরাদ্দ পায়নি রাজ্য সরকার। তার ওপর চলতি সামাজিক প্রকল্পের পাশাপাশি পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য নতুন 'শ্রমশ্রী' প্রকল্প হাতে নিয়েছে রাজ্য। এই পরিস্থিতিতে রাজস্ব বৃদ্ধির ওপর জোর দিতে গত মন্ত্রীসভার বৈঠকেই নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজোর ছুটির পর বুধবার সরকারি অফিস খুলতেই রাজস্ব বৃদ্ধি নিয়ে অর্থ দপ্তরের কর্তারা পর্যালোচনা বৈঠকে বসেছিলেন। বৈঠকে দেখা গিয়েছে, ভূমি ও আবগারি দপ্তরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হলেও পরিবহণ দপ্তরের রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হয়নি। তাই পরিবহণ দপ্তরকে রাজস্ব আদায়ের দিকে বেশি নজর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিবহণ দপ্তরের রাজস্ব আদায় কতটা বাড়ল, তা নিয়ে এক মাস পরে ফের রিপোর্ট দিয়ে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রতি বছর এই সময়ে প্রথম ৬ মাসের পর্যালোচনা বৈঠক বসে। কিন্তু পুজোর ছুটি চলার কারণে এতদিন তা করা সম্ভব হয়নি। বুধবার নবান্ন খুলতেই এই নিয়ে বৈঠকে বসেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা। সেখানে পর্যালোচনায় উঠে এসেছে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে চলতি আর্থিক বছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৫৫ শতাংশ আয় হয়েছে। আবগারি দপ্তর প্রথমে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিল ১৮ হাজার কোটি টাকা। পরবর্তীকালে তা বাড়িয়ে ১৯ হাজার ৫০০ টাকা করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গিয়েছে, ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। এখন উৎসবের মরশুম চলছে। অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত মদ বিক্রির প্রবণতা বেশি থাকে। ফলে চলতি আর্থিক বছরের পরবর্তী ৬ মাসে যে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে, তা নিয়ে নিশ্চিত অর্থ দপ্তরের কর্তারা। তবে পরিবহণ দপ্তরের রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হয়নি। চলতি আর্থিক বছরে পরিবহণ দপ্তরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২২৭৩ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। কিন্তু এই দপ্তরের রাজস্ব আদায় এখনও পর্যন্ত হয়েছে মাত্র ১০৩২ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাকি রাজস্ব আদায়ে জোর দিতে দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ফের বৈঠকে বসবেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা। সেখানেই ফের রাজস্ব আদায় নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে।

শা-কে 'মিরজাফর' বলে কটাক্ষ

প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক থাকতে পরামর্শ মমতার

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : আগেও একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে সুর নরম থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কঠোর সমালোচনার মুখে পড়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এবার সরাসরি শা'কে 'মিরজাফর' বলে কটাক্ষ করলেন মমতা। এমনকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সব সময় ভরসা না করতেও তিনি মোদিকে পরামর্শ দিয়েছেন।

এদিন উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মমতা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে বলব, সব সময় অমিত শা'কে ভরসা করবেন না। দেখবেন একদিন উনিই সবচেয়ে বড় মিরজাফর হয়ে যাবেন। একটু খেয়াল রাখুন।' রাজনৈতিক মহল মনে করছে, আগামী বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই সক্রিয় হচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এমনকি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বারবার দেখা করে আসার পরই কোনও না কোনও তৃণমূল নেতা বা মন্ত্রীর বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা হানা দিয়েছে। তাই তৃণমূলনেত্রী মনে করছেন, শুধুমাত্র অমিত শা'র অঙ্গুলিহেলনেই এই রাজ্যে তদন্তকারী সংস্থা বেশি সক্রিয়। তাই বারবার তাঁকেই আক্রমণের লক্ষ্যবিন্দু করে নিয়েছেন মমতা।

বৃহস্পতিবার খড়্গপুরে বিড়লাদের একটি সিমেন্ট কারখানার উদ্বোধনে যাওয়ার কথা ছিল মমতার। কিন্তু ওই অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে গিয়েছে। এই অনুষ্ঠান বাতিলের পিছনে চক্রান্তের আশঙ্কাও করছেন তিনি। এদিনই ওই অনুষ্ঠান বাতিলের খবর তাঁর

> প্রধানমন্ত্রীকে বলব, সব সময় অমিত শা'কে ভরসা করবেন না। দেখবেন একদিন উনিই সবচেয়ে বড় মিরজাফর হয়ে যাবেন। একটু খেয়াল রাখুন।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

কাছে এসেছে। বিড়লাদের সরাসরি দোষারোপ না করলেও তিনি বলেন, 'ওই অনুষ্ঠানে আমি যাব ঘোষণা করার পরই জানতে পারি, এই অনুষ্ঠান বাতিল। এর নেপথ্যে হাইলোডেড ভাইরাস থাকতে পারে।' এই অনুষ্ঠান বাতিলের পিছনে হুমকিও থাকতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে ওই অনুষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা এজেন্সি জানিয়েছে, কুমারমঙ্গলম বিড়লা অসুস্থ থাকায় তিনি আসছেন না। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রীও আসবেন না।

বৃহস্পতিবারই নবান্নে রিভিউ বৈঠক ডেকেছেন মমতা। আগামী সপ্তাহের প্রথমেই তাঁর ফের উত্তরবঙ্গে যাওয়ার কথা। উত্তরবঙ্গের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে বৃহস্পতিবারের মধ্যে দপ্তরগুলির কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তিনি চেয়েছেন। ওই বৈঠকে এই নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা আছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিকল্পিতভাবে উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়ে কোনও আর্থিক সাহায্য করেনি, তা এদিন ফের অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'অনেক সরকার দেখেছি। এইরকম অহংকারী ও স্বৈরাচারী সরকার আমি দেখিনি। ওঁদের দলের এক নেতা প্রকাশ্য সভায় বলেন যে, এই বাংলার এক কোটি ভোটারের নাম কেটে বাদ দেওয়া হবে। এটা কীভাবে সম্ভব?'

উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও আর্থিক সাহায্য করার কথা এখনও ঘোষণা করেনি। এদিন তা নিয়ে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এর আগে যতবার এই রাজ্যে বিপর্যয় হয়েছে, কোনওবার কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সাহায্য করেনি। প্রতিবার আমরাই রাজ্যবাসীর পাশে ছিলাম ও থাকব। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের প্রাপ্য টাকাই দিচ্ছে না। ওরা নানাভাবে আমাদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে। কিন্তু বাংলা কোনওদিন মাথা নত করেনি, আগামী দিনেও করবে না।'

সাজাব যতনে... কালীপুজোর আগে নলহাটিতে। ছবি-তথাগত চক্রবর্তী।

জাঁকিয়ে আসছে ঠান্ডা

লা নিনা'র সতর্কবার্তা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : বৃষ্টি কাটলেই জাঁকিয়ে পড়বে শীত। আবহবিদরা জানিয়েছেন, গোটা দেশ হাড় কাঁপানো ঠান্ডার সাক্ষী হবে আসন্ন বড়দিন ও বর্ষবরণে। ঘন ঘন আবহাওয়ার পরিবর্তন অসুস্থ করতে পারে সাধারণ মানুষকে। কখনও প্রবল গরম, কখনও বা শরৎকালে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি, আবার কখনও রাতে বেশ ঠান্ডার আমেজ। পরিবেশের এই অদ্ভুত গোলকধাঁধার কারণ 'লা নিনা'। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে ইতিমধ্যেই সিলমোহর দিয়েছে ইউএস ক্লাইমেট প্রেডিকশন সেন্টার।

আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কতা, অক্টোবর থেকে জানুয়ারির মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব বাড়বে। বছরের শেষের দিকে প্রশান্ত মহাসাগরে আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে কনকনে ঠান্ডা 'জেট স্ট্রিম' বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে প্রবেশ করবে। এই হাওয়া উত্তর ভারতে অবস্থান করার ফলে কলকাতা সহ সারা বাংলায় হাড়কাঁপানো শীত পড়তে পারে। তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে পাহাড়ি অঞ্চলেও। যদিও ইন্ডিয়া মিটিওরোলজিকাল ডিপার্টমেন্টের অধিকর্তা মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস থাকলেও তার সঠিক খবর ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার ১৫ দিন আগেই দেওয়া সম্ভব। ১৯৭১, ১৯৯৯ ও ২০১৩ সালের পর ফের ওডিশা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে লা নিনার বিধ্বংসী প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন পরিবেশবিদরাও। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ পশুপালকের কথায়, অক্টোবর ও নভেম্বরে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরির সম্ভাবনা ৭০-৮০ শতাংশ। পোশাকি নাম লা নিনার অর্থ 'ছোট্ট মেয়ে'। ২০২০ থেকে ২০২২ পর্যন্ত রীতিমতো এই ছোট্ট মেয়ে সক্রিয় থাকায় ৩০টি ঝড়ের সাক্ষী হয়েছিল প্রকৃতি। পরিবেশ বিশেষজ্ঞ জয়ন্ত বসুর কথায়, 'উত্তরবঙ্গে ইতিমধ্যেই লা নিনার প্রভাবে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সুন্দরবন সহ উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতেও এর ফলে অক্টোবর-নভেম্বরে নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে পারে।'

দক্ষিণবঙ্গেও এবার যথেষ্ট সতর্কতা জারি হয়েছে। বৃষ্টি ও ঠান্ডায় অসুস্থতা এড়াতে চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাসের পরামর্শ, 'যাঁদের অ্যালার্জি রয়েছে, তাঁরা ঠান্ডা জল ও এসি থেকে দূরে থাকবেন। সর্দিকাশি হলে ও বাড়িতে পোষ্য থাকলে মাস্ক ব্যবহার করুন। ভারী পোশাক পরে ঘুমোনোর পাশাপাশি কানে ঠান্ডা যাতে না লাগে সেই দিকে নজর রাখতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে নিউমোনিয়ার রোগীদেরও।' বর্তমানে আবহাওয়ার যেভাবে পরিবর্তন হচ্ছে, তাতে লা নিনার চরিত্রও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না বলে দোলাচলে রয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

অক্টোবরের যে কোনও দিন এসআইআর ঘোষণা

তৃণমূলের বিরোধিতার আঁচ কমিশনে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : এসআইআর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যে এসে তৃণমূলের প্রতিবাদ, বিক্ষোভের মুখে পড়লেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা। বুধবার সকাল থেকেই কলকাতায় সিইও দপ্তরের বাইরে ধর্না ও বিক্ষোভ কর্মসূচি করেন তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন, পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়রা। পরে বিকালে রাজারহাট জেলা পরিষদ ভবনে রাজারহাট-গোপালপুর বিধানসভার এসআইআর প্রস্তুতি সরেজমিন খতিয়ে দেখতে গেলে সেখানেও রীতিমতো পোস্টার-প্ল্যাকার্ড নিয়ে প্রতিবাদ জানায় তৃণমূল।

বুধবার সকাল ১০টায় কলকাতায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর থেকে রাজ্যের সব জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলা শাসক ও ওসি ইলেকশন, ইআরও এবং এইআরও-দের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে দফায় দফায় বৈঠকে করেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী, কমিশনের ডিজি আইটি সীমা খন্না, কমিশনের সচিব ও উপসচিব এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালও।

সূত্রের খবর, সেই বৈঠকেই জেলা নির্বাচনি আধিকারিক সহ বাকিদের ১৫ অক্টোবরের মধ্যে প্রস্তুতি চূড়ান্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন ভারতী। বৈঠকের পর প্রথমে রাজারহাট-গোপালপুর বিধানসভা ও পরে বারাসতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার এসআইআর-এর কাজ সরেজমিন খতিয়ে দেখতে যান তাঁরা।

বৈঠকে প্রত্যেক জেলা শাসককে তাঁর জেলার এসআইআর সংক্রান্ত প্রস্তুতি নিয়ে খুঁটিনাটি জানতে চাওয়া হয়। প্রস্তুতির কাজে কোনও সমস্যা থাকলে তাও জানতে চান তাঁরা।

বৈঠকের পর মুখ্য নির্বাচনি

> এসআইআর হবেই। যারা ভারতীয় তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু মৃত, স্থায়ী, স্থানান্তরিত ভোটার, ভুয়ো ভোটার আর বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে না।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, 'এসআইআর-এর জন্য সব জেলা প্রস্তুত।' তবে সূত্রের খবর, বৈঠকে বিএলও-দের অনলাইনে এসআইআর-এর ফর্ম পূরণ করার ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় খামতি রয়েছে বলে একাধিক জেলা প্রশাসন বৈঠকে জানিয়েছে।

সূত্রের খবর, এদিন বৈঠকে ১১ থেকে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে সব জেলাকে এসআইআর প্রস্তুতি চূড়ান্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন ভারতী। সেই কারণে কমিশনের আধিকারিকরা মনে করছেন দেওয়ালির পরে ২১ অক্টোবর নাগাদ রাজ্যে এসআইআর শুরুর ঘোষণা হতে পারে। বিহার দিয়ে এসআইআর শুরু করলেও, বিরোধী শাসিত কোনও রাজ্য হিসাবে এরাজ্যেই প্রথম এসআইআর শুরু করতে চলেছে কমিশন।

বিহারে শেষপর্যন্ত ৪৭ লক্ষ নাম চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ গেলেও, সেভাবে প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়নি কমিশনকে। কিন্তু রাজ্যে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এসেই যেভাবে তৃণমূলের বিরোধিতার মুখে পড়তে হল, তাতে এসআইআর-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত কমিশন। তবে মুখে তা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি ভারতী বা প্রতিনিধিদলের সদস্যরা।

এদিন সিইও দপ্তরের বৈঠকে বিহার এসআইআর-এর প্রতিটি ধাপ খুঁটিয়ে লক্ষ করতে বলা হয়েছে জেলা শাসক ও নির্বাচনি আধিকারিকদের।

পরিস্থিতির কারণে এদিনের বৈঠক থেকে উত্তরবঙ্গের জেলা শাসক ও নির্বাচনি আধিকারিকদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার কোলাঘাটে পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ার প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক করবেন তাঁরা।

১৫ অক্টোবরের পর এরাজ্যে এসআইআর চালু হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বুধবার উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে কলকাতা বিমানবন্দরে এই ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারকেও একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, 'এখন উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে লন্ডভন্ড অবস্থা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে ১৫ দিনের মধ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন করতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। কার নির্দেশে এটা হচ্ছে, তা সবাই জানে। নির্বাচন কমিশনকে বিজেপি নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছে। কিন্তু তা আমরা হতে দেব না। এক নেতা প্রকাশ্যে বলছেন, এই রাজ্যের এক কোটি মানুষের নাম বাদ দেওয়া হবে। এটা চক্রান্ত ছাড়া কী?'

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এসআইআর-কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'এসআইআর হবেই। যারা ভারতীয় তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু মৃত, স্থায়ী, স্থানান্তরিত ভোটার, ভুয়ো ভোটার আর বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে না।'

আজ বিজেপির প্রস্তুতি বৈঠক

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : এসআইআর ও দলের সাংগঠনিক ধাঁচা তৈরির লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সল্টলেকে বৈঠক করবেন রাজ্যের নির্বাচনি কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব ও সহকারী পর্যবেক্ষক বিপ্লব দেব। দিনভর দফায় দফায় এই বৈঠকের জন্য সল্টলেকে বিজেপি দপ্তর সংলগ্ন আরেকটি বাড়ি নেওয়া হয়েছে। সেখানেই সকাল ১১টা থেকে বৈঠকে বসবেন ভূপেন্দ্র। মোট চার দফায় বৈঠক হবে। প্রথমে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী, সহকারী সম্পাদক সতীশ ধন্ড-দের সঙ্গে বৈঠক হবে। এর পর রাজ্যের সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গে বৈঠক ও শেষ দুই দফায় তাঁরা বৈঠক করবেন রাজ্য ও জেলার বাছাই করা ভোট কর্মীদের সঙ্গে।

'২৬-এর বিধানসভা ভোটে নির্বাচনি পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পাওয়ার পর বিজয়া দশমীর পরের দিনই কলকাতায় এসে বৈঠকে বসেছিলেন ভূপেন্দ্র-বিপ্লবরা। এটি দ্বিতীয় বৈঠক। বিগত বৈঠকে ১০ অক্টোবরের মধ্যে রাজ্যের প্রতি বিধানসভায় ১ থেকে ৩ জন বিএলও ও বুথপিছু ১ জন করে বিএলএ নিয়োগ চূড়ান্ত করতে নির্দেশ দেন যাদব। বৈঠকে সেই কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হবে। এলাকাভিত্তিক রাজনৈতিক কর্মসূচি ও প্রচারে জোর দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বড় মাপের কর্মসূচি কিছু ঘোষণা করতে পারেনি দল।

রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর নতুন রাজ্য কমিটি গড়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন শমীক ভট্টাচার্য। কিন্তু জেলা কমিটি ঘোষণার পর জেলায় জেলায় দলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে সেই প্রক্রিয়া থমকে যায়। নির্বাচনের কাজে পুরোদমে নেমে পড়ার আগে রাজ্য কমিটি চূড়ান্ত করে ফেলতে চাইছেন শমীক। তবে কোন্দল মিটিয়ে সেই কাজ কতটা করা যাবে তা নিয়ে সংশয় আছে। তবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাইছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দলের সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্ত করে দলকে নির্বাচনমুখী করা। সেই লক্ষ্যেই এগোতে চাইছেন ভূপেন্দ্র।

পুর-দুর্নীতিতে ফের চার্জশিট

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির পর পুর নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সক্রিয় হচ্ছে সিবিআই। অভিযোগ, দুর্নীতির মাধ্যমে পুরসভাগুলিতেও চাকরি পেয়েছিলেন প্রভাবশালীদের পরিবারের লোকজন। তাই এবার ফের চার্জশিট দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করছে সিবিআই।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় তদন্ত করতে গিয়ে পুরসভাতেও নিয়োগ দুর্নীতির হদিস পেয়েছিলেন তদন্তকারীরা। অয়ন শীলকে প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়েই পুরসভায় নিয়োগের ক্ষেত্রেও দুর্নীতির বিষয়টি জানতে পারে সিবিআই। অয়ন পুর নিয়োগের ক্ষেত্রেও ওএমআর-এর দায়িত্বে ছিলেন। অয়ন ছাড়াও শমীক চৌধুরী নামে এক এজেন্টের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল চার্জশিটে। এখন তদন্তের মাধ্যমে সিবিআই জানতে পেরেছে, অয়নের মাধ্যমে বেশ কয়েকজন প্রভাবশালীর পরিবারের লোকেরা চাকরি পেয়েছেন। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতেও একই অভিযোগ রয়েছে। তাই অয়নের মাধ্যমে কারা চাকরি পেয়েছিলেন, সেই বিষয়গুলি উল্লেখ করা হবে। ফলে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পরিজনদের নামও থাকবে।

অন্তিম সময়... বুধবার নদিয়াতে। ছবি-পিটিআই।

ক্যানসারের 'বন্ধু' ব্যাকটিরিয়া

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : মারণ রোগ ক্যানসার প্রতিরোধে 'বন্ধু' ব্যাকটেরিয়া তৈরি করছেন বিজ্ঞানীরা। কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ বা আইসার গবেষকরা এই কাজ করছেন। এই সংস্থা সম্প্রতি জানিয়েছে, এই ব্যাকটিরিয়া রোগীর শরীরের ভিতর থেকে নিরাপদ ও কার্যকরীভাবে ক্যানসারের মোকাবিলা করতে সক্ষম। গবেষকদের দাবি, এই থেরাপি কীভাবে এগোয় তা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি শনাক্তকরণ পদ্ধতিও তৈরি করা হয়েছে। এই উদ্ভাবন ক্যানসার চিকিৎসার পদ্ধতিতে একটি নতুন দিক উন্মোচন করবে। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে রিসেট বা রিপ্রোগ্রামিং দ্য সাপ্রেসিভ এনভায়রনমেন্ট অফ টিউমার মাইক্রোএনভায়রনমেন্ট। ক্যানসারের চিকিৎসায় এটি একটি থেরাপিউটিক ও ডায়গনস্টিক পদ্ধতির যৌথ ব্যবস্থা বলে দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা।

দীপাবলিতে ফিরছে চোখধাঁধানো চিনা লাইট

রিমি শীল

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : কেউ চাইছেন মনি ল্যাম্প, কেউ মিনি ফোয়ারা, কেউ বাবল ল্যাম্প, কেউ ঝুমর আবার কেউ জল পদ্ম বা এলইডি প্রদীপ ও মোমবাতি। দিনের এজরা স্ট্রিট যেন আলো ঝলমলে বড় দিনের পার্কস্ট্রিট। শুধু এজরা স্ট্রিট নয়, কলকাতার চাঁদনি মার্কেট, ডালহৌসি, নিউ মার্কেটে ফুটের দোকানগুলিরও একই অবস্থা। কালীপুজো ও দীপাবলির আগে গমগম করছে ভিড়। পা ফেলার জায়গা নেই। বিক্রেতা সাকলেন বললেন, 'এবছর নতুন ডিজাইনের অনেক চিনা লাইট বাজারে এসেছে। ক্রেতারা কিনছেনও। আগের বারের থেকে এবার বেচাকেনা একটু ভালো।'

২০২০ সালে পূর্ব লাদাখে চিনের সঙ্গে সীমান্ত সংঘাতের পর চিনা পণ্য বয়কটের ডাক দেয় সাধারণ মানুষ। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে তৈরি পণ্য কেনাবেচায় জোর দেওয়া হয়। ওই বছরের জুন মাসে ৫৯টি চিনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করা হয় ভারতে। সেই সময় থেকে দীপাবলির সময়ে চিনা লাইট কেনায় একটু ভাটার টান ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ভূরাজনীতির মোচড়ে চিন-ভারত আবার অনেকটাই কাছাকাছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও শি জিনপিংয়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর সম্পর্ক কিছুটা হলেও ইতিবাচক অবস্থায় ফিরেছে। আর এই পরিবর্তন আসতেই আবার বাজার মাত করছে চিনা লাইট। দীপাবলির আগে পাইকারি ও খুচরো বাজারগুলিতে দেদার বিকোচ্ছে এই লাইটগুলি।

বিক্রেতা মেহবুব হোসেন বললেন, 'এখন সবে বাজার শুরু হয়েছে। এবছর এলইডি, তারা, ফুল, প্রজাপতি, পাতা, ঝুমর লাইটের চাহিদা রয়েছে। ১৫০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে বিক্রি করছি।' ভিড়ের মধ্যেই বছর ২৫-এর নম্রতা ভদ্র বেছে নিলেন গোলাপি

রঙের স্টার লাইট। বললেন, 'প্রতিবছর এজরা স্ট্রিটে আসি। এত কম দাম ও সহজলভ্য আলো দিয়ে ঘর সাজানো আমার পছন্দের।' বহু বছর ধরেই চিনা লাইটের দাপটে মাটির প্রদীপ এক প্রকার দুয়োরানি। এখন কৃত্রিম প্রদীপ, মোমবাতি, ঝাড়লণ্ঠন বাজারে এসেছে। সেগুলিও প্রচুর বিকোচ্ছে।

চাঁদনি মার্কেটের এক ক্রেতা মৌমিতা নস্কর বললেন, 'তুলোর সলতে দিয়ে তেলের মাটির প্রদীপ বা মোমবাতি জ্বালানো এক প্রকার রীতি। কিন্তু বাড়িতে শিশুদের জন্য ভয় থাকে। তাই এগুলো যখন মাত্র ২০ টাকা থেকে ৭০ টাকায় পেয়ে যাচ্ছি, তাহলে কিনব না কেন?'

সেপ্টেম্বর মাসে দেশজুড়ে চালু হয়েছে জিএসটির নতুন কাঠামো। তার পরই প্রতিটি রাজ্যে স্বদেশি পণ্যের উৎপাদনের গতি বৃদ্ধির কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু কলকাতার লাইটিংয়ের বাজারগুলিতে চিনা আলোর চাহিদাই বেশি বলে জানাচ্ছেন বিক্রেতারা। বিক্রেতা আশুতোষ দুবে বললেন, 'আমাদের কাছে দেশের তৈরি লাইটগুলিও রয়েছে। কিন্তু ক্রেতারা এসে দরদাম জিজ্ঞাসা করে চিনা আলোগুলির। এবছর আরও বেশি।'

ক্রেতা রাজীব মল্লিক বললেন, 'অবশ্যই দেশের তৈরি পণ্যের দিকে ঝোঁক রয়েছে। কিন্তু দেশি লাইটের দাম অনেক।' বিক্রেতা ইরফান মোল্লা ১৮০ টাকায় খুচরো দামে রোপ লাইট প্যাকেটে ভরতে ভরতে বললেন, 'এখানে ভিন রাজ্য থেকেও অনেকে কিনতে আসেন। গত দু-তিন বছরের তুলনায় এবছর চিনা আলোর প্রতি ঝোঁক আরও বেড়েছে।'

দুর্গতদের পাশে প্রধান শিক্ষকরা

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : ক্লাসরুমের গণ্ডি পেরিয়ে বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ালেন প্রধান শিক্ষকরা। উত্তরবঙ্গের দুর্গত মানুষদের হাতে সাহায্য ও ত্রাণ তুলে দেবেন জলপাইগুড়ির বিবেকানন্দ হাইস্কুলের আলো সরকার, আলিপুরদুয়ারের গোবিন্দ হাইস্কুলের রাজীব দাস, শিশুবাড়ি হাইস্কুলের মানস ভট্টাচার্য ও কোচবিহারের খোলটা হাইস্কুলের রাজদীপ রায় সহ একাধিক স্কুলের প্রধানরা। ৪ হাজারেরও বেশি প্রধান শিক্ষকের কেউ বাড়িয়ে দিয়েছেন অর্থ সাহায্য, কেউ বা আবার দিয়েছেন শুকনো খাবার, কেউ ব্যবস্থা করেছেন পানীয় জলের।

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার যে যে অঞ্চলে সরকারি সাহায্য এখনও পৌঁছোয়নি, সেখানে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধানরা। মানস বলেন, 'ধূপগুড়ির জলঢাকা নদীর দু-পাশে একাধিক অঞ্চলের অবস্থা সংকটজনক। বাচ্চাদের বইখাতা ভেসে গিয়েছে। পুজোর ছুটি শেষ হলেই পরীক্ষা। তাই বইখাতা সহ পড়াশোনার যাবতীয় সামগ্রী আমরা তাদের হাতে তুলে দেব।' রাজ্যের স্কুলগুলিতে বর্তমানে বড় সমস্যা বার্ষিক কম্পোজিট স্কুল গ্র্যান্ট না পৌঁছোনো। প্রধান শিক্ষকদের অভিযোগ, চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত সরকার অনুদান পৌঁছে না দেওয়ায় স্কুলগুলির পরিকাঠামো যথেষ্ট সংকটজনক হয়ে পড়েছে।

কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি বলেন, 'দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মিরিক, ডুয়ার্স সহ প্রতিটি এলাকায় পৃথক পৃথকভাবে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের দল গঠন করা হয়েছে। টানা বৃষ্টিতে বহু স্কুলের ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। সরকারের কাছে অনুরোধ করব শীঘ্রই নির্ধারিত অনুদান উত্তরবঙ্গ সহ কলকাতার ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলগুলির কাছে পৌঁছে দিতে, যাতে শীঘ্রই তারা নিজেদের পরিকাঠামো ফিরিয়ে আনতে পারে।' একই সঙ্গে সারা রাজ্যের স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকের কাছে অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস যথাসাধ্য ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে।

নির্দেশিকা হাইকোর্টের

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলাকালীন সন্তানের জৈবিক বাবা-মা কখনোই তৃতীয় কাউকে বাবা-মা ডাকার জন্য চাপ দিতে পারবেন না। সম্প্রতি দাম্পত্য কলহ ও বিবাহবিচ্ছেদ চলাকালীন সন্তানের হেপাজত ও নিরাপত্তা নিয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। 'চাইল্ড অ্যাকসেস অ্যান্ড কাস্টডি গাইডলাইন ও প্যারেন্টিং প্ল্যান ২০২৫' নামক ওই নির্দেশিকায় বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও সন্তানের সুরক্ষায় অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে ও বেশকিছু বিষয়ে জানানো হয়েছে।

নির্দেশিকায় আরও জানানো হয়েছে, ক্রমশ বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা শিশুদের মধ্যে প্রভাব ফেলছে। এর ফলে তারা মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এক্ষেত্রে জৈবিক বাবা-মা যদি নতুন সম্পর্কে জড়ান তাহলে শিশুটিকে নতুন পরিবারের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে সময় দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবে পারিবারিক আদালত। একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে শিশুর অনুভূতি সম্পর্কে জানতে হবে। সন্তানের সঙ্গে দেখা করার বিষয়টি তিন মাসের মধ্যে নিম্ন আদালতকে নিষ্পত্তি করতে হবে।

পৃথিবীর পাঠশালা

গাছেই মেলে রোগের ওষুধ

প্রকৃতির মাঝে সময় কাটালে, বিশেষ করে বনে হাইকিং করলে শরীর ও মন ভালো থাকে। এর কারণ, গাছ থেকে নির্গত হওয়া 'ফাইটনসাইড' নামক কিছু রাসায়নিক। এই যৌগগুলো গাছকে জীবাণু ও পোকামাকড় থেকে রক্ষা করে। যখন আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে এই যৌগগুলো গ্রহণ করি, তখন আমাদের শরীরে এক ধরনের কোষ বেড়ে যায়, যাকে 'ন্যাচারাল কিলার' বা এনকে সেল বলে। এই কোষগুলো রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং ক্যানসার কোষ ও ভাইরাস আক্রান্ত কোষকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গাছের এই ঘ্রাণ সরাসরি এনকে সেলের কার্যকারিতা বাড়াতে পারে। এমনকি হোটেলে কৃত্রিমভাবে এই ঘ্রাণ ছড়িয়েও একইরকম ফল পাওয়া গিয়েছে। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হল, বনে ঘুরে আসার পরেও এর প্রভাব প্রায় ৭ দিন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এক মাস পর্যন্ত থাকতে পারে।

খাওয়ার পর দাঁত মাজা নয়

খাওয়ার পর দাঁত মাজলে কি দাঁতের ক্ষতি হতে পারে? হ্যাঁ, বিশেষ করে অম্লীয় খাবার যেমন-লেবু, টমেটো, সফট ড্রিংকস বা কফি খাওয়ার পর যদি আপনি সঙ্গে সঙ্গে দাঁত মাজেন, তবে এটি আপনার দাঁতের এনামেলের ক্ষতি করতে পারে। কারণ, খাওয়ার পর মুখের পিএইচ কমে যায়, যা দাঁতের এনামেলকে ক্ষণিকের জন্য নরম করে দেয়। আর এই নরম এনামেলের ওপর ব্রাশ করলে তা ঘষে উঠে যায়। ডেন্টাল হাসপাতাল এবং ডেন্টাল বিশেষজ্ঞদের মতে, খাওয়ার পর দাঁত মাজতে অন্তত ৩০ মিনিট, এমনকি এক ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। এই সময়টুকুতে আপনার মুখের লালা অম্লকে নিরপেক্ষ করতে এবং এনামেলকে আবার শক্ত করতে সাহায্য করে। তাই দাঁতের সুরক্ষার জন্য খাওয়ার আগে ব্রাশ করুন অথবা খাওয়ার পর শুধু জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন।

ভিটামিন কম, দৃষ্টিশক্তিও কম

ভিটামিন বি কম হলে কি চোখ খারাপ হয়? হ্যাঁ, বিজ্ঞানীরা ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাব এবং রেটিনার ক্ষতির মধ্যে একটি সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন, যা গ্লুকোমা এবং দৃষ্টিশক্তি হারানোর ঝুঁকি বাড়াতে পারে। ভিটামিন বি, যেমন বি১, বি৬, বি৯ এবং বি১২, চোখের স্নায়ু, রক্ত সঞ্চালন এবং কোষের শক্তির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ভিটামিনগুলোর অভাব হলে চোখে প্রদাহ এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বাড়ে, যা রেটিনার ক্ষতি করে এবং গ্লুকোমা রোগের কারণ হতে পারে। গবেষকরা মনে করেন, ভিটামিন বি-এর মাত্রা আগেভাগে পরীক্ষা করা হলে দৃষ্টিশক্তি হারানো প্রতিরোধ করা সম্ভব। চোখের বিশেষজ্ঞরা তাই ভিটামিন বি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার ওপর জোর দিচ্ছেন। এটি দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করার এক সহজ উপায়।

নেলপলিশে বিপদসংকেত!

নর্থ ক্যারোলিনা স্টেট ইউনিভার্সিটির কিছু শিক্ষার্থীর একটি দল এমন এক নেলপলিশ তৈরি করেছে, যা পানীয়তে কোনও ক্ষতিকর বস্তু আছে কি না, তা বলে দিতে পারে। এই নেলপলিশটির নাম দেওয়া হয়েছে 'আন্ডারকভার কালার্স'। এই ধারণাটি খুব সহজ। আপনার রং করা নখটি পানীয়তে ডুবিয়ে দিন। যদি পানীয়তে কোনও ক্ষতিকর পদার্থ থাকে, নেলপলিশের রং বদলে যাবে। অনেকেই এটিকে নিরাপত্তা সরঞ্জাম হিসেবে প্রশংসা করেছেন।

গাজোলে ৪০তম তারা কালীপুজোর মেলায় ভিড়। বুধবার। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

সুড়ঙ্গে কোটি টাকার সোনা

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ৮ অক্টোবর : এ যেন যেমন বুনো ওল, তেমন বাঘা তেঁতুল! প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তের চোরাচালানকারীরা যেমন নিত্যনতুন ছক সাজাতে তৎপর, ঠিক তেমনই প্রতিটি ছক ভেস্তে দিতে সক্রিয় বিএসএফ। এমনভাবেই মঙ্গলবার রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে কোটি টাকার সোনার বাট উদ্ধার করল বিএসএফের ১৪৬ নম্বর ব্যাটালিয়ন। অভিযান চলেছে বুধবারও। মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি-ডোমকল লাগোয়া সীমান্ত ঘেঁষা জমিতে কার্যত সুড়ঙ্গ বানিয়ে বুনো ঘাসের আড়ালে রাখা হয়েছিল সোনার বাটগুলি। চোরাকারবারিদের এমন কৌশল দেখে চোখ কপালে উঠেছে বিএসএফ কর্তাদের। জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া বাটের মোট ওজন ৮৩২.৫৫০ গ্রাম। বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গের এক জনসংযোগ আধিকারিক বলেন, 'আমাদের ইন্টারনাল সোর্স ইনফরমেশন সহ শক্তিশালী গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক এবং সীমান্তরক্ষীদের সতর্কতাতেই এধরনের দুঃসাধ্য কাজকে সাফল্যের সঙ্গে করা সম্ভব হয়েছে।'

লম্বানু ঘাসের আড়ালে মাটির নীচে দীর্ঘ সুড়ঙ্গ করে সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল কোটি টাকার সোনার বাটগুলি। গাছের আড়ালে কার্যত সুড়ঙ্গ বোঝা যাবে না বলে ধারণা ছিল চোরাকারবারিদের। যে কারণে এমন পন্থা নেওয়া। কিন্তু নিজস্ব সূত্র মারফত খবর পৌঁছে যায় বিএসএফের কাছে। যে কারণে মঙ্গলবার রাতে সন্তর্পণে এলাকাটি ঘিরে ফেলেন জওয়ানরা। একটা দল চারদিকে যেমন নজর রাখছিল, তেমনই একটি দল সোনার খোঁজ শুরু করে। প্রথমে সুড়ঙ্গের খোঁজ না মিললেও, তার জন্য বেশি সময় খরচ করতে হয়নি বিএসএফ জওয়ানদের। একটু খোঁজ করতেই তাঁরা সুড়ঙ্গ দেখতে পান এবং হাতে পেয়ে যান কাপড়ে মোড়া একাধিক সোনার বাট। বিওপি পয়েন্ট এলাকায় কয়েকশো মিটার দূরেই আন্তর্জাতিক সীমান্ত। ওই এলাকা দিয়ে বাংলাদেশি সোনা ভারতে পাচার করার ব্লু প্রিন্ট তৈরি করেছিল চোরাচালানকারীরা বলে মনে করছেন বিএসএফ কর্তারা। তবে বিএসএফের উপস্থিতি টের পেয়ে যথারীতি গা-ঢাকা দেয় দুষ্কৃতীরা। তবে তাদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছেন বিএসএফ জওয়ানরা। দুষ্কৃতীদের ধরতে নিজস্ব নেটওয়ার্ককে কাজে লাগানো হয়েছে। নজর রাখা হচ্ছে সংলগ্ন এলাকায়। বিএসএফ সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া সোনার বাট শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

সীমান্ত এলাকায় বাজেয়াপ্ত হওয়া সোনার বাট।

অভিযান

- সোনার বাট রাখার জন্য বুনো ঘাসের আড়ালে সুড়ঙ্গ তৈরি চোরাকারবারিদের
- নিজস্ব সূত্র মারফত খবর পেয়ে বিশেষ অভিযান বিএসএফের, উদ্ধার কোটি টাকার বাট
- বিএসএফের উপস্থিতি টের পেয়ে গা-ঢাকা দুষ্কৃতীদের, তাদের ধরতে চলছে চিরুনি তল্লাশি

ঘটনাটি জানাজানি হতে অভিযান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় লুৎফল শেখ বলেন, 'বৃষ্টি ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ঝোপজঙ্গলকে কাজে লাগিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে দুষ্কৃতীরা। তবে যেভাবে বিএসএফ তৎপর হয়ে উঠেছে, তাতে চোরাকারবারিদের নেটওয়ার্ক ভবিষ্যতে পুরোপুরি নির্মূল হবে বলেই আশা করছি।' শুধু ভারতীয় দুষ্কৃতী নয়, এমন সোনা পাচার বা কারবারের সঙ্গে বাংলাদেশের দুষ্কৃতী যোগ রয়েছে বলে নিশ্চিত বিএসএফ। যে কারণে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়িয়েছে বিএসএফ।

গুজরাটে তিন শ্রমিকের মৃত্যুতে চাপানউতোর

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ৮ অক্টোবর : গুজরাটে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে পতিরামের তিন শ্রমিকের মৃত্যুকে ঘিরে তোলপাড় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাজনীতি। মৃতদের পরিবারকে কেন গুজরাট সরকার ক্ষতিপূরণ দেবে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। পাশাপাশি পঞ্চাশ কেজি করে চাল ও পাঁচ হাজার টাকা করে অর্থসাহায্য দেওয়ায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্তকেও কটাক্ষ করেছে শাসকদল। এদিকে, তৃণমূলকে পালটা তোপ দেগেছে বিজেপি। এদিকে, অসহায় দশা পরিবারগুলির। এখনও হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন এক শ্রমিক।

গুজরাটের মুন্দ্রায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন বালুরঘাট ব্লকের খোড়নার মানিক কর্মকার, টমেটো মুর্মু এবং এটু মণ্ডল। গুরুতরভাবে দগ্ধ আরও তিন শ্রমিক জয়ন্ত কর্মকার, সুজিত রায় ও হরি রায় বর্তমানে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকদের মতে, একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

প্রায় দু'মাস আগে জীবিকার সন্ধানে খোড়নার ওই ছয় পরিযায়ী শ্রমিক গুজরাটের মুন্দ্রা এলাকায় নির্মাণকাজে যোগ দেন। বারোদিন আগে ভোরবেলায় ভাড়া করা ঘরে সিলিন্ডার লিক হয়ে মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। গুরুতরভাবে দগ্ধ হন ছয়জনই। স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা শুরু হলেও অভিযোগ উঠেছে যে, সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে এক ঠিকাদার আহতদের ট্রেনে তুলে বালুরঘাটে পাঠিয়ে দেন। সোমবার রাতে আহতদের বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মঙ্গলবার দুপুরে তাঁদের খোঁজ নিতে খোড়নায় যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বিধায়ক বুধরাই টুডু, বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী সহ অন্যরা। মন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি পরিবারকে পাঁচ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেন এবং আহতদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগের আশ্বাস দেন। বিধায়ক বুধরাই টুডু প্রতিটি পরিবারকে পঞ্চাশ কেজি করে চাল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

এরপরেই রাজনৈতিক তর্জা চরমে ওঠে। তৃণমূল জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল অভিযোগ করেন, 'বিজেপি যে গুজরাটকে মডেল বলে প্রচার করে, সেই রাজ্যে শ্রমিকদের মৃত্যুর পরও কোনও সরকারি উদ্যোগ নেই। বিজেপি শুধু প্রচারের ওপর টিকে আছে। মাত্র পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে ফোটোসেশন করছেন সাংসদ। এর চেয়ে বেশি দরকার ছিল গুজরাট সরকারের তরফে আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা।' এর পালটা বিধায়ক বুধরাই টুডু বলেন, 'আমরা পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছি ও গুজরাটে যোগাযোগ করছি ক্ষতিপূরণের জন্য। তৃণমূল শুধু ভাষণ দিতে জানে।'

এদিকে, মৃত এবং আহতদের পরিবার এই ঘটনায় রীতিমতো বিধ্বস্ত। মৃত টমেটোর স্ত্রী হৈমন্তী বলেন, 'আমি দুই সন্তান এবং বয়স্ক শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে কীভাবে পরিবার চালাব? যে ঠিকাদারের মাধ্যমে তারা গিয়েছিল, সে আর ফোন ধরছে না।' অন্যদিকে, আহত জয়ন্তর স্ত্রী চম্পার দাবি, 'আমরা ক্ষতিপূরণ চাই, কারণ পরিবারের একমাত্র রোজগারের মানুষটি আজ বিছানায়।' এই মর্মান্তিক ঘটনায় খোড়না এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতির পরও প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে, পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও দায়বদ্ধতার প্রশ্নে আদৌ কি কোনও স্থায়ী সমাধান আসবে?

মৃত টমেটো মুর্মুর স্ত্রী, সন্তান সহ অসহায় পরিবার। -সংবাদচিত্র

নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ

প্রথম পাতার পর

শেষ পরীক্ষা দেওয়ার পরই বোন ফের উধাও হয়ে যায়। আত্মীয়স্বজনের থেকে জানতে পারি, বোন ওই ছেলের বাড়িতেই রয়েছে। আমরা বোনকে ফিরিয়ে আনার জন্য যোগাযোগ করলে ওরা কথা বলতে চায়নি। গতকাল সন্ধ্যায় আমাদের কাছে খবর আসে, বোনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। তড়িঘড়ি মেডিকেলে ছুটে এসে দেখি, বোনের মৃত্যু হয়েছে। আমাদের ধারণা, ওরা বোনকে খুন করে ঝুলিয়ে দিয়েছে।'

এদিকে, ফোন সুইচড অফ থাকায় অভিযুক্ত তরুণের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, দশম শ্রেণির ওই ছাত্রীর সঙ্গে ওই তরুণের গোপনে বিয়ে হয়ে থাকতে পারে। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনায় মৃত ট্রাকচালক

ইটাহার, ৮ অক্টোবর : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারল ট্রাক। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ট্রাকচালকের। গুরুতর জখম হয়েছেন খালাসি। মৃতের নাম তৈমুর শেখ (২৫)।

রাষ্ট্রপতিকে

প্রথম পাতার পর

সাংসদ খগেন মুর্মু বা বিধায়ক শংকর ঘোষের ওপর হামলার সময় পুলিশ তৎপরতা দেখায়নি বলেও তিনি রাষ্ট্রপতিকে জানান। যদিও বোস জানান, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা অটুট। তবে তাঁর কথায়, 'ব্যক্তিগত সম্পর্ক আলাদা, দায়িত্ব আলাদা। আমি রাজনীতির খেলোয়াড় নই, আমি রাজ্যপাল। আইনের শাসন ভেঙে পড়লে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়।'

বালুরঘাটে শিশু চুরির চেষ্টা

বালুরঘাট, ৮ অক্টোবর : হাসপাতালের নিরাপত্তা বলয়কে ভেঙে একটি শিশুকে চুরি করে পালাবার সময় ধরা পড়ে গেল দুই মদ্যপ মহিলা। বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের প্রসূতি ওয়ার্ড থেকে ওই বাচ্চাটিকে চুরির ঘটনা ঘটে। তবে পালাবার সময় ওয়ার্ডের নার্সদের চোখে পড়ে যায় বিষয়টি। সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আটকে দেওয়া হয়। এ নিয়ে পুরো হাসপাতাল চত্বরে বুধবার রাতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরে বালুরঘাট থানার পুলিশ ওই দুই মহিলাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। দু'জনেই অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছিল। তাঁদের কোলে আরও একটি শিশু রয়েছে। ঠিক কি ঘটনা ঘটেছিল, তা খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট থানা পুলিশ। এদিকে এই ঘটনার পর হাসপাতালের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। খোদ হাসপাতাল সুপার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ফোন করে সতর্ক করেছেন। পুলিশ ধৃত দু'জনের নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করছে। বালুরঘাট হাসপাতালের ছয় তলায় রয়েছে প্রসূতি বিভাগ। ওই বিভাগেই সদ্যোজাত সন্তান সহ প্রসূতিদের রাখা হয়। বুধবার রাত ৯ টা নাগাদ এক প্রসূতির পাশে থাকা তাঁর সন্তানকে কোলে তুলে নিয়ে ওয়ার্ড থেকে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল দুই মহিলা। ওই ঘটনা নজরে আসে এক নার্সের। তারপরেই অন্যরাও ছুটে গিয়ে ওই মহিলাদের আটকান।

দিল দুষ্কৃতীরা

প্রথম পাতার পর

তারপর পালানোর চেষ্টা করে। একজন পালিয়ে গেলেও আরেকজনকে ধরে ফেলে পুলিশ। মেয়েকে ফিরে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন পরিবারের লোকেরা। এর আগেও ঠিক একই কায়দায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রাড়িয়াল এলাকা থেকে এক ব্যবসায়ীর সন্তানকে অপহরণ করা হয়েছিল। সেক্ষেত্রেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে উদ্ধার করেছিল। তবে এবার এলাকা থেকে বেরোনোর আগেই ছক ভেস্তে দেয় পুলিশ। ওই শিশুকন্যার মা বলেন, 'আমার মেয়ে সামনের দোকান থেকে আইসক্রিম আনতে গিয়েছিল। তারপরেই বাইরে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনে আমি দৌড়ে গিয়ে দেখি আমার মেয়েকে দুজন মোটর সাইকেলে করে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এরপরই লোকজন ওদের ধাওয়া করে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে।'

বৌ-ছেলের গলা কেটে 'আত্মঘাতী'

প্রথম পাতার পর

আর তারপরে মাঝরাতে ঘটে যায় এই ঘটনা।

এদিন সকালে সঞ্জিতের মা ঘটনার দায় সরাসরি পুত্রবধূর ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'বৌমার জন্য সবকিছু শেষ হয়ে গেল। ছেলে সব সময় চেয়েছিল বৌমাকে নিয়ে শান্তিতে ঘর-সংসার করতে। নাতিটাও চলে গেল। শুধু আমি রয়ে গেলাম।' সঞ্জিতের দিদি শিবানী মণ্ডলেরও একই কথা। তিনি বলেন, 'এই পরিণতির জন্য বৌদিই দায়ী। বৌদি এর আগেও কয়েকবার অন্য পুরুষের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন আগেই বাড়িতে ফিরে আসে। এই নিয়ে দাদার সঙ্গে অশান্তিও চলছিল।' সঞ্জিতের দাদা অনুপ বলেন, 'বাইরে থেকে ওদের অশান্তির বিষয়টা অতটা আঁচ করতে না পারিনি। তবে সম্প্রতি ওদের মধ্যে যে অশান্তি চলছিল সেটা বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু তা বলে পুরো পরিবারটা যে এইভাবে শেষ হয়ে যাবে তা আমরা কেউ দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি।'

এব্যাপারে মৌসুমির বাপের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। তাই তাঁদের বক্তব্যও জানা যায়নি। তবে তাঁদের মধ্যে যে এমন অশান্তি চলছিল, তার আঁচ কিন্তু ঘুণাক্ষরেও টের পাননি প্রতিবেশীরা। এলাকার এক বাসিন্দা সনাতন হালদারের কথায়, 'মঙ্গলবারও সঞ্জীবের সঙ্গে কথা হয়েছে। দেখে কিছু বোঝা যায়নি যে একদিনের মধ্যে এত কিছু ঘটে যাবে। সঞ্জিত কোনওদিন বাইরে এসব নিয়ে খুব একটা আলোচনা করত না।'

মমতা ফিরলেও মাটি কামড়ে পদ্ম নেতারা

প্রথম পাতার পর

পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার অবশ্য বুধবারই জলপাইগুড়িতে চলে এসেছেন। কিন্তু পাহাড়মুখী হননি তিনিও। মমতার সঙ্গে ফিরে গিয়েছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও। কিন্তু দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, কী প্রয়োজন, জানতে চান।

পাহাড়ের মানুষ তাঁদের কাছে ত্রাণ নয়, ঘর চেয়েছেন। রিজিজু ও বিস্ট গিয়েছিলেন বিজনবাড়ি, পুলবাজার ইত্যাদি ধস বিধ্বস্ত পাহাড়ি থানা এলাকায়। যেখানে ফের ধস নামার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এলাকার মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রিজিজু তাঁদের কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পুনর্বাসনের আশ্বাস দেন। তাঁর কথায়, 'কেন্দ্র সবার পাশে রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে।'

দুর্যোগের চারদিন পর বুধবার আরও দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে ডুয়ার্সে। এর ফলে সাম্প্রতিক বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩৯ হল। ধূপগুড়ি লাগোয়া জলঢাকা নদীতে ওই দুটি দেহ উদ্ধার হয়। জলঢাকা পার্ক সংলগ্ন জলঢাকা নদীতে একজনের পচাগলা লাশ পাওয়া যায়। আরেকটি কঙ্কাল মেলে জলঢাকা বাজারের পাশে বিসর্জনঘাটে। তবে বামনডাঙ্গা চা বাগানের মডেল ভিলেজের দুজন এখনও নিখোঁজ।

বাগডোগরা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দুর্গত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিতে। মিরিকে ৪০০ প্যাকেট কিট পাঠানো হয়েছে। যাতে রান্নার বিভিন্ন উপকরণ এবং খাদ্যসামগ্রী রয়েছে। পোশাক, সোয়েটার, কম্বলও আছে। কিন্তু বিজেপি ত্রাণে চরম দলবাজির অভিযোগে সোচ্চার হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, 'প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে না। বরং ত্রাণ নিয়ে রাজনীতি করছে সরকার।'

তাঁর অভিযোগ, যেখানে বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত, সেখানে সরকারি ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে না। সুকান্তের বক্তব্য, 'আমি তিনটি বিধানসভা এলাকায় গিয়েছিলাম। কোথাও আমার চোখে পড়েনি যে রাজ্য সরকার ত্রাণ দিচ্ছে। বোয়ালমারি-নন্দনপুরে আমাদের প্রধানকে না জানিয়ে তৃণমূলের লোকজনকে সরকারি ত্রাণ দেওয়া হয়েছে।' ধূপগুড়ির নলডোবার ত্রাণশিবিরে বুধবার বিক্ষোভের মুখে পড়ে প্রশাসন। ধূপগুড়ির হোগলাপাতা এলাকায় সব দুর্গতর বাড়িতে না যাওয়ায় স্থানীয়দের একাংশের উষ্মার মুখে পড়েন সুকান্তও।

তবে এই তৎপরতায় স্পষ্ট, দুর্যোগকে হাতিয়ার করে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে মাটি শক্ত করতে মরিয়া বিজেপি। পাহাড় ও সমতলে সমানভাবে নজরদারিতে ব্যস্ত বিজেপি নেতারা। একদিকে ত্রাণ নিয়ে অভিযোগ, অন্যদিকে নাগরাকাটায় দলের সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শংকর ঘোষের ওপর হামলা এখন বিজেপির প্রচারের মূল ফোকাস। দুর্যোগের পরদিন না এসে কলকাতায় পুজোর কার্নিভালে মুখ্যমন্ত্রীর 'বিনোদন' ও একদিন পর তিনি উত্তরবঙ্গে আসায় স্থানীয় মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে সেটাকে অস্ত্র করেছে বিজেপি।

এই প্রচারের মূল সুরটি যেন বেঁধে দিলেন সুকান্ত। তিনি নিশানা করেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে। সুকান্ত বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকা সত্ত্বেও একজন সাংসদ আক্রান্ত হন। এখানে এসে তিনি নাটক করছেন। এরকম অপদার্থ পুলিশমন্ত্রী থাকার চাইতে তাঁকে বন্যার জলে ফেলে দিলে ভালো হবে।' কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর আস্ফালন, 'হয় পুলিশ ব্যবস্থা নেবে, নয় পালটা আমরা মারব। উত্তরবঙ্গে বিজেপি সেই ক্ষমতা রাখে। আমরা চাইলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথ অবরুদ্ধ করে দিতে পারতাম।'

সুকান্তের এই মন্তব্যে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের প্রতিক্রিয়া, 'সুকান্ত মজুমদার একজন অধ্যাপক। তাঁর মুখ থেকে এধরনের কথা কাম্য নয়।' নাগরাকাটার বিজেপি বিধায়ক পুনা ভেংরা অবশ্য বলেন, 'এটা রাজনীতি করার সময় নয়। তবে যারা আমাদের সাংসদ ও বিধায়ককে মারধর করেছে, তাদের সবাই গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকব না।'

যদিও হামলার তিনদিন পর অবশ্য দুজনকে নাগরাকাটা এলাকা থেকে বুধবার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের নাম এক্রামুল হক ও গোবিন শর্মা। তৃণমূলের নেতা, মন্ত্রীদের মুখ্যমন্ত্রী কড়া নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কেউ এলাকা ছেড়ে যাবেন না। সরকারি ত্রাণের বাইরে নিজেদের টাকায় যতটা ত্রাণের ব্যবস্থা করতে পারেন, করুন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত ত্রাণশিবিরগুলিতে চুল্লি বন্ধ করা যাবে না।'

কিন্তু মন্ত্রী বা নেতাদের বদলে পাহাড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দেখা গেল প্রশাসনের কর্তাদের। দার্জিলিং সদরের মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচা তাবাকোশি এলাকায় যান। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) কর্তারাও ঘুরে দেখেন। জিটিএ প্রধান অনীত থাপা বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। ঘর তৈরির টাকার জন্য ওই তালিকা দ্রুত পাঠানো হবে।'

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ অবশ্য জানান, ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণে তাঁর দপ্তরে পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার অর্থ জোগানো শুরু করেছে। ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট নবান্নে পাঠানো হবে।

(তথ্য সহায়তাঃ রাহুল মজুমদার, সাগর বাগচী, শুভজিৎ দত্ত, সৌরভ দেব ও স্বরূপ বিশ্বাস)

অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত

প্রথম পাতার পর

ক্ষিপ্ত আদালত সরকারের কাছে জানতে চেয়েছে, কী করে এত জমি একটি সিমেন্ট কারখানার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে? কোন নীতির ভিত্তিতে? ডিমা হাসাওয়ের উমরাংসো প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য বিখ্যাত। সেখানে রয়েছে উষ্ণ প্রস্রবণ। নানা ধরনের পরিযায়ী পাখি সেখানে আসে। রয়েছে নানা ধরনের প্রাণীও।

বিষয়টা প্যাঁচালো হয়ে পড়েছে এর সঙ্গে আদানিদের নাম জুড়ে যাওয়ায়। আদানিরা জানিয়েছে, অসমের কোকরাঝাড়ে তারা ১৬০০ মেগাওয়াটের তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র বানাতে চাইছে ঠিকই, কিন্তু ডিমা হাসাওয়ের সিমেন্ট কোম্পানির সঙ্গে তাদের কোনও লেনাদেনা নেই। ওটা আলাদা কোম্পানি। তবে বিতর্ক কোকরাঝাড়েও আদানিদের পিছু ছাড়েনি। সেখানকার পর্বতঝোরা এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করছেন, তাঁদের ৩৪০০ বিঘা জমি জোর করে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

যে জমিতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হবে আদানিদের। আদিবাসী ছাত্র সংগঠন দাবি করছে, এভাবে জমি দেওয়া অসাংবিধানিক। ষষ্ঠ তফশিলে আদিবাসীদের দেওয়া জমিতে অধিকার একমাত্র তাঁদেরই। সেই আইনের তোয়াক্কা না করে সবকিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ওই এলাকায় রয়েছে পাগলিঝোরা সংরক্ষিত বনাঞ্চলও। বনভূমি সংরক্ষণের যাবতীয় আইন ভেঙে সেখানে আদানিদের জমি দেওয়া হয়েছে। এজন্য কোনও ছাড়পত্রও নেওয়া হয়নি।

জমি নেওয়ার আগে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি। সরকারি কর্তারা অবশ্য ভরসা দিয়েছেন, কথা না বলে কোনও জমি নেওয়া হবে না। আদানিরা জানিয়েছে, তারা অসমে এয়ারপোর্ট, গ্যাস, রাস্তা, পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানিতে আরও ৫০ হাজার কোটি টাকা লগ্নি করবে। তার মধ্যে জমি নিয়ে ঝামেলা সরকারের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। কীভাবে জমি অধিগ্রহণ করা হবে, তা নিয়ে চিন্তায় দু'পক্ষই।

এবছরের গোড়া থেকে বিক্ষোভে নেমেছেন আদিবাসীরা। কিন্তু আরও বড় বিতর্ক যে ছত্তিশগড়ের হসদেও আরান্দ সংরক্ষিত বনাঞ্চল নিয়েও। ওই এলাকায় বহু মানুষের বসবাস। তাঁদের মধ্যে বেশি গোন্ড আর ওরাওঁ জনগোষ্ঠীর। এখানেও চলছে খনির কাজ। তার জেরে বাস্তুচ্যুত আদিবাসীরা। তাঁদের জমির অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁরা নির্ভর করেন জঙ্গলের ওপর। অথচ কাটা পড়েছে লাখ লাখ গাছ। ফলে ন্যাড়া হয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ বনভূমি।

অসমের মতো ছত্তিশগড়ের সরকারও এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলে খনি তৈরির অনুমতি দিয়েছে। এখানকার পারসা ইস্ট আর কান্তাবাসন কোল ব্লকে খনির জন্য যেসব কোম্পানি এসেছে, তাদের মধ্যে আছে আদানিরা। একইরকম অবস্থা ঝাড়খণ্ডের গোড্ডায়। সেখানে তৈরি হয়েছে বিদ্যুৎকেন্দ্র। আদানিদের। এখানেও অভিযোগ, পশ্চাৎপদ শ্রেণির গরিবদের জীবনজীবিকা কেড়ে নেওয়ার।

ন্যায্য ক্ষতিপূরণ, প্রতিশ্রুতিমতো চাকরি না দেওয়ায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য একশো কিলোমিটার লম্বা পাইপে গঙ্গা থেকে জল আনার কথা। এর জন্য লাগবে মোট ১২১৪ একর জমি। তাতে চলে যাবে ১০টি গ্রাম। তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের ধুলোধোঁয়ায় ইতিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন মানুষ। ক্ষতি হচ্ছে প্রকৃতির। কে শুনবে এসব কথা? প্রশ্ন তুললেই তো দেশবিরোধী তকমা সাঁটিয়ে দেওয়া হবে। সে হুমকি আগাম দিয়ে রেখেছেন গোড্ডার মাননীয় বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে!

রায়গঞ্জের মিলনপাড়ার অগ্নিদীপ্ত সরকার সারদা বিদ্যামন্দিরের দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া। আঁকা ও যোগব্যায়ামে ভীষণ আগ্রহী। রয়েছে একাধিক পুরস্কারও।

আর মাত্র ৬ ইউনিট রক্ত

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৮ অক্টোবর : রক্তশূন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। তার জেরে ফল ভুগতে হচ্ছে মুমূর্ষু রোগীদের। সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন থ্যালাসিমিয়া আক্রান্তরা। রায়গঞ্জ মেডিকেলে সপ্তাহে প্রায় প্রতিদিনই রক্তের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেই তুলনায় জোগান যৎসামান্য। পুজোর মরশুম এলেই রক্তের আকাল যেন ফি বছরের 'রেওয়াজ'-এ পরিণত হয়েছে উত্তর দিনাজপুরে। এই আবহে মুমূর্ষু রোগীদের একফোঁটা রক্ত জোগাড়ে কার্যত কালঘাম ছুটছে রোগীর স্বজনদের। হন্যে হয়ে রক্তদাতা খুঁজে হাসপাতাল ক্যাম্পাসে হাজির করাতে অনেক দেরি হয়ে যাওয়ায় রক্তের অভাবে কখনও রোগীর মৃত্যুও ঘটে যাচ্ছে।

ব্লাড ব্যাংকে স্পষ্টভাবে লিখে দেওয়া হয়েছে 'রক্ত দিন, রক্ত নিন'। এদিকে রক্তসংকটের কারণে প্রতিদিনই রোগীর পরিজনদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে ব্লাড ব্যাংকের কর্মী থেকে শুরু করে চিকিৎসকদেরকে। বুধবার দুপুরেও মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসারত এক রোগীর পরিজন ব্লাড ব্যাংকের চিকিৎসককে থাপ্পড় মারার হুমকি দেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্লাড ব্যাংকে রীতিমতো উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রতিদিন ব্লাড ব্যাংকে রোগীর পরিজনদের হুমকির কারণে ব্লাড ব্যাংকে দুজন নিরাপত্তারক্ষী রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি মেডিকেল কলেজের ভিতরে থাকা পুলিশ ক্যাম্পের আধিকারিককেও মাঝেমধ্যে খোঁজ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ।

বস্তুত, জেলার দুই প্রান্তে মাত্র দুটি সরকারি ব্লাড ব্যাংক। একটি রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এবং অন্যটি ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে। কিন্তু দুটি ব্লাড ব্যাংকেরই কার্যত রক্তহীন দশা। পর্যাপ্ত রক্ত মজুত তো দূরের কথা, বিভিন্ন রোগাক্রান্তদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ করাই কার্যত কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে। ফলে রোগীর রক্তের জন্য এখন তাৎক্ষণিক রক্তদাতারাই একমাত্র ভরসা বলে জানান ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ও রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি প্রিয়ঙ্কর রায়। পুজোর মরশুমে ঠিকঠাক রক্তদাতা জোগাড় করতে না পারলে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসাও থমকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সাম্প্রতিককালে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরগুলির এককেটি থেকে ১০-১২ ইউনিট ব্লাড পাওয়া যাচ্ছে। অথচ রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ সূত্রের তথ্য বলছে, গড়ে প্রতিদিন মুমূর্ষু রোগীদের জন্য অন্তত ৭০ থেকে ৮০ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়। এছাড়া ওই সরকারি ব্লাড ব্যাংক থেকে একাধিক নার্সিংহোমের রোগীদের প্রায়ই রক্ত সরবরাহ করতে হয়। এদিন রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সবমিলিয়ে ৬ ইউনিট রক্ত মজুত ছিল। ব্লাড ব্যাংকের কর্মীদের বক্তব্য, 'ডোনার না নিয়ে এসেই রক্তের দাবি করছেন রোগীর পরিজনরা। ব্লাড ব্যাংকে এসে স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকদের হুমকি দিচ্ছেন তাঁরা। এদিন এই বিষয়ে এমএসভিপি-কে অভিযোগ করা হয়েছে।'

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সহকারী অধ্যক্ষ প্রিয়ঙ্কর রায় বলেন, 'রক্তদান শিবির করার জন্য জেলার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোকে চিঠি দিয়ে আবেদন জানানো হবে।' জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস বলেন, 'রক্তদান শিবিরের আয়োজন না হলে ব্লাড ব্যাংকের সংকট কাটবে কীভাবে? স্বাস্থ্যকর্মীরা শিবির থেকেই রক্ত সংগ্রহ করে ব্লাড ব্যাংকে মজুত করেন।'

রোগীর পরিজনের সঙ্গে বচসা ব্লাড ব্যাংকের চিকিৎসকের।

রায়গঞ্জ

- চরম রক্তসংকটে ভুগছে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
- বর্তমানে ব্লাড ব্যাংকে মজুত মাত্র ৬ ইউনিট রক্ত
- প্রতিদিন প্রয়োজন ৭০-৮০ ইউনিট রক্ত
- জরুরিভিত্তিতে রক্ত সরবরাহ করতে না পারায় রোগীর পরিজনদের হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে ব্লাড ব্যাংকের কর্মীদের
- স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলিকে রক্তদান শিবির আয়োজনের আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠাবে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ

জীবনযুদ্ধ।। রায়গঞ্জে দিবাকর সাহার তোলা ছবি।

ছিনতাইকারীকে জেরা করে হার উদ্ধার

বালুরঘাট, ৮ অক্টোবর : কিস্তির টাকা জোগাড় করতেই ছিনতাইয়ের কৌশল নিয়েছিলেন এক টোটোচালক। পুলিশের হেপাজতে একথা জানিয়েছেন ধৃত অসীম দাস। ছিনতাইয়ের পর পালানোর সময় কোথায় ছিনতাই করা রুপোর হারটা লুকিয়েছিলেন তা-ও তিনি জানিয়ে দিলে সেই হার উদ্ধার করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

সোমবার বালুরঘাটে বাড়ির সামনেই জাতীয় সড়কে এক তরুণী পায়চারি করছিলেন। তাঁর গলা থেকে হার ছিনতাই করে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন এক টোটোচালক। সে সময় ওই তরুণী বাধা দেওয়ায় তাঁকে লাথি মেরে রাস্তায় ফেলে দেন অভিযুক্ত। পরে ধাওয়া করে সেই ছিনতাইকারীকে মঙ্গলপুর এলাকা থেকে পাকড়াও করেন স্থানীয়রা। মঙ্গলবার বালুরঘাট আদালতের নির্দেশে ধৃতকে একদিনের হেপাজতে নিয়েছিল পুলিশ।

ত্রাণের জন্য পদ্মের অর্থ সংগ্রহ

পুরাতন মালদা, ৮ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের বন্যাদুর্গত মানুষজনদের সাহায্যে এবার পথে নামল পুরাতন মালদা ভারতীয় জনতা পার্টি। মঙ্গলবার রাতে এমন ছবি ধরা পড়ল শহরের পালপাড়া ধানহাটি এলাকায়। এই কাজে দলের নেতা-কর্মীরা অর্থসংগ্রহ অভিযানে অংশ নেন। ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নগর মণ্ডল সভাপতি ও জেলার নেতারা।

বিজেপির পুরাতন মালদা নগর মণ্ডল সভাপতি বাসন্তী রায়ের নেতৃত্বে এদিন দলের কর্মীরা হাতে কৌটো নিয়ে অর্থসংগ্রহের কাজ শুরু করেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে পথচলতি সাধারণ মানুষজনের কাছে গিয়ে তাঁরা সাহায্যের জন্য আবেদন করেন।

এবিষয়ে নগর মণ্ডল সভাপতি বাসন্তী রায় বলেন, 'উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন এই দুর্যোগের ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাঁদের ঘর, ফসল, সর্বস্ব ভেসে গিয়েছে। এই কঠিন সময়ে দুর্গত, অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের প্রধান কর্তব্য। এটাই আমাদের দল এবং দলের কর্মীদের ধর্ম।'

তিনি আরও বললেন, 'উত্তরবঙ্গের সমস্ত দুর্গত মানুষের কাছে আমরা ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিতে চাই। সেই লক্ষ্যে আমরা এই অর্থসংগ্রহ অভিযানে নেমেছি। আমরা জানি, মানুষের সাহায্য ছাড়া এটা সম্ভব নয়। তাই আমরা ভিক্ষা চাইছি, যাতে ওই অসহায় মানুষগুলোর কাছে কিছু সাহায্য পৌঁছোনো যায়। আমরা আশা করি, সাধারণ মানুষ আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে উদার হাতে দান করবেন। এই অর্থসংগ্রহ অভিযান আগামী কয়েকদিন ধরে পুরাতন মালদার বিভিন্ন এলাকায় চলবে।'

বালুরঘাটে স্বাক্ষর সংগ্রহ

বালুরঘাট, ৮ অক্টোবর : সর্বোচ্চ আদালতে কিউরেটিভ পিটিশন দাখিলের জন্য চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকরা স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজ শুরু করলেন বালুরঘাটে। বুধবার দুপুরে বালুরঘাট বিএম হাইস্কুলে জেলার শতাধিক শিক্ষক একত্রিত হয়ে ওই কর্মসূচি নিয়েছিলেন। মূলত যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের তরফে এক জায়গায় জমায়েত হয়ে আইনগত লড়াইয়ের জন্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা। এছাড়াও এদিন আগামীদিনে তাঁদের আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবিতে তাঁরা আগে সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট সেই পিটিশন খারিজ করে দিয়েছিল। এরপর সম্প্রতি এসএসসি পরীক্ষায় ওই যোগ্য শিক্ষকরা অন্য চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই চাকরির পরীক্ষায় অনেকেই পাশ করতে পারবেন না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তাঁরা। তাই তাঁরা এবার কিউরেটিভ পিটিশন দাখিল করতে চলেছেন। এমনই একজন চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক অরূপ দত্ত বলেন, '২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে চাকরি পাওয়া যোগ্য শিক্ষকরা তো দুর্নীতি করেননি। কারা বা কোনও প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি করলে তার শাস্তি আমরা কেন পাব? তাই আমরা সুপ্রিম কোর্টে কিউরেটিভ পিটিশনের জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ করছি।'

গণস্বাক্ষর

রায়গঞ্জ, ৮ অক্টোবর : সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে দেশব্যাপী শুরু হয়েছে 'ভোট চোর, গদি ছোড়' স্লোগানকে সামনে রেখে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি। বুধবার সেই কর্মসূচি পালিত হল রায়গঞ্জ শহরে। এদিন স্টেশন বাজার এলাকায় এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিল জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। প্রচুর সাধারণ মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

কর্মী ছাঁটাই কৃষি যান্ত্রিক দপ্তরে

থালা-বাটি হাতে বিক্ষোভ বালুরঘাটে

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৮ অক্টোবর : তিন মাস ধরে বেতন তো মেলেইনি, উপরন্তু পুজোর ছুটি শুরুর আগেক দিন আর কাজে আসতে হবে না বলে জানিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। ফলে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কৃষি যান্ত্রিক দপ্তরের চুক্তিভিত্তিক ৩০ জন কর্মী পড়েছিলেন চরম বিপাকে। পুজোর ছুটি শেষে বুধবার দপ্তর খুলতেই পরিবার নিয়ে তাঁরা নামলেন আন্দোলনে। পুনর্বহালের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন দপ্তরে। অন্যথায় তাঁরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেবেন বলেও অনেককে হুমকি দিতে দেখা যায়। কর্মচ্যুতদের সাফ কথা, যতক্ষণ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ পুনর্বহাল করবে না, ততক্ষণ আন্দোলন চলবে। বালুরঘাট কৃষি যান্ত্রিক দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পার্থ দে বলছেন, 'কর্মীসংখ্যা অত্যন্ত কম। কর্মীদের ভালো কাজ করার ইতিহাসও আছে। তবে কিছু নিয়মকানুনও রয়েছে। তবে পুনর্বহাল ও আর্থিক বিষয়টি দেখা হচ্ছে। নিয়োগ ও অনুদান সংক্রান্ত কাগজপত্র ও অর্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। আলোচনার মধ্যে দিয়ে সমাধানের চেষ্টা চলছে।'

ইঙ্গিতটা মিলেছিল সেপ্টেম্বরের শুরুতে আট কর্মীর ছাঁটাইয়ের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু উৎসব শুরুর মুখে বাকি ২২ জনকেও যে কাজে আসতে নিষেধ করা হবে, তা ঘুণাক্ষরে টের পাননি তাঁদের কেউই। এমন সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়লেও, পুজোর দিনগুলিতে চুপচাপ ছিলেন তাঁরা। উপায়ও ছিল না অফিস বন্ধ থাকায়। বুধবার অফিস খুলতেই কাজ ফিরে পাওয়ার দাবিতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বিক্ষোভ দেখান কর্মচ্যুতরা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই কর্মচ্যুতরা এদিন হাজির হন বালুরঘাটে থাকা দপ্তরটিতে। তাঁদের অভিযোগ, গত তিন মাস ধরে বেতন দেওয়া হচ্ছে না। তার মধ্যে কাজে আসতে না করা হয়েছে। কিন্তু গত তিন মাসের বেতন কবে এবং কীভাবে দেওয়া হবে, সেই সংক্রান্ত কিছু জানানো হয়নি। আন্দোলনকারী প্রাণেশ দাস বলেন, 'সামান্য রোজগারের ওপর নির্ভর করে সংসার চালাই আমরা। ৩০-৪০ বছর ধরে কাজ করার পর আমরা যাব কোথায়? আমাদের সংসার চলবে কী করে।' বিক্ষোভের মধ্যেই অনেককেই আত্মহত্যার হুমকি দিতে দেখা গিয়েছে। চাকরিচ্যুত এক কর্মীর স্ত্রী মিনতি রায় বলেন, 'তিন মাস ধরে বেতন না মেলায় পুজোয় বাচ্চাদের কিছুই কিনে দিতে পারিনি। মুদির দোকানে বাকি করে সংসার চালাচ্ছি। তবুও আশা করেছিলাম বকেয়া বেতন পাব। কিন্তু পুজোর আগে চাকরি থেকেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন কীভাবে সংসার চলবে বুঝতে পারছি না। আত্মহত্যা ছাড়া আমাদের কোনও উপায় নেই।'

আন্দোলনকে সমর্থন জুগিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি নেতৃত্ব। সংগঠনের তরফে চন্দন সরকার বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মোতাবেক কাউকে পেটে লাথি মেরে ছুড়ে ফেলা যাবে না। তাই যতক্ষণ না শ্রমিকদের পুনর্বহাল করা হচ্ছে ও আর্থিক ক্ষতিপূরণ মিলছে, ততক্ষণ আন্দোলন চলবে। প্রয়োজনে অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেবেন আন্দোলনকারীরা।' জানা গিয়েছে, সঠিক নিয়োগপত্র না থাকায় এতদিন তাঁদের বেতন অফিসের রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল থেকে দেওয়া হচ্ছিল। বারবার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও, সমস্যার সমাধান হয়নি। যে কারণে কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেয় কৃষি যান্ত্রিক দপ্তর কর্তৃপক্ষ।

উঠছে প্রশ্ন

- সেপ্টেম্বরের শুরুতে ছাঁটাই করা হয় ৮ জন কর্মীকে, পুজোর ছুটির শুরুতে ২২ জনকে
- জেলা কৃষি যান্ত্রিক দপ্তরে বিক্ষোভ ছাঁটাই হওয়া ৩০ জন কর্মীর, শামিল পরিবারের সদস্যরা
- সঠিক নিয়োগপত্র না থাকায় বেতন দিতে সমস্যা, ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের
- ৩০-৪০ বছর ধরে কাজ করার পরেও কেন নিয়োগ সংক্রান্ত ত্রুটি সংশোধন হয়নি, এনিয়ে উঠছে প্রশ্ন

সাহায্যের লক্ষ্যে

রায়গঞ্জ, ৮ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের বন্যাপীড়িত মানুষের সাহায্যার্থে এগিয়ে এল ছাত্র সংগঠন ডিএসও। সংগঠনের তরফে এদিন রায়গঞ্জ শহরের রাস্তায় অর্থসংগ্রহ করা হয়। সংগঠনের জেলা সম্পাদক শ্যামল দত্ত বলেন, 'বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে অর্থসংগ্রহ করা হয়েছে।'

প্রতি রবিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায়
নতুন ইনিংস

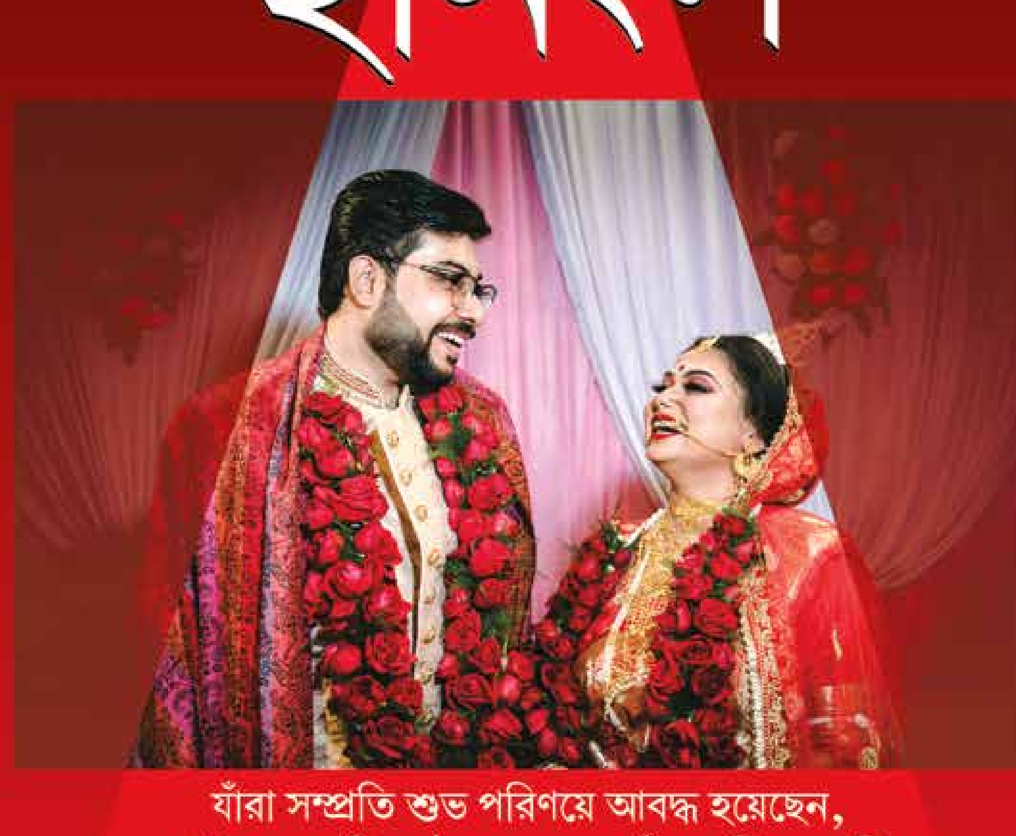

যাঁরা সম্প্রতি শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছেন,
সেইসব দম্পতি পাঠাতে পারেন তাঁদের বিয়ের ছবি।
সপ্তাহের সেরা ছবি প্রকাশিত হবে নতুন ইনিংস বিভাগে।
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
আপনার জীবনসঙ্গী
ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাবেন ঃ
• দম্পতির পুরো নাম, ঠিকানা এবং যোগাযোগের নম্বর।
• বিয়ের আমন্ত্রণপত্রের একটি কপি।
• উত্তরবঙ্গ সংবাদে ছবি প্রকাশের সম্মতিপত্র।
ইমেলঃ ubs.weddings@gmail.com

বৃষ্টিতে জল থইথই টাউন স্টেশন

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৮ অক্টোবর : একপশলা বৃষ্টিতেই জল থইথই অবস্থা মালদা টাউন স্টেশনের। পরিস্থিতি এমনই যে শৌচালয়ের পাশ দিয়ে নোংরা জলকাদা পেরিয়ে টিকিট কাউন্টারে পৌঁছোতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মালদা টাউন স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে গিয়েও নাজেহাল হতে হচ্ছে যাত্রীদের। অথচ এই স্টেশনটি অমৃত ভারত স্টেশনের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘটা করে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে কেন এই অবস্থা, সেই প্রশ্নের জবাব সরাসরি দিতে নারাজ স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তারা। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্তার বক্তব্য, 'অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের কাজ এখনও শেষ হয়নি। কাজ হয়ে গেলে আর সমস্যা থাকবে না।'

বুধবার ভোর থেকেই মালদায় বৃষ্টি শুরু হয়। কখনও ঝিরঝিরে, কখনও একটু বেশি। মাঝেমধ্যে থেমে থেমে বৃষ্টি হতে থাকে। ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ আচমকা বৃষ্টি শুরু হয়। মুহূর্তে স্টেশন চত্বরে জল জমে যায়। সামান্য বৃষ্টিতেই টিকিট কাউন্টারের সামনে জল জমে যায়। নর্দমা আর বৃষ্টির জল মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সেসময়ে ট্রেন ধরতে আসা যাত্রীরা বিপাকে পড়েন।

এদিন মালদা টাউন স্টেশন থেকে হাওড়াগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ধরতে এসেছিলেন মানবেন্দ্র দে। বৃষ্টির মধ্যে পড়ে নাকাল হতে হয় তাঁকেও। জল পেরিয়ে স্টেশনে ঢুকে রীতিমতো গজগজ করছিলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, 'নোংরা জলের মধ্যে দিয়ে পারাপার করতে গা ঘিনঘিন করে উঠেছিল। কিন্তু করার কিছু নেই। ওই অবস্থাতেই টিকিট কেটে কোনওরকমে ট্রেন ধরেছি।'

বুধবার ভোরে পিপারিয়া যাওয়ার জন্য লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস ধরতে মালদা টাউন স্টেশনে এসেছিলেন মহুয়া আগরওয়াল। তিনি জানালেন, 'ওই জমা জল পার হতে টোটোওয়ালা অতিরিক্ত টাকা চাইছিল। কী করব বলুন? বাড়তি টাকা গুনতে হল। কিন্তু এটুকু বৃষ্টি হলেই যদি এভাবে স্টেশন চত্বর জলে ভরে যায়, তাহলে আর বলার কী আছে!'

মালদা টাউন স্টেশনে প্রতিদিনই ভোরে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ধরার জন্য যাত্রীদের ভিড় হয়। টিকিট কাউন্টারের সামনে পড়ে লম্বা লাইন। বুধবার ভোরে দেখা গেল টিকিট কাটার লম্বা লাইন। টিকিট কাটতে এসে অনেকেই সেই নোংরা জলের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে যাত্রীরা দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি তুলেছেন।

জল পেরিয়ে টিকিট কাউন্টারে যেতে হচ্ছে যাত্রীদের। মালদা।

জুবিনের মৃত্যুতে গ্রেপ্তার পুলিশ ভাই

গুয়াহাটি, ৮ অক্টোবর : অসমিয়া গায়ক জুবিন গর্গের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় নতুন মোড়। তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও অসম পুলিশ সার্ভিসের অফিসার সন্দীপন গর্গকে বুধবার গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি। জুবিন-মৃত্যু মামলায় এটি পঞ্চম গ্রেপ্তার।

সন্দীপন জুবিনের সঙ্গে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন শুধু তা-ই নয়, যে প্রমোদতরীতে (ইয়ট) থাকাকালীন গায়ক মারা যান, সেখানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। সিআইডি গত কয়েকদিন ধরে তাঁকে জেরা করছিল। অবশেষে পর্যাপ্ত

একফ্রেমে সন্দীপন, জুবিন। -ফাইলচিত্র

তথ্য পাওয়ার পর তাঁকে হেপাজতে নেওয়া হয়। বুধবার তাঁকে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের (সিজেএম) আদালতে তোলা হলে সাতদিনের পুলিশি হেপাজতে পাঠানো হয়।

৫২ বছর বয়সি জুবিন বলিউড ও অসমিয়া সংগীত জগতে জনপ্রিয় নাম ছিলেন। গত ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে একটি দ্বীপের কাছে নৌকাবিহারে বেরিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি সেখানে গিয়েছিলেন 'নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যাল'-এ অংশ নিতে।

এগিয়ে এয়ারবাস

প্যারিস, ৮ অক্টোবর : বিমান নির্মাণ শিল্পের দীর্ঘ চার দশকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইউরোপীয় সংস্থা এয়ারবাস একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক ছুঁয়েছে। তাদের এ৩২০ জেট বিমানটি মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বী বোয়িং-এর ৭৩৭ মডেলকে টপকে বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সরবরাহকৃত জেটলাইনারের খেতাব অর্জন করেছে।

এই সপ্তাহে সৌদি উড়ান সংস্থা ফ্লাইনাস-কে একটি এ৩২০ জেট সরবরাহের মাধ্যমেই রেকর্ডটি ভাঙে। ইউকে-ভিত্তিক পরামর্শদাতা সংস্থা সিরিয়ামের তথ্য অনুসারে, ১৯৮৮ সালে পরিষেবা শুরু করার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ১২,২৬০টি এ৩২০ জেট সরবরাহ করা হয়েছে।

এয়ারবাসের এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি ছিল ১৯৮৪ সালে তাদের এ৩২০ মডেলে প্রথমবারের মতো 'ফ্লাই-বাই-ওয়্যার' কন্ট্রোল সিস্টেম চালু করার সাহসী সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে, দীর্ঘকাল ধরে বোয়িং ৭৩৭ মডেলটি বিক্রির শীর্ষে থাকলেও সাম্প্রতিক কালে দু'টি মারাত্মক দুর্ঘটনার পর বহু দেশে ৭৩৭ ম্যাক্স ফ্লিট বসিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ক্ষতি হয়েছে তাদের ব্যবসার।

নিখোঁজ ২ অগ্নিবীর

শ্রীনগর, ৮ অক্টোবর : জম্মু ও কাশ্মীরে সেনার বিশেষ বাহিনীর দুই কমান্ডো সোমবার থেকে নিখোঁজ। দু'জনেই অগ্নিবীর। কিস্তওয়ার ও অনন্তনাগ জেলার ঘন জঙ্গলের মধ্যবর্তী অংশে গিয়েছিলেন তাঁরা। জায়গাটি দুর্গম। তাঁদের খুঁজে পেতে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে নিরাপত্তাবাহিনী। সেনার বিভিন্ন ইউনিটকে নামানো হয়েছে। খোঁজা হচ্ছে তন্ন তন্ন করে। আকাশপথে চলছে হেলিকপ্টার। এবিষয়ে বিস্তারিত খবর না পাওয়া গেলেও তল্লাশি অভিযানে যুক্ত বাহিনীর একটি সূত্র দু'জনের নিখোঁজ হওয়ার পিছনে জঙ্গিদের জড়িত থাকার বিষয়টি উড়িয়ে দিয়েছে।

লুক আউট নোটিশ

লখনউ, ৮ অক্টোবর : কোটি কোটি টাকার প্রতারণা মামলায় বিশিষ্ট হেয়ার স্টাইলিস্ট জাভেদ হাবিব ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করল সম্ভাল পুলিশ। তাঁর ছেলে এবং অন্য আরও তিনজনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে ২০টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। সম্ভালের পুলিশ সুপার কেকে বিষ্ণোই বলেন, 'অপরাধ এবং অপরাধীদের দৌরাত্ম্য কমাতে প্রতারক জাভেদ হাবিব, তাঁর ছেলে এবং আরও তিনজনের বিরুদ্ধে মোট ২০টি মামলা রুজু করা হয়েছে। তাঁরা ৫-৭ লক্ষ টাকা নগদ হাতিয়ে মানুষকে লগ্নি করার জন্য প্রলোভন দেখাতেন।'

মৃত বেড়ে ১৬

সিমলা, ৮ অক্টোবর : হিমাচলপ্রদেশে ভয়াবহ ভূমিধসে একটি বেসরকারি বাস চাপা পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৬। মঙ্গলবার পর্যন্ত সংখ্যাটি ছিল ১৫। বুধবার সকালে আরও একজনের দেহ ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার হয়েছে।

জলে নেবো না আর থই পাবে না... স্বর্ণমন্দিরের সরোবরে অবগাহন। বুধবার অমৃতসরে।

অণুর ঘরের নকশায় নোবেল ৩ বিজ্ঞানীর

স্টকহোম, ৮ অক্টোবর : ২০২৫ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন জাপানের সুসুমু কিতাগাওয়া, অস্ট্রেলিয়ার রিচার্ড রবসন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওমর এম ইয়াগি। তাঁরা ধাতু ও জৈব যৌগের মিলনে তৈরি নতুন উপাদান 'মেটাল-অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্কস' (এমওএফ) আবিষ্কারের জন্য এই সম্মান পেয়েছেন।

এই উপাদান এমনভাবে গঠিত যে অণুগুলির মাঝে ফাঁকা জায়গা বা 'ঘর' থাকে, যার ভিতর দিয়ে গ্যাস ও রাসায়নিক পদার্থ প্রবাহিত হতে পারে। এই কাঠামো দিয়ে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড আটকানো, ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ (যেমন, পার- এবং পলিফ্লুরোঅ্যালকাইল পদার্থ, সংক্ষেপে পিএফএএস) শোষণ করা কিংবা প্লাস্টিক দূষণ কমানো সম্ভব হতে পারে।

তিন বিজ্ঞানীর এই গবেষণাকে 'অণুর স্থাপত্য' বলে বর্ণনা করেছে সুইডিশ নোবেল কমিটি। কমিটির চেয়ারম্যান হেইনার লিঙ্কে বলেন, 'মেটাল-অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক আমাদের কল্পনার বাইরের নতুন নতুন উপাদান তৈরির সুযোগ এনে দিয়েছে। আজ এই ফ্রেমওয়ার্ক প্রযুক্তি পরিবেশ সংরক্ষণ থেকে শুরু করে টেকসই জ্বালানি উন্নয়নের ক্ষেত্রেও নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।' অন্যদিকে, এই গবেষণা ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

পুরস্কারপ্রাপ্তির খবরে স্বভাবতই খুশি অন্যতম বিজ্ঞানী কিতাগাওয়া বলেন, 'আমি গভীরভাবে সম্মানিত ও আনন্দিত।'

সুসুমু কিতাগাওয়া রিচার্ড রবসন ওমর এম ইয়াগি।

বুধবার নভি মুম্বই বিমানবন্দরের প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী।

২৬/১১ নিয়ে নমো নিশানায় কংগ্রেস

মুম্বই, ৮ অক্টোবর : ২৬/১১ মুম্বই হামলা নিয়ে কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে চিদম্বরম দাবি করেছিলেন, মুম্বই হামলার পর তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ইউপিএ সরকার আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা থেকে পিছু হটেছিল। সেই প্রসঙ্গ তুলে মোদি বুধবার নবি মুম্বই বিমানবন্দরের উদ্বোধনে গিয়ে বলেন, 'একজন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা যিনি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও ছিলেন, সম্প্রতি দাবি করেছেন, ভারতের সশস্ত্র বাহিনী ২৬/১১-র পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল। দেশও একই জিনিস চেয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস নেতার কথা যদি মেনে নিতে হয় তাহলে সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানা থেকে বাহিনীকে বাধা দিয়েছিল। কারণ অন্য একটি দেশের চাপ ছিল।'

নমোর তোপ, 'আন্তর্জাতিক চাপের মুখে কে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেটা কংগ্রেসকে জানাতে হবে। কংগ্রেসের দুর্বলতা সন্ত্রাসবাদীদের শক্তিশালী করেছিল এবং ভারতের নিরাপত্তাকে দুর্বল করেছিল। জীবনহানির মাধ্যমে বারবার ভারতকে এর মূল্য চোকাতে হয়েছে।' সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার অপারেশন সিঁদুর থামানোর কৃতিত্ব দাবি করেছিলেন। কিন্তু অপারেশন সিঁদুর মার্কিন চাপে থামেনি বলে পালটা দাবিও করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর জন্য মোদিকে 'নরেন্দর, সারেন্ডার' কটাক্ষও করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। কিন্তু সেই কটাক্ষ দূরে সরিয়ে মোদি এদিন বলেন, 'এখনকার ভারত পাকিস্তানের ঘরে ঢুকে মারে।' অপারেশন সিঁদুরের ভূয়সী প্রশংসাও শোনা যায় তাঁর মুখে।

দাগি-তালিকা অস্পষ্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনেই স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নিয়েছে। এবার ফল প্রকাশের প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি জানায়, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশ করা হবে নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল। পাশাপাশি, দাগিদের তালিকা নিয়ে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি এনভি অঞ্জরিয়ার বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, 'তালিকা অস্পষ্ট। বিষয়ভিত্তিক ও সংরক্ষণভিত্তিকভাবে বিস্তারিত তথ্য সহ দাগি অযোগ্যদের নতুন করে তালিকা প্রকাশ করতে হবে।'

এসএসসির পক্ষে এদিন আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কপিল সিবাল। তাঁদের দাবি, অযোগ্যদের তালিকায় সকলের নামই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আদালতের পর্যবেক্ষণ, তাতে যথেষ্ট স্বচ্ছতা নেই। বেঞ্চের মন্তব্য, 'কোনও গোপনীয়তা রাখবেন না। বিস্তারিত ভাবে তালিকা প্রকাশ করুন, নয়তো আবার জটিলতা তৈরি হবে। কেউ নতুন করে আদালতের দ্বারস্থ হবেন।'

মালয়ালম মেগাস্টারের বাড়িতে ইডি

তিরুবনন্তপুরম, ৮ অক্টোবর : মালয়ালম চলচ্চিত্র জগতের কিংবদন্তি অভিনেতা মামুট্টি ও তাঁর একাধিক আত্মীয়ের বাড়ি, অফিস এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে বুধবার হানা দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কেরল ও তামিলনাডু মিলিয়ে মোট ১৭টি জায়গায় অভিযান চালিয়েছেন ইডি আধিকারিকরা। কোয়েম্বাটোর ভিত্তিক একটি বিলাসবহুল গাড়ি পাচার চক্রের সূত্র ধরে হয়েছে ইডির এদিনের তল্লাশি অভিযান। কেন্দ্রীয়

বিপাকে মামুট্টি

গোয়েন্দাদের সন্দেহ, কর ফাঁকি দিয়ে বিদেশ থেকে বহু দামি গাড়ি আমদানি করা হয়। এভাবে বেশ কয়েকটি বিলাসবহুল গাড়ি কিনেছেন মামুট্টি ও তাঁর ঘনিষ্ঠরা। যদিও দক্ষিণী অভিনেতার দপ্তর থেকে যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। ইডির সূত্র জানিয়েছে, তদন্তের পোশাকি নাম 'অপারেশন নুমখোর'। ভুটানি ভাষায় নুমখোর কথার অর্থ গাড়ি। ২৩ সেপ্টেম্বর কোচি থেকে ৩৭টি দামি বিদেশি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছিল শুল্ক দপ্তর। ভুটান থেকে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে গাড়িগুলি কেরলে আনা হয়েছিল। ওইসব গাড়ির কয়েকটির মালিক মালয়ালম সুপারস্টারের ঘনিষ্ঠরা।

দরকারে আমি যাব, হুমকি বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর

ত্রিপুরায় বাধা তৃণমূলকে

আগরতলা ও কলকাতা, ৮ অক্টোবর : নাগরাকাটায় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শংকর ঘোষের ওপর আক্রমণের পর মঙ্গলবার ত্রিপুরার আগরতলায় তৃণমূলের সদর দপ্তরে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে বুধবারই তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেবের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের প্রতিনিধিদল আগরতলায় গেলে বিমানবন্দরেই তাঁদের আটকে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এমনকি হুমকি দিয়ে তাঁদের গাড়ি চালকদেরও আসতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। এই ঘটনার খবর কলকাতায় পৌঁছোনো মাত্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার হুঁশিয়ারি, 'আমি এবার ত্রিপুরায় যাব। দেখব কার কত ক্ষমতা।' এদিন ত্রিপুরায় রাজ্য পুলিশের ডিজির সঙ্গেও দেখা করেন তৃণমূলের পরিষদীয় দল।

এদিন সকালেই সাংসদ সুস্মিতা দেব, প্রতিমা মণ্ডল, সায়নী ঘোষ, রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ও সুদীপ রাহা আগরতলায় পৌঁছোন।

আগরতলা বিমানবন্দরের বাইরে তৃণমূলের ধর্না। বুধবার।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে, এই আশঙ্কার কথা জানিয়ে বিমানবন্দরেই তাঁদের আটকে দেওয়া হয়। বিমানবন্দরের বাইরে দীর্ঘক্ষণ তাঁরা ধর্না দেন। এরপর তাঁরা তৃণমূলের রাজ্য অফিসে যান। রাজ্য পুলিশের ডিজির সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে চিঠি দেন সুস্মিতা। সুস্মিতা দেব বলেন, 'যেভাবে আমাদের পার্টি অফিসে ভাঙচুর করা হয়েছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা বিমানবন্দরে আসার পর ট্যাক্সিচালকদের ভয় দেখানো হয়েছে। তাই তাঁরা আমাদের নিতে আসেননি। আমাদের দলের কর্মীরা বাইক নিয়ে আসার চেষ্টা করলেও তাঁদের বাধা দিয়েছে পুলিশ।'

এদিন রাজ্য পুলিশের ডিজির সঙ্গেও দেখা করেন তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। ভাঙচুরের ঘটনায় অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানান তাঁরা। তবে তৃণমূলকে বাধা দেওয়ার প্রসঙ্গে ক্ষুব্ধ মমতা বলেন, 'আমাদের প্রতিনিধিদলকে বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয়েছে। কর্মীদের বাইকেও সেখানে পৌঁছোতে দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে যেখানে খুশি হেঁটে যেতে। এবার আমি হেঁটে যাব। দেখব কত স্পর্ধা।' মমতা বলেন, 'শুধু এখন নয়, এর আগে অভিষেকের গাড়িতেও হামলা চালানো হয়েছিল। দোলা সেন, সুস্মিতা দেবের গাড়িতে হামলা হয়েছিল। ডাবল ইঞ্জিন সরকার হলে কি সব মাফ?' এদিন সকালে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'বিজেপি তৃণমূলকে ভয় পেয়েছে। তাই তারা আমাদের কর্মীদের বাধা দিয়েছে। কিন্তু তৃণমূল কোথাও মাথা নত করেনি, করবেও না।'

> আমাদের প্রতিনিধিদলকে বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয়েছে। কর্মীদের বাইকেও সেখানে পৌঁছোতে দেওয়া হয়নি।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

ঔরঙ্গজেব বিতর্কে হাওয়া

ইসলামাবাদ, ৮ অক্টোবর : ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার একমাত্র কারিগর মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব। তিনি সিংহাসনে বসার আগে নাকি ভারত ঐক্যবদ্ধ ছিল না। এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই দাবি করেছেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ।

তিনি বলেন, 'ভারত কখনোই কোনও ঐক্যবদ্ধ দেশ ছিল না। পাকিস্তানের বিভিন্ন ঘরোয়া সমস্যা, সংকট ও বিবাদ রয়েছে। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গোটা দেশ সবসময় একজোট থাকে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে ভারত কখনও ঐক্যবদ্ধ ছিল না। আজও নয়। একমাত্র ঔরঙ্গজেবের আমলেই দেশে কিছুটা ঐক্য ছিল।' পাক মন্ত্রীর আরও দাবি, 'আমি দু-দেশের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির পক্ষপাতী নই। তবে যুদ্ধের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যদি সত্যিই যুদ্ধ হয় তাহলে আমরা আগের চেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করব।'

দিল্লি-কলকাতা সড়কে যানজট

পাটনা, ৮ অক্টোবর : বিহারের রোহতাস জেলায় টানা বৃষ্টিতে দিল্লি-কলকাতা জাতীয় সড়ক (এনএইচ-১৯)-এ ভয়াবহ যানজট তৈরি হয়েছে। অন্তত চারদিন ধরে রাস্তার ওপর ন যযৌ হয়ে রয়েছে শতাধিক লরি ও গাড়ি। জলজমা

ও গর্তে ভরা রাস্তায় গাড়ি পিছলে দুর্ঘটনাও ঘটেছে। রোহতাস থেকে এই যানজট এখন অওরঙ্গাবাদ পর্যন্ত ছড়িয়েছে। অনেক চালক জানিয়েছেন, ২৪ ঘণ্টায় মাত্র পাঁচ কিলোমিটার এগোতে পেরেছেন। তাঁদের দুর্ভোগ বেড়েছে খাবার ও জলের অভাবে। পচনশীল পণ্যবাহী ট্রাক, অ্যাম্বুল্যান্স ও পর্যটকবাহী গাড়িও আটকে আছে। অথচ প্রশাসন বা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই।

টাটা ট্রাস্টে ঝামেলা মেটাতে সক্রিয় কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : রতন টাটার মৃত্যুর পর টাটা ট্রাস্টের অন্দরে নেতৃত্বের টানাপোড়েন ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে দ্বন্দ্ব মেটাতে সক্রিয় হতে হয়েছে কেন্দ্রকে। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে টাটা ট্রাস্ট এবং টাটা সন্সের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। দিল্লিতে এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলা ওই বৈঠকে টাটা গোষ্ঠীর তরফে হাজির ছিলেন টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান তথা প্রয়াত রতন টাটার সৎ ভাই নোয়েল টাটা, ভাইস চেয়ারম্যান ভেনু শ্রীনিবাসন, টাটা সন্সের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরন ও ট্রাস্টি দারায়ুস খাম্বাটা।

সেখানে টাটা গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনে রাশ টানার পক্ষে সওয়াল করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। শা ও সীতারামনের সঙ্গে বৈঠক সেরে নিজেদের মধ্যে আলাদা করে আলোচনায় বসে ছিলেন টাটা গোষ্ঠীর পরিচালকরা। তবে কোনও বৈঠক নিয়েই সরকার বা টাটা, কারও তরফে কিছু জানানো হয়নি। সূত্রটি জানিয়েছে, টাটা ট্রাস্টে ট্রাস্টির সংখ্যা ৭। রতন টাটার মৃত্যুর পর ট্রাস্টের অন্দরে ২টি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। একদিকে রয়েছেন নোয়েল টাটা, ভেনু শ্রীনিবাসন ও বিজয় সিং।

দিল্লিতে বৈঠক

অন্যদিকে আছেন দারায়ুস খাম্বাটা, জেহাঙ্গির এইচসি জেহাঙ্গির, প্রমিত জাভেরি ও মেহলি মিস্ত্রি।

নোয়েল টাটা চেয়ারম্যান হলেও ট্রাস্টি বোর্ডে তিনি সংখ্যালঘু। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন দারায়ুস খাম্বাটা এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ ট্রাস্টিরা। তাঁরাই বোর্ড মিটিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পরীক্ষা করছেন। স্বাধীন ডিরেক্টরদের নিয়োগও হচ্ছে ৪ ট্রাস্টির মতামতের ভিত্তিতে। যার জেরে ট্রাস্টি বোর্ডে কার্যত কোণঠাসা অবস্থা নোয়েল টাটার। ট্রাস্টের এই টানাপোড়েন টাটা সন্সেও প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। কারণ, টাটা ট্রাস্টের ৬৬ শতাংশ অংশীদারি রয়েছে টাটা সন্সের কাছে। আবার টাটা সন্সের মাধ্যমে পরিচালিত হয় টাটা গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্থা। এই অশান্তি যাতে ওইসব সংস্থার ওপর না পড়ে তা নিশ্চিত করতে চাইছে কেন্দ্র।

সরকারি সক্রিয়তার পর বিরোধ কেটে যাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী সংশ্লিষ্ট মহল। তবে টাটা ট্রাস্টের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব টাটা গোষ্ঠীর সংস্থাগুলির অগ্রগতিতে ছায়া ফেলতে পারেনি। গত কয়েকদিন ধরে টানা বেড়েছে টাটা সন্স সহ গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্থার শেয়ারের দাম। গত বছর ৯ অক্টোবর প্রয়াত হন টাটা গোষ্ঠীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান রতন টাটা। বৃহস্পতিবার তাঁর স্মরণে মুম্বইয়ে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে টাটা ট্রাস্টের দুই যুযুধান গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা দিতে পারে বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা।

দুটি আসনে লড়বেন তেজস্বী

পাটনা, ৮ অক্টোবর : আসন্ন বিধানসভা ভোটে দুটি আসনে লড়তে চলেছেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। সূত্রের খবর, দু'টি আসনের মধ্যে একটি হল, যদু বংশের দুর্গ বলে পরিচিত রাঘোপুর। অন্যটি হল, মধুবনির ফুলপরস আসন। ওই আসনের বর্তমান বিধায়ক হলেন জেডিইউয়ের শীলা কুমারী। গতবার কংগ্রেসের কৃপানাথ পাঠককে প্রায় ১১ হাজার ভোটে পরাজিত করেছিলেন তিনি। ২০১০ সাল থেকে ওই আসনটি জেডিইউয়ের হাতে রয়েছে। অপরদিকে রাঘোপুর আসনে অতীতে আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব এবং তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী জিতেছিলেন। ২০১৫ থেকে ওই আসনের বিধায়ক তেজস্বী। এবার রাঘোপুর নিয়ে রাজনৈতিক মহলের চর্চা বেড়েছে অন্য কারণে। বিহারের রাজনীতিতে নবাগত জন সুরাজ পার্টির সুপ্রিমো প্রশান্ত কিশোর তথা পিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তিনি ওই আসনে প্রার্থী হতে পারেন। সেক্ষেত্রে রাঘোপুর আসনে কাঁটে কা টক্কর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে এলজেপি (রামবিলাস) নেতা চিরাগ পাসোয়ান এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতনরাম মাঝির হামের সঙ্গে জন সুরাজের যে জোট জল্পনা চলছে তা খারিজ করে দিয়েছেন পিকে। তিনি বলেন, 'বিহারের মানুষের সঙ্গেই আমাদের জোট হয়েছে। জন সুরাজ কোনও দল বা নেতার সঙ্গে কোনওপ্রকার জোট করবে না। আমরা নিজেদের ক্ষমতায় বিহারের ২৪৩টি আসনে প্রার্থী দেব।'

আত্মবিশ্বাসী ওয়াংচুক-পত্নী

যোধপুর, ৮ অক্টোবর : রাজস্থানের যোধপুর জেলে লাদাখের পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে বুধবার দেখা করেন তাঁর আইনি পরামর্শদাতা রিতম খারে। এর কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমো জানান, গ্রেপ্তারির পর সোনম ওয়াংচুক নিজের লক্ষ্যের প্রতি অনেক বেশি অবিচল। লাদাখের রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তিনি। গীতাঞ্জলির দাবি, সরকার আইনি পদক্ষেপ করলেও সোনমের 'আত্মা অটল' রয়েছে। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'সোনমের গ্রেপ্তারির নির্দেশকে আমরা চ্যালেঞ্জ করব। তাঁর মনোবল অটুট রয়েছে। তিনি প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যাপারে অটল। তিনি সমর্থনের জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।'

কাফ সিরাপের নিষিদ্ধ বস্তুই কেড়েছে প্রাণ

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : মধ্যপ্রদেশে কাশির ওষুধ খেয়ে ২০টি শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা 'কোল্ডরিফ' কাফ সিরাপে এমন উপাদান পাওয়া গিয়েছে, যা চার বছরের নীচে শিশুদের জন্য দু'বছর আগেই নিষিদ্ধ হয়েছিল। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (সিডিএসসিও) এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল বলে সংবাদমাধ্যমের হাতে আসা নথি থেকে জানা গিয়েছে।

'কোল্ডরিফ' সিরাপে রয়েছে ক্লোরোফেনিরামিন মেলিয়েট, প্যারাসিটামল ও ফিনাইলেফ্রিন— যেগুলি সাধারণত সর্দি-কাশির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। তবে সরকার জানিয়েছিল, এই উপাদানগুলির নির্দিষ্ট যৌথ মাত্রা (ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশন) চার বছরের কম বয়সি শিশুদের জন্য বিপজ্জনক এবং এর ব্যবহার নিষিদ্ধ। ওষুধের লেবেলে সতর্কবার্তা যোগ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বেশিরভাগ ওষুধ কোম্পানি সেই নির্দেশ মানেনি, রাজ্য সরকারগুলিও কোনও

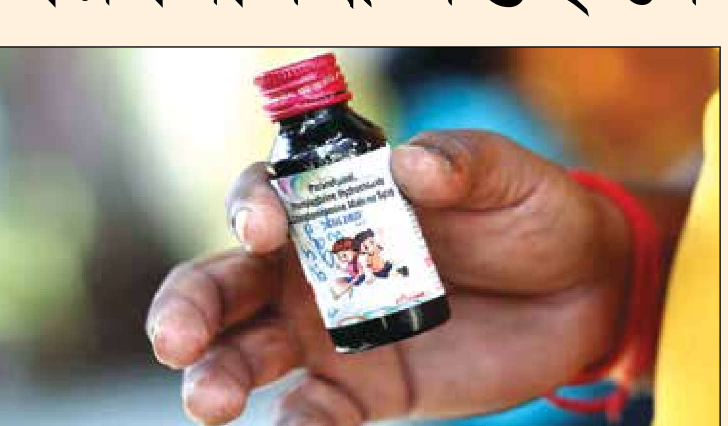

সচেতনতামূলক অভিযান চালায়নি।

তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমের শ্রীসান ফার্মাসিউটিক্যালসের তৈরি এই কাফ সিরাপে আরও মারাত্মক সমস্যা ধরা পড়েছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, সিরাপটিতে ডাই-ইথিলিন গ্লাইকোল (ডিইজি) নামের বিষাক্ত পদার্থ ৪৮.৬ শতাংশ পর্যন্ত রয়েছে, যা মানুষের কিডনি, লিভার ও স্নায়ুতন্ত্রে ভয়াবহ ক্ষতি করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) আগেই সতর্ক করেছিল, ডিগ বা ইথিলিন গ্লাইকোল-মিশ্রিত দূষিত সিরাপ থেকে বিশ্বের নানা দেশে শতাধিক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ২০২২ সালে গাম্বিয়ায় এমনই ঘটেছিল।

ভারতে বর্তমানে ৫,৩০৮টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ওষুধ কোম্পানির মধ্যে মাত্র ৩,৮৩৮টি হু-জিএমপি মানের ছাড়পত্র পেয়েছে। বাকিরা এখনও তা পায়নি। শ্রীসান ফার্মাও সেই তালিকায় ছিল—তাদের কারখানা থেকে অনুমোদনবিহীন বিষাক্ত রাসায়নিকও উদ্ধার হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় তদন্তে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, সিরাপ কেলেঙ্কারিতে এক 'সরকারি চিকিৎসককে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে' বলে অভিযোগ করেছে 'ফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন'। সংগঠনের প্রধান রোহন কৃষ্ণান বলেন, অনুমোদন দেওয়া কর্মকর্তাদেরও দায় নিতে হবে। তিনি জানান, নিষিদ্ধ ওষুধ সহজে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে, অথচ সরকার সচেতনতা বাড়াতে ব্যর্থ হয়েছে।

আজ ডু অর ডাই ম্যাচ ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবর : এখন না হলে এবার আর নয়।

সিঙ্গাপুর ম্যাচের আগে ভারতীয় দলের অবস্থান ঠিক এরকমই। বৃহস্পতিবার জিততে না পারলে ২০২৭ সালের এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন অঙ্কের হিসাবে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সিঙ্গাপুর জিতলে এমনিতেই তাদের সঙ্গে ছয় পয়েন্টের পার্থক্য হয়ে যাবে ভারতের। ড্র করলেও অনেক 'যদি' 'কিন্তু'-র উপর নির্ভর করতে হবে। প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে ড্র ও হংকংয়ের কাছে হারে ভারত এখন খাদের কিনারে। সেই সময়কার কোচ মানোলো মার্কুয়েজ রোকার তৈরি করে যাওয়া এই পরিস্থিতি থেকে বের করে আনার দায়িত্ব এখন খালিদ জামিলের কাঁধে। তিনি যদি পারেন এই কঠিন হার্ডল পার করে ফেলতে তাহলে নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসে তাঁর নাম জ্বলজ্বল করবে চিরকালের মতো। আর না হলে ফের নতুন করে শুরু করতে হবে ভারতীয় ফুটবল দলকে। এরকম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগেও অবশ্য কোনও সময়েই খালিদ নিজের পছন্দের সব ফুটবলারকে পুরো সময় শিবিরে পাননি ক্লাবগুলির অসহযোগিতার জন্য। তার পরেও অবশ্য এদিন এদেশের টালমাটাল ফুটবল মরশুমের মতো অস্বস্তিকর প্রশ্নের জবাব তাঁকেই দিতে হল। খালিদ অবশ্য দিব্যি সেসব এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'আমরা তো কাফা নেশনস কাপে খেলে এলাম। যা আমাদের কাজে লাগবে। তাছাড়া ফুটবলাররা সবাই পেশাদার। জানে এই ম্যাচটার কী গুরুত্ব। তবে এই ম্যাচটা খুবই কঠিন। ভালো ভালো ফুটবলার ও কোচ আছেন ওদের দলে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।'

প্রতিপক্ষ সিঙ্গাপুর চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে। আগের দুই ম্যাচেই কোচ ছিলেন সুতোমা ওগুরা। তিনি জাপানে ফিরে যাওয়ার পর গাভিন লি অন্তর্বর্তী কোচের দায়িত্বে আসার পর দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলে সিঙ্গাপুর একটাও জেতেনি। তাই এই ম্যাচ জিততে মরিয়া তাঁরাও। যদিও বৃহস্পতিবার জিততে পারলে চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে আবার ফিরে আসার সম্ভাবনা তৈরি হবে ভারতের। হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচের সময়ে কাই তাক স্টেডিয়াম যেমন পুরো ভরা ছিল, এখানে ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে প্রচুর অবিক্রীত টিকিট রয়েছে এখনও। স্থানীয় মানুষ কম এলে চাপ কমবে। খালিদ অবশ্য প্রবাসী ভারতীয়দের মাঠে আসার আহ্বান জানিয়ে রাখলেন, 'সিঙ্গাপুরে প্রচুর ভারতীয় থাকেন। দয়া করে আপনারা মাঠে এসে আমাদের উৎসাহ দিন।'

কাফাতে না থাকলেও এই ম্যাচে আছেন সুনীল ছেত্রী। তাঁকে নিশ্চিতভাবেই কিছু সময় ব্যবহার করবেন কোচ। এছাড়া লিস্টন কোলাসো ও ছাঙ্গতে আক্রমণে বড় অস্ত্র হতে পারেন ভারতের। ডিফেন্সে সন্দেশের চোট সারিয়ে ফেরা ও গোলে গুরপ্রীত সিং সান্ধুর উপস্থিতি বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে বাকিদের। খালিদ জানান, তিন সিনিয়ারই ৯০ মিনিট খেলার মতো ফিট। কাফায় উপরের দিকে থাকা দলগুলির মতো ক্রমতালিকার নীচের দলের বিরুদ্ধেও রুদ্ধশ্বাস পারফরমেন্স ব্লু টাইগার্সরা উপহার দিতে পারেন কি না তার উপরেই এখন নির্ভর করছে ভারতের এশিয়ান কাপ মূলপর্বের ভাগ্য।

এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব

সিঙ্গাপুর বনাম ভারত

সময় : বিকাল ৫টা, **স্থান :** কালাং
সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

ভারতের দুর্গ সামলাতে তৈরি হচ্ছেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু। বুধবার সিঙ্গাপুরের কালাংয়ে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ে দ্রাবিড়কে কৃতিত্ব রোহিতের!

মুখ খুলেই ঘুরিয়ে নিশানা গম্ভীরকে

মুম্বই, ৮ অক্টোবর : নেতৃত্ব হারানোর পর প্রথমবার প্রকাশ্যে রোহিত শর্মা।

মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত এক বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে স্ত্রী রীতিকা সজদেওকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন হিটম্যান। মজা নিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি, রিকি পন্টিং, ড্যানি মরিসনকে নিয়ে কৌতুক শিল্পী শরাঙ্গ শ্রীঙ্গাপুরির মিমিক্রির। হাসিতে কার্যত লুটোপুটি খেলেন রোহিত। স্ত্রী রীতিকাও। অনুষ্ঠানে রোহিতের বিন্দাস মেজাজ দেখে বোঝা মুশকিল গত কয়েকদিন কেমন ঝড় বয়ে গিয়েছে তাঁর ওপর দিয়ে।

> আমি এবং রাহুলভাই যখন টি২০ বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরিকল্পনা করছিলাম, তখন দলের এই সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আমাদের ভীষণভাবে সাহায্য করেছিল। আমরা কার্যত এটাই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি।
>
> **রোহিত শর্মা**

অধিনায়ক হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ সুনীল গাভাসকার বিশেষ মেমেন্টো তুলে দেন রোহিতের হাতে। যে স্মারক হাতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের স্মৃতি রোমন্থনে ভিতরের যন্ত্রণা, অসন্তোষ বেরিয়ে এল। গৌতম গম্ভীরের কোচিংয়ে ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতলেও তাঁর নামই নিলেন না রোহিত! বলে দেন, সাফল্যের নেপথ্যে পূর্বতন কোচ রাহুল দ্রাবিড়! ২০২৪ সালে টি২০ বিশ্বকাপ জেতার পর দ্রাবিড় দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। গম্ভীরের প্রথম বড় সাফল্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়।

বছর আটত্রিশের রোহিত যদিও গম্ভীরকে কৃতিত্ব দিতে নারাজ। যুক্তি, দ্রাবিড়ের আমলেই টি২০ বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নীল নকশা তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। সেই পথে হেঁটেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাজিমাত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে থাকা প্রত্যেককে দীর্ঘদিন ধরে একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। কীভাবে ম্যাচ জিততে হবে, নিজেদের জন্য নিজেরাই চ্যালেঞ্জ তৈরি করা, আত্মতুষ্টিকে সরিয়ে ফোকাস থাকা- এসব ছিল যে প্রক্রিয়ার অঙ্গ।

টি২০ বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী অধিনায়ক বলেছেন, 'আমি এবং রাহুলভাই যখন টি২০ বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরিকল্পনা করছিলাম, তখন দলের এই সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আমাদের ভীষণভাবে সাহায্য করেছিল। আমরা কার্যত এটাই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি। ২০২৩ সালে ফাইনাল লাইন অতিক্রম করতে পারিনি। তারপর সবাই মিলে বসে দলের জন্য নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। তারই সুফল পরবর্তী দুই আইসিসি টুর্নামেন্টে।'

২০২৩ সালে ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন ভেঙে যায় ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে। তার আগে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালেও হারতে হয়েছে। যে আক্ষেপ নিয়ে রোহিত বলেছেন, '২০১৫ থেকে আমরা ওডিআই বিশ্বকাপ, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের খুব কাছাকাছি পৌঁছেও বারবার হতাশ হতে হয়েছে। ২০২৩ সালে ফের ফাইনালে হার। অল্পের জন্যের ফের ট্রফি হাতছাড়া।' আক্ষেপ পূরণ করতে চান ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে।

প্রশ্ন, আদৌ কি সেই সুযোগ পাবেন রোহিত? বছর আটত্রিশের রোহিতকে '২৭ পর্যন্ত গম্ভীর-অজিত আগরকাররা টানবেন? রোহিতের চোখ আপাতত অজি সফরে। বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে আমি সবসময় ভালোবাসি। ওদের দেশে খেলা সহজ নয়। প্রতিবার নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করে থাকে। আশা করি, ওখানে আমরা যে লক্ষ্য নিয়ে যাব, তা পূরণে সক্ষম হব।'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের জন্য রোহিত শর্মাকে বিশেষ স্মারক তুলে দিলেন সুনীল গাভাসকার।

তিন ঘণ্টা প্রস্তুতি হিটম্যানের

মুম্বই, ৮ অক্টোবর : চলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ। চলতি সিরিজ নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের তেমন আগ্রহের খবর নেই।

বরং ক্রিকেটপ্রেমীদের নজরে ১৯ অক্টোবর থেকে পারথে শুরু হতে চলা টিম ইন্ডিয়ার মিশন অস্ট্রেলিয়া। সৌজন্যে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। প্রথমজন সম্প্রতি একদিনের নেতৃত্ব হারিয়েছেন। কিন্তু তারপরও তিনি নিজেকে নতুনভাবে মেলে ধরতে বদ্ধপরিকর। অপরজন কোহলির জন্যও আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফর মহা গুরুত্বপূর্ণ। সূত্রের খবর, রোহিত-বিরাটরা অস্ট্রেলিয়ায় তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজের পর ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পথে। শেষপর্যন্ত 'রোকো' জুটি ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন কি না, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের অন্যতম সেরা দুই তারকা স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে নিজেদের সেরাটা মেলে ধরতে বদ্ধপরিকর।

মুম্বইয়ে গতকাল রাতে এক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিতকে দারুণ মেজাজে দেখা গিয়েছিল। আজ মুম্বইয়ের বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্সের মাঠে তিন ঘণ্টার নিবিড় ব্যাটিং অনুশীলনে ডুবে ছিলেন হিটম্যান। অস্ট্রেলিয়ার পিচে বাড়তি বাউন্সের কথা মনে রেখে হিটম্যান আলাদাভাবে বাউন্সি পিচে অনুশীলন করেছেন। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধু অভিষেক নায়ারও ছিলেন বলে খবর। জানা গিয়েছে, রোহিতকে আগের মতোই সাবলীলভাবে ব্যাটিং চর্চা করতে দেখা গিয়েছে তিন ঘণ্টার দীর্ঘ অনুশীলনে। হিটম্যানের দীর্ঘ অনুশীলনের দিনই আইসিসি টেস্ট র‍্যাংকিং প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে আহমেদাবাদ টেস্টের সাফল্যের সুবাদে ব্যাটারদের তালিকায় ২৫ নম্বরে উঠে এসেছেন অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা। ইংল্যান্ড সফরের পর ঘরের মাঠে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে চলতি টেস্টেও বল হাতে সাফল্যের পুরস্কার হিসেবে মহম্মদ সিরাজেরও র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি ঘটেছে। বোলারদের তালিকায় ১২ নম্বরে উঠে এসেছেন সিরাজ।

অনুশীলনের পর রোহিত শর্মা।

দুই দলে ভাগ হয়ে ডনের দেশে ভারত

এদিকে, মিশন অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্যে ১৫ অক্টোবর দুইভাগে ভাগ হয়ে পারথ উড়ে যাচ্ছে শুভমান গিলের ভারত। জানা গিয়েছে, দিল্লি থেকে পুরো দল পারথ যাবে। একই বিমানে পুরো দলের টিকিটের সমস্যা হওয়ার কারণে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একটি দল সকালের বিমানে যাচ্ছে পারথ। অপর দল রাতের বিমানে যাচ্ছে বলে বিসিসিআই সূত্রের খবর।

নয়া অধিনায়ক অভিমন্যু, স্কোয়াডে সুমিতও

সামিকে রেখেই রনজির দল ঘোষণা বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবর : নুতন দিন। নতুন স্বপ্ন। নতুন ভাবনা।

আর বাংলা ক্রিকেটের সেই নয়া ভাবনা নিয়ে সিএবি-র অন্দরে শুরু হয়েছে ধুন্ধুমার। অনুষ্টুপ মজুমদারকে সরিয়ে ১৫ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা রনজি ট্রফি মরশুমে বাংলার নয়া অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অভিমন্যু ঈশ্বরণকে। আগামীর লক্ষ্যে এমন সিদ্ধান্ত বলে দাবি সিএবি-র। সমস্যাটা অন্য জায়গায়। শেষ মরশুমে বাংলার অধিনায়ক তথা সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে সফল ও ধারাবাহিক ক্রিকেটার অনুষ্টুপকে না জানিয়ে তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন এমন সিদ্ধান্ত হল? সন্ধ্যার দিকে বাংলার দল ঘোষণার পর কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেছেন, 'আগামীর লক্ষ্যে অভিমন্যুকে বাংলার অধিনায়ক করা হয়েছে। সাম্প্রতিক পারফরমেন্সের কথা বিবেচনা করে সেরা দলই বেছে নিয়েছি আমরা।'

নয়া অধিনায়ক নিয়ে বিতর্কের মাঝেই বাংলা ক্রিকেটের জন্য এসেছে সুখবর। মহম্মদ সামিকে রেখেই দল ঘোষণা হয়েছে আজ। জানা গিয়েছে, আগামী রবিবার রাতে কলকাতায় হাজির হচ্ছেন সামি। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ১৫ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা প্রথম ম্যাচে খেলবেন সামি। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'সামিকে প্রথম ম্যাচ থেকে পাওয়ার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। রবিবার রাতে ওর কলকাতায় হাজির হওয়ার কথা। সামি খেললে নিশ্চিতভাবেই বাংলা দলের শক্তি বাড়বে।' কোচ লক্ষ্মীরতন দলের বোলিংয়ের শক্তি বাড়ার কথা জানিয়েছেন। কারণ, চোটের কারণে মুকেশ কুমার ও শাহবাজ আহমেদকে রনজির অন্তত তিনটি ম্যাচে পাবে না বাংলা। ফলে সামি সেই অভাব পূরণ করতে পারবেন নিশ্চিতভাবেই। সামির সঙ্গে আকাশ দীপকেও প্রথম ম্যাচ থেকেই পাবে বাংলা দল। শনিবার রাতে বেঙ্গালুরু থেকে কলকাতায় হাজির হচ্ছেন আকাশ।

১৭ সদস্যের বাকি বাংলা দলে তেমন কোনও চমক নেই। অনেকটাই প্রত্যাশিত দল। অধিনায়ক অভিমন্যুর ডেপুটির দায়িত্ব পেয়েছেন অভিষেক পোড়েল। শেষ মরশুমে রনজি অভিষেকের পর দারুণ ছন্দে থাকা বালুরঘাটের জোরে বোলার সুমিত মহন্তও রয়েছেন স্কোয়াডে। তাঁকে নিয়ে আশাবাদী বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতনও। আজকের মতো আগামীকালও সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে বাংলার অনুশীলন রয়েছে। শুক্রবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হওয়ার কথা বাংলা দলের চূড়ান্ত প্রস্তুতি। যদিও কলকাতায় টানা বৃষ্টির কারণে শেষপর্যন্ত কতটা অনুশীলন করতে পারবেন অভিমন্যুরা, সেটাই এখন দেখার।

বাংলার ঘোষিত দল : অভিমন্যু ঈশ্বরণ (অধিনায়ক), অভিষেক পোড়েল (সহঅধিনায়ক), সুদীপকুমার ঘরামি, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, অনুষ্টুপ মজুমদার, সুমন্ত গুপ্ত, সৌরভকুমার সিং, বিশাল ভাট্টি, মহম্মদ সামি, আকাশ দীপ, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, সাকির হাবিব গান্ধি, ঈশান পোড়েল, কাজি জুনেইদ সইফি, রাহুল প্রসাদ, সুমিত মহন্ত ও বিকাশ সিং।

রনজি ট্রফির আগে জিম সেশনে মহম্মদ সামি।

স্পিন বোলিং করতেও প্রস্তুত সঞ্জু!

মুম্বই, ৮ অক্টোবর : ব্যাটিং, উইকেটকিপিংয়ের সঙ্গে স্পিন বোলিং!

ভারতীয় দলের টিম ম্যানেজমেন্ট চাইলে দলের প্রয়োজনে তা করতেও রাজি সঞ্জু স্যামসন! এশিয়া কাপের পর বেশ কিছুদিন পার। যদিও সঞ্জুর ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না। গতকাল এক অনুষ্ঠানেও যে প্রশ্নের মুখে পড়তে হল সঞ্জুকে। জবাবে বিতর্ককে ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। কিছুটা মজার সুরে ডানহাতি সঞ্জু জানিয়ে দিলেন, প্রয়োজনে ৯ নম্বরে ব্যাটিং, এমনকি বাঁ হাতে স্পিন বোলিং করতেও তিনি রাজি। এতে তিনি কিছু মনে করবেন না।

কেরলের তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার বলেছেন, 'ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপানোর পর কোনও কিছু নিয়ে 'না' বলার জায়গা থাকে না। ভারতীয় জার্সি পাওয়ার জন্য প্রচুর ঘাম ঝরিয়েছি। একমাত্র লক্ষ্য, জায়গা ধরে রেখে ভারতীয় দলের সাজঘরে থাকা। দেশের হয়ে খেলাটা আমার কাছে সবসময় গর্বের। যদি আমাকে ৯ নম্বরে ব্যাটিং, এমনকি বাঁহাতি স্পিন করতে বলা হয়, আমি প্রস্তুত। মূল কথা দেশের হয়ে যে কোনও দায়িত্ব নিতে আমি রাজি। এতে মনে করার কিছু নেই।'

১০ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে বারবার ব্রেক লেগেছে। মাঝেমধ্যেই ছিটকে গেছেন দল থেকে। সঞ্জুর মতে যার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক কেরিয়ার এক দশক পূর্ণ হল। কিন্তু এই দশ বছরে মোট ৪০টি ম্যাচ খেলেছি। তবে সংখ্যা সবকিছু নয়। আজ যে জায়গায় আছি, তার জন্য গর্বিত আমি। যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাকে, তার জন্য আমি গর্বিত। বাইরে কে কী বলছে, তাতে কর্ণপাত না করে নিজের কাজে ফোকাস রাখি সবসময়। আগামীতেও যার ব্যতিক্রম হবে না।'

মুম্বইয়ে একটি অনুষ্ঠানে বরুণ চক্রবর্তী, শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গে খোশমেজাজে সঞ্জু স্যামসন।

অজি দল ছাড়তে অর্থের 'টোপ' কামিন্স-হেডকে!

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটকে গুডবাই জানিয়ে শুধু ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলতে হবে। যার জন্য পারিশ্রমিকও আকাশছোঁয়া। প্রতিবছর মাথাপিছু ৫৮.২ কোটি টাকা! ক্রিকেট দুনিয়ার মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া এমনই প্রস্তাব নাকি পেয়েছেন প্যাট কামিন্স ও ট্র্যাভিস হেড। শর্ত পরিষ্কার, সংশ্লিষ্ট আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির একাধিক টিম বিভিন্ন লিগে খেলে। কামিন্স, হেডকে ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে সেইসব লিগে অংশ নিতে হবে। জাতীয় দল অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলা যাবে না। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে 'ছুটি' নিয়ে ওই আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে বিভিন্ন লিগ খেলতে হবে। এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছে অস্ট্রেলিয়ার একাধিক সংবাদপত্র।

৫৮ কোটির প্রস্তাব আইপিএল টিমের

কামিন্স, হেড বা আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি, কোনও পক্ষই এখনও মুখ না খুললেও এহেন খবরে রীতিমতো চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। দুই অজি ক্রিকেটারই দেশের হয়ে খেলার প্রতি দায়বদ্ধ। গত বছর আইপিএল থেকে ১৮ কোটি টাকা পেয়েছেন কামিন্স। সেখানে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার থেকে বছর পিছু প্রাপ্য ৮.৭৪ কোটি টাকা। তার সঙ্গে অধিনায়ক হিসেবে বাড়তি অর্থ। সবকিছু যোগ করলে ৫৮.২ কোটির ধারেকাছে আসবে না! কামিন্স, হেড-দুইজনেই কেরিয়ারের মধ্যগগণে রয়েছেন। আন্তর্জাতিক কেরিয়ার হয়তো আর ৩-৪ বছর। ফলে ভবিষ্যতের আর্থিক সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে বিশাল অঙ্কের যে প্রস্তাব অবহেলা করাও মুশকিল। জল শেষপর্যন্ত কোন দিকে গড়াবে, উত্তর সময়ের হাতে।

এদিকে, পিঠের চোটের জন্য হয়তো আসন্ন অ্যাসেজের প্রথম টেস্ট মিস করতে চলেছেন কামিন্স। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সফরের পর থেকেই অজি অধিনায়ক কামিন্স পিঠের চোটে ভুগছেন। সূত্রের খবর, প্রথম টেস্টের আগে কামিন্সের পক্ষে ১০০ শতাংশ ফিট হয়ে ওঠা মুশকিল।

নেতৃত্ব হারিয়ে 'অবাক' অনুষ্টুপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবর : শেষ মরশুমে তিনি বাংলা রনজি ট্রফি দলের অধিনায়ক ছিলেন। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও তাঁকেই আসন্ন মরশুমে অধিনায়ক রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দল নির্বাচনি সভায় বদলে গেল ছবিটা। অনুষ্টুপ মজুমদারকে সরিয়ে বাংলার নয়া অধিনায়ক হলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ।

আজ সন্ধ্যায় সিএবি-তে আসন্ন মরশুমে বাংলার রনজি স্কোয়াড ঘোষণা হয়ে গেল। নতুন অধিনায়ক হিসেবে অভিমন্যুর নাম ঘোষণা হয়ে গেল। মজার কথা, সিএবি বা বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে দলের সবচেয়ে সিনিয়ার সদস্য অনুষ্টুপের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা হয়নি। তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে অভিমন্যুকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা জানানো হয়নি অনুষ্টুপকে। এমন সিদ্ধান্তে রীতিমতো অবাক অনুষ্টুপ। যদিও সরকারিভাবে তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। সিএবি ও বাংলা দলের তরফে আগামীর লক্ষ্যে অভিমন্যুর উপর ভরসা রাখার কথা জানানো হয়েছে। অথচ, বাংলার অধিনায়ক হিসেবে অভিমন্যু একেবারেই নতুন নন। ২০২০ সালের মার্চ মাসে বাংলা যখন রাজকোটে সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রনজি ফাইনাল খেলেছিল, সেই দলের অধিনায়ক ছিলেন অভিমন্যু। তাই অনুষ্টুপকে (সম্ভবত শেষ মরশুম) আচমকা নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে অভিমন্যুকে দায়িত্বে আনার সিদ্ধান্তে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে বঙ্গ ক্রিকেটে। মুখ খুললে শাস্তির কবলে পড়তে হবে, এমন আশঙ্কা থেকে কেউ কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাইছেন না।

অজিদের 'হোয়াইটওয়াশ' ভারতের

ম্যাকে, ৮ অক্টোবর : দুই দিনেই শেষ ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার অনূর্ধ্ব ১৯ দলের দ্বিতীয় টেস্ট। ৭ উইকেটে অজিদের হারিয়ে সিরিজে 'হোয়াইট ওয়াশ' ভারতের যুবদের।

বুধবার ৭ উইকেটে ১৪৪ রান হাতে নিয়ে খেলতে নেমে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১৭১ রানে। মঙ্গলবার প্রথম ইনিংসে অজিরা করেছিল ১৩৫ রান। ৩৬ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে তাদের সংগ্রহ ১১৬ রান। ফলে জয়ের জন্য ভারতের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় মাত্র ৮১ রান। ৩ উইকেট হারিয়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় তারা। ভারতের হয়ে বেদান্ত ত্রিবেদি ৩৩ রানে অপরাজিত থাকেন। ম্যাচের সেরা হয়েছেন পেসার হেনিল প্যাটেল।

হ্যারিসকে খোঁচা হার্দিকের

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : সদ্যসমাপ্ত এশিয়া কাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন পাকিস্তানের পেসার হ্যারিস রউফের বিমান ধ্বংসের ইঙ্গিতের ঘটনায় এবার মুখ খুললেন ভারতীয় হকি দলের সহঅধিনায়ক হার্দিক সিং। তিনি নতুন অর্থ খুঁজে বের করেছেন হ্যারিসের ইঙ্গিতের। পাক দলের পারফরমেন্সে খোঁচা দিয়ে হার্দিক বলেছেন, 'গ্রাফ নীচে পড়েই রয়েছে, ওটা নতুন করে আর নীচে নামবে না। কোনও সন্দেহ নেই যে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাস্তবে আর নেই।'

নিজের বক্তব্যের সমর্থনে হার্দিক আরও যোগ করেছেন, 'শেষবার পাকিস্তান ভারতের হকি দলকে হারিয়েছিল ২০১৪ সালে। তারপর ওরা আমাদের হারাতে পারেনি। অর্থাৎ শেষ ১২-১৩ বছরে আমরা হারিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।' তবে হার্দিকের বিশ্বাস প্রতিভা সীমান্তপারেও রয়েছে। কিন্তু পরিকাঠামোর অভাবে পারফর্ম তাঁরা করতে পারছেন না। হার্দিকের মন্তব্য, 'আমার মনে হয় ওদের অ্যাথলিটরাও ভালো। পরিকাঠামোর অভাবে ওরা পিছিয়ে পড়ছে।'

লিগ সূচি নিয়ে ক্লাবগুলির সঙ্গে যোগাযোগ এফএসডিএলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবর : এই মরশুমের আইএসএল পরিচালনা কি এফএসডিএলের হাতেই?

সুপার কাপ শুরু হতে চলেছে। কিন্তু ইন্ডিয়ান সুপার লিগ নিয়ে ভারতীয় ফুটবলে কারও কাছেই তেমন পরিষ্কার ধারণা নেই। প্রায় মাস দুয়েক আগে দুই পক্ষের আলোচনায় ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড নিজেদের স্বত্ব ছাড়ার কথা ঘোষণা করে। তারও আগে তারা এই মরশুমের আইএসএল হঠাৎই চুক্তির মেয়াদ ৮ ডিসেম্বর শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং নতুন চুক্তি নিয়ে কোনও ঐকমত্যে আসা যায়নি, একথা জানিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেওয়ার কথা জানানোর পরই এদেশের ফুটবলে অচলাবস্থা শুরু হয়। এরপরেই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে নিজেদের মধ্যে আসন্ন ফুটবল মরশুম নিয়ে আলোচনা করে কাজ শুরু করার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ বেঞ্চ। যা মেনে নিয়ে এফএসডিএল থেকে জানায়, তারা যাবতীয় স্বত্ব ছেড়ে দিচ্ছে এবং বকেয়া টাকাও ফেডারেশনকে দিয়ে দিতে রাজি তারা। কিন্তু মজার কথা হল, এই এফএসডিএল ইতিমধ্যেই আসন্ন মরশুমে কোন কোন তারিখে তাদের রাজ্যে ম্যাচ করতে সমস্যা হতে পারে, এটা জানতে চেয়ে ক্লাবগুলিকে চিঠি দিয়েছে। যা তাদের সূচি তৈরি করার জন্য প্রয়োজন। ফলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, এখনও দরপত্র বাজারে ছাড়া না হলেও কীভাবে এফএসডিএল আসন্ন লিগ নিয়ে কাজ শুরু করে। তাছাড়া সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া নতুন সংবিধান অনুযায়ী লিগ পরিচালনা করার কথা এআইএফএফের। যা আগামী ১২ অক্টোবর বিশেষ সাধারণ সভার পর সরকারিভাবে গ্রহণ করবে ফেডারেশন। সবমিলিয়ে দেশের সর্বোচ্চ লিগ নিয়ে প্রশ্ন অনেক। তবে এরইমধ্যে মঙ্গলবার ইন্টার কাশীর আই লিগ থেকে আইএসএলে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা সরকারিভাবে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়। ফলে ১৪ দলের লিগ হওয়া প্রায় নিশ্চিত। একান্তই যদি না মহমেডান স্পোর্টিং বা অন্য কোনও দলের যোগদানে বাধা আসে।

ফিফার কমিটিতে ভালেঙ্কা, ইন্টার কাশী আইএসএলে

এদিকে, এদিন চার্চিল ব্রাদার্সের অন্যতম কর্ণধার ও এআইএফএফ কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য ভালেঙ্কা আলেমাও ভারত থেকে ফিফা উইমেন্স ফুটবল ডেভেলপমেন্ট কমিটির সদস্য হলেন। ২০২৯ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে থাকবেন। এই প্রথম কোনও ভারতীয় মহিলা ফিফার কোনও কমিটিতে নির্বাচিত হলেন।

নীতীশকে অলরাউন্ডার ‘তৈরির’ লক্ষ্য ভারতের

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের প্রস্তুতি শুরু করলেন শুভমান গিল

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : প্রথম টেস্ট আড়াই দিনে শেষ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিবর্ণ ক্রিকেট প্রশ্ন তুলে দিয়েছে টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে। দ্বিস্তরীয় টেস্ট ফর্ম্যাটের দাবিকে জোরদার করছে ভারতের একবল্গা দাপট। এরমধ্যেই আলোচনার কেন্দ্রে শুক্রবার শুরু দ্বিতীয় তথা সিরিজের শেষ টেস্টের উইকেট। পিচ প্রস্তুতকারক রাখঢাক না করেই জানিয়েছেন, অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে প্রথম দু’দিন ব্যাটিং উপভোগ করবে ব্যাটাররা।

ম্যাচ যত গড়াবে ক্রমশ স্লো টার্নারে পরিণত হবে কালো মাটির পিচ। ফলে শুরু থেকে ছড়ি ঘোরানো সহজ হবে না স্পিনারদের। আয়োজকদের দাবি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটাররা নিজেদের ঠিকঠাক মেলে ধরতে পারলে অন্তত তিনদিনে ম্যাচ শেষ হবে না। আহমেদাবাদের চেয়ে দীর্ঘ হবে নয়াদিল্লির টক্কর।

কোটলা পিচ নিয়ে এহেন চাপানউতোরের মধ্যে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের ব্যস্ততা নীতীশ কুমার রেড্ডিকে নিয়ে! লক্ষ্য ভারতীয় টেস্ট দলে পেস অলরাউন্ডারের অভাব মেটানো। তাই হায়দরাবাদি তারকার বোলিং-ব্যাটিংয়ে ধার বাড়ানোর কাজে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছেন গৌতম গম্ভীররা। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই দাবি গম্ভীরের সহকারী রায়ান টেন ডোসেটের।

সহকারী কোচ রায়ানের কথায়, দলের অন্যতম লক্ষ্য পেস-বোলিং অলরাউন্ডার তৈরি। পেস অলরাউন্ডার থাকা মানে বাড়তি বিকল্প। প্রথম টেস্টে নীতীশ বেশি কিছু করার সুযোগ না পেলেও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট পূর্ণ আস্থা রাখছে। নিয়মিত দলে রাখার পাশাপাশি নেট সেশনে চলছে নীতীশকে নিয়ে বাড়তি পরিশ্রম জারি। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অলরাউন্ডার হিসেবে নিজের দক্ষতার প্রমাণ রেখেছিল। যা দলকে আশাবাদী করে তুলেছে।

পতনের শুরু অনেক আগে থেকে : স্যামি

অবশ্য দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম একাদশ নিয়ে এখনই মুখ খুলতে রাজি নন রায়ান। তবে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম সেই ইঙ্গিতও দিয়ে রাখলেন। জানান, পিচ কিছুটা শুকনো। পেসাররা কতটা সাহায্য পাবে তা নিয়ে সন্দেহ থাকছে। তবে টিম কম্বিনেশনে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। নীতীশকে যখন তৈরির প্রচেষ্টা চলছে, তখন তিন স্পিন অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল দলের সম্পদ। ইংল্যান্ডের পর ঘরের মাঠেও যার সুফল মিলেছে। ম্যাচ জেতানো পারফরমেন্স করে দেখাচ্ছেন জাদেজারা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ শিবির অপরদিকে আহমেদাবাদের লজ্জাজনক হারের ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অধিনায়ক রোস্টন চেজের মতো হেডকোচ ড্যারেন স্যামির মুখেও ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের পতনের হতাশা। বলেছেন, ‘শেষবার ১৯৮৩ সালে ভারতে টেস্ট সিরিজ জিতেছিলাম আমরা। গত ৪২ বছরে যে সাফল্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। জানি আমার এবং আমার দলের প্রতিটি পদক্ষেপ অনুবীক্ষণ যন্ত্রে মাপা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব হল, সমস্যার শুরুটা ২ বছর আগে হয়নি। তারও অনেক আগে পতনের শুরু।’

মাঠে নামার আগে ব্যাট পরীক্ষায় রবীন্দ্র জাদেজা ও কুলদীপ যাদব।

সহজ জয়ে শিল্ড শুরু ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল-৪ (জয়, সাউল, হামিদ, জিকসন)
শ্রীনিধি ডেকান এফসি-০

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কল্যাণী, ৮ অক্টোবর : লাল-হলুদ সমর্থকদের মুখে চওড়া হাসি। ৪-০ গোলে সহজ জয়। আইএফএ শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচে বিদেশিহীন শ্রীনিধি ডেকান এফসি-কে হেলায় হারাল ইস্টবেঙ্গল।

প্রতিপক্ষ তেমন শক্তিশালী নয়। তা বুঝেই রক্ষণে চার ভারতীয়র ওপর আস্থা রেখে আপফ্রন্টে চার বিদেশিকে খেলালেন অস্কার ব্রুজোঁ। সম্ভবত দ্রুত গোল তুলে নিতেই এই পন্থা। সেই লক্ষ্যে সফল ব্রুজোঁ। ম্যাচের আগাগোড়া শ্রীনিধি বক্সের আশপাশে অবাধে বিচরণ করলেন মিগুয়েল ফিগুয়েরো, হামিদ আহদাদরা। সেখানে লাল-হলুদ রক্ষণকে একেবারেই পরীক্ষার মুখে পড়তে হল না। নিজেদের রক্ষণ সামাল দিতেই হিমসিম খেল শ্রীনিধি।

৭ মিনিটে পিভি বিষ্ণুর মাইনাস বক্সে পেয়েছিলেন সাউল ক্রেসপো। তাঁর শট বিপক্ষ ডিফেন্ডারের গায়ে প্রতিহত হয়। ১৫ মিনিটে গোলের জন্য বল সাজিয়ে দিয়েছিলেন হামিদ। সহজ সিটার নষ্ট করেন বিপিন সিং। ১৭ মিনিটে বক্সের মধ্যে ফাঁকায় বল পেয়েও লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হন মিগুয়েল। ২১ মিনিটে সেই মিগুয়েলেরই ফ্রি কিক প্রথম প্রচেষ্টায় রুখে দিলেও বল বিপন্মুক্ত করতে পারেননি শ্রীনিধি গোলরক্ষক। ফিরতি বল নিখুঁত প্লেসিংয়ে গোলে পাঠান লাল-হলুদ জার্সিতে অভিষেক ম্যাচ খেলতে নামা জয় গুপ্তা। ৩৮ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করলেন সাউল। বিপিনের ক্রস ভিড়ের মধ্যে থেকে মাথা দিয়ে নামিয়ে জালে পাঠান স্প্যানিশ মিডফিল্ডার।

দ্বিতীয়ার্ধেও ছবিটা বিশেষ বদলায়নি। ১০ জনে মিলে রক্ষণ সামলাতেও কালঘাম ছুটল শ্রীনিধির। ৪৮ মিনিটে ডানদিক থেকে বিপিনের নীচু সেন্টার ডান পায়ের আলতো টোকায় গোলে পাঠান হামিদ। মিনিট তিনেকের ব্যবধানে চতুর্থ গোল করলেন পরিবর্ত নামা জিকসন সিং। সাউলের কর্নার ফ্লিক করে জালে ঠেলে দেন তিনি। চার গোল হলেও এদিন সহজাত ফুটবলটা খেলতে পারেননি মিগুয়েল, মহম্মদ রশিদরা। ওয়ান টাচ খেলতে বেশ সমস্যা হচ্ছিল। তুলনামূলকভাবে মন্থরও মনে হল ইস্টবেঙ্গলকে। তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ম্যাচ শেষে ব্রুজোঁ বলেছেন, ‘মাঠের অবস্থা খুব ভালো নয়। ঘাস শুকনো। বল ঠিকমতো গড়াচ্ছিল না। এই মাঠে গতিশীল ফুটবল সম্ভব নয়।’

ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা এদিন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলে শেষ বাঁশি বাজার সময় ব্যবধান কোথায় গিয়ে ঠেকত তা বলা বেশ মুশকিল। দলের এই সুযোগ নষ্টের প্রবণতা নিয়েও বেশ চিন্তিত অস্কার। বলেছেন, ‘সব দলের বিরুদ্ধে এত সুযোগ তৈরি হবে না। গোলের সুযোগ পেলে তা কাজে লাগাতে হবে। আশা করছি নতুন স্ট্রাইকার হিরোসি ইবুসুকি চলে এলে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে।’ এদিনই আবার লাল-হলুদে একবছর পূর্ণ করলেন ব্রুজোঁ। তিনি বলছিলেন, ‘এই একবছরে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটা এসেছে দলের মানসিকতায়। ধীরে ধীরে উন্নতি করছি। ফলাফলই বলছে আমরা সঠিক পথেই রয়েছি।’

ইস্টবেঙ্গল : দেবজিৎ, রাকিপ, লালচুংনুঙ্গা (জিকসন), মার্তন্ড, জয়, রশিদ (কেভিন), সাউল (সৌভিক), বিষ্ণু, মিগুয়েল, বিপিন (এডমুন্ড) ও হামিদ (ডেভিড)।

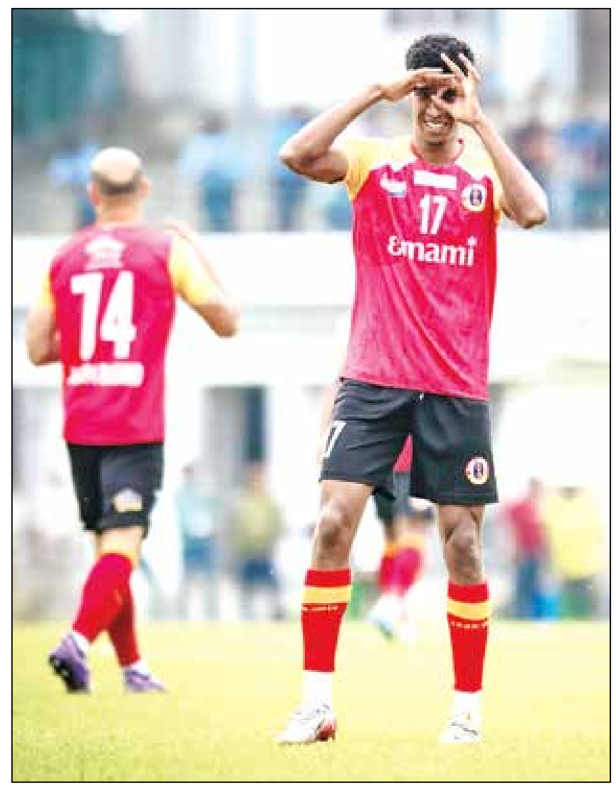

গোলের পর দূরবীন সেলিব্রেশনে ইস্টবেঙ্গলের হামিদ আহদাদ। বুধবার।

দল ঘোষণা নৌশাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবর : ইন্দোনেশিয়ায় প্রীতি ম্যাচ খেলবে ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দল। ১০ ও ১৩ অক্টোবরের এই দুই ম্যাচের জন্য ২৩ সদস্যের দল ঘোষণা করলেন কোচ নৌশাদ মুসা। দুই ম্যাচই হবে জাকার্তার গেলোরা বুং কার্নো মাদ্যা স্টেডিয়ামে।

ঘোষিত দল

গোলকিপার : দীপেশ চৌহান, মোহনরাজ কে, প্রিয়াংশ দুবে।

ডিফেন্ডার : বিকাশ ইয়ুমনাম, দীপেন্দু বিশ্বাস, হর্ষ পালান্ডে, মুহাম্মদ সাহিফ, রিকি মিতেই হাওবাম, রোশন সিং থাংজাম, সানাতোম্বা সিং ইয়াংলেম, সুমিত শর্মা।

মিডফিল্ডার : আয়ুষ দেব ছেত্রী, বেকে ওরাম, ড্যানি মেইতেই, লালরিনলিয়ানা নামতে, মহম্মদ আইমেন, ভিবিন মোহানন।

স্ট্রাইকার : মহম্মদ সুহেল, কোরৌ সিং থিনগুজাম, পার্থিব গগৈ, শ্রীকুট্টান এমএস, সুহেল আহমেদ বাট ও থোই সিং হুইদরোম।

NOTICE INVITING TENDER

1) Sealed Tender are invited by the undersigned vide **NIT No. 1/APAS/2025 under** Hemtabad GP Date of publishing of NIT on, 08-10-2025 Closing Date on 17-10-2025 at 3PM
NB:- Office Notice Board

Sd/-
Prodhan
No.4 Hemtabad G.P.

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ

☺ কনের নাম : **নিলুফা ইয়াসমীন**, পিতা- **মোঃ সামিউল ইসলাম**, মাতা- **নূরজাহান বেগম**, ঠিকানা- নোয়াগাঁও, খাদিম নগর, শাহপরান, সিলেট সদর-৩১০০। পাসপোর্ট নং- A11991049
☺ বরের নাম : **রুহন খন্দকার**, পিতা- **লিয়াকত আলী খন্দকার**, মাতা- **রাহিলা বিবি**, ঠিকানা- সিঙ্গিমারী ভেটাগুড়ি, দিনহাটা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৩৬১৩৪। ভারতীয় পাসপোর্ট নং- Y1597526
সন্তানের নাম- **উম্মে আয়াত খন্দকার**, পিতা- **রুহন খন্দকার**, মাতা- **নিলুফা ইয়াসমীন**, ঠিকানা- সিঙ্গিমারী ভেটাগুড়ি, ভেটাগুড়ি, দিনহাটা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, 736134। ভারতীয় পাসপোর্ট নং- C9664072, বয়স ১০ মাস। আমরা বিগত ২৬/০৭/২০২৩ ইং তারিখে রোজ বুধবার বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুসরণ করে আমাদের দুই পরিবারের পিতা মাতার উপস্থিতিতে এবং উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই বিবাহ সনদ নং ১১৫/২০২৫।

আইএফএ শিল্ডে আজ

গোকুলাম কেরালা এফসি বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট

সময় : দুপুর ৩টা, **স্থান :** কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : এসএসইএন অ্যাপ

প্রথম ম্যাচের আগে মুখে কুলুপ বাগানের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : আইএফএ শিল্ডে অভিযান শুরুর আগে চাপে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

মঙ্গলবার সমর্থকদের বিক্ষোভের জেরে উত্তাল হয়েছিল মোহনবাগান অনুশীলন। ফুটবলারদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় সমর্থকদের। যার জেরে বুধবার অনুশীলনে মুখে কুলুপ সবুজ-মেরুন শিবিরের।

প্রথমে ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায়। তার ওপর এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে আহল এফকে-র কাছে ঘরের মাঠে হার। এর সঙ্গে ‘গোদের ওপর বিষফোড়া’ হিসেবে যোগ হয়েছে ইরানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচ খেলতে না যাওয়া। যার জেরে সদস্য-সমর্থকদের প্রবল সমালোচনায় বিদ্ধ দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা। ফলে বৃহস্পতিবার গোকুলামের বিরুদ্ধে শিল্ডের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে মাঠে ও মাঠের বাইরে বেশ চাপে রয়েছে মোহনবাগান।

বুধবার টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে কোচ ও খেলোয়াড়দের কথাবার্তা বলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। যার জেরে চুপচাপ অনুশীলন করে স্টেডিয়াম ছাড়লেন দিমিরা। নিজেদের ওপর থেকে চাপ কমাতে আইএফএ শিল্ডকেই পাখির চোখ করেছেন মোহনবাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। সুপার কাপ দরজায় কড়া নাড়ছে। তার আগে শিল্ড জিতে আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার করতে চান বাগান কোচ।

প্রতিপক্ষ গোকুলাম কেরালা এফসি-কে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চান না মোলিনা। বৃহস্পতিবার প্রথম একাদশে চার বিদেশিতে খেলার ভাবনা রয়েছে তাঁর। গোলরক্ষক বিশাল কেইথ খেলবেন। চার ডিফেন্ডার হতে পারেন আশিস রাই, আলবার্তো রডরিগেজ, মেহতাব সিং ও টেকচাম অভিষেক সিং। মাঝমাঠে আপুইয়া-অনিরুদ্ধ থাপা জুটিই ভরসা। দুই উইংয়ে রবসন রোবিনহো ও মনবীর সিং খেলবেন। আপফ্রন্টে জেমি ম্যাকলারেন-জেসন কামিন্স জুটিই তুরুপের তাস হতে চলেছেন।

আইএফএ শিল্ডের সঙ্গে মোহনবাগানের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। ১৯১১ সালে প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে শিল্ড জিতে পরাধীন ভারতকে স্বাধীনতার প্রথম স্বাদ এনে দিয়েছিলেন শিবদাস ভাদুড়িরা। অথচ সেই প্রতিযোগিতায় ২০১৮ সালের পর খেলেনি সবুজ-মেরুন শিবির।

আপাতত খারাপ সময় কাটাতে ‘আইএফএ শিল্ড’-কেই আঁকড়ে ধরতে চাইছে মোহনবাগান।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট আক্রমণের দুই ভরসা জেমি ম্যাকলারেন ও জেসন কামিন্স। ছবি : ডি মণ্ডল

বন্ধু আলবার বিদায়ে মন খারাপ মেসির

ফ্লোরিডা, ৮ অক্টোবর : সের্জিও বুস্কেটসের পর জর্ডি আলবা। মরশুম শেষেই পেশাদারি ফুটবলকে বিদায় জানাচ্ছেন স্প্যানিশ লেফট ব্যাক।

বছর দুয়েক আগে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন। এবার বুটজোড়া পুরোপুরি তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন আলবা। বিদায় বার্তায় তিনি বলেছেন, ‘আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শেষ করার সময় এসেছে। এই মরশুম শেষে পেশাদারি ফুটবল জীবনে ইতি টানার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

মেসি আসার পরই ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছিলেন জর্ডি আলবা।

দীর্ঘ কেরিয়ারে বার্সেলোনার হয়ে চারশোরও বেশি ম্যাচ খেলেছেন আলবা। কাতালান ক্লাব ছেড়ে যোগ দেন ইন্টার মায়ামিতে। সেখানেও একশোর কাছাকাছি ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। ক্লাব ফুটবলে লিওনেল মেসির সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। লিওর বহু গোলে অবদান রয়েছে তাঁর। খুব স্বাভাবিকভাবেই বন্ধুর বিদায়ের খবরে মনখারাপ মেসির। তিনি লিখেছেন, ‘জর্ডি, তোমার অনুপস্থিতি অনুভব করব। ভীষণ অদ্ভুত লাগবে যখন দেখব বাঁদিকে তুমি নেই। বছরের পর বছর তুমি কত অ্যাসিস্ট করেছো আমাকে। এবার কে আমায় গোলের পাস বাড়াবে?’

জাতীয় দলের প্রাক্তন সতীর্থ সের্জিও র‍্যামোস লিখেছেন, ‘প্রিয় জর্ডি, আমরা একসঙ্গে কত রোমাঞ্চকর মুহূর্ত আর অভিজ্ঞতা ভাগ করেছি। একসঙ্গে কত সাফল্য উপভোগ করেছি। ফুটবল তোমাকে মিস করবে।’ আরেক প্রাক্তন বার্সা সতীর্থ নেইমার লেখেন, ‘জর্ডি, তোমার সঙ্গে খেলতে পারা বড় সম্মানের। সামনের সময়টা উপভোগ করো।’

ট্রফি নিয়ে মেখলিগঞ্জ ফুটবল একাদশ দল। ছবি : শতাব্দী সাহা

চ্যাম্পিয়ন মেখলিগঞ্জ একাদশ

ভোটবাড়ি, ৮ অক্টোবর : ভোটবাড়ি ইয়ং অ্যাসোসিয়েশন ক্লাবের একদিনের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল মেখলিগঞ্জ ফুটবল একাদশ। বুধবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ২-১ গোলে ধূপগুড়ি ইউনাইটেড এফসি-কে হারিয়েছে। শিয়ালেরবাড়ি মসজিদ মাঠে মেখলিগঞ্জের বুবাই মহম্মদ ও ফাইনালের সেরা রুবেল গোল করেন। ধূপগুড়ির গোলটি প্রতিযোগিতার সেরা রহিদের। সেরা গোলকিপার মেখলিগঞ্জের রানা।

জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্সে মালদার ৭

মালদা, ৮ অক্টোবর : জাতীয় জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে মালদা জেলার ৭ জন অ্যাথলিট। ১০ অক্টোবর থেকে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে এই প্রতিযোগিতা। সেখানে নামবে মিষ্টি কর্মকার (অনূর্ধ্ব-১৪ জ্যাভলিন থ্রো), সঞ্চিতা রায় (৩০০০ মিটার দৌড়), কঙ্কনা সরদার (অনূর্ধ্ব-২০ লং জাম্প), কাউল আখতার (ছেলেদের জ্যাভলিন থ্রো), পলাশ মণ্ডল (৫ হাজার মিটার হাঁটা), অনুনয় চন্দ্র সাহা (অনূর্ধ্ব-১৬ বিভাগে ৮০০ মিটার দৌড়) এবং সপ্তমী সিংহ (মেয়েদের ৫ হাজার মিটার হাঁটা)। দলের সঙ্গে আছেন মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাথলেটিক্স কোচ অসিত পাল। জেলার অ্যাথলিটদের সাফল্য কামনা করেছেন সংস্থার সচিব কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী।

সেমিতে বড়মরিচা

শীতলকুচি, ৮ অক্টোবর : এসডিএস কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল বড়মরিচা একাদশ। বুধবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে গোঁসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। বড়মরিচার রব্বানি মিয়াঁ ও গোঁসাইরহাটের আশিক সরকার গোল করেন। ম্যাচের সেরা বড়মরিচার মিজানুর রহমান। এর আগে বড়মরিচা ১-০ গোলে সিতাই একাদশের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন শামিম মিয়াঁ। গোঁসাইরহাট টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে ছোট শালবাড়ি জিপি-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনাল খেলবে বারোমাসিয়া নজরুল সংঘ ও ভাঐরথানা জিপি।

ক্রিকেট ট্রায়াল

কোচবিহার, ৮ অক্টোবর : আন্তঃ জেলা ক্রিকেটের আসন্ন মরশুমের জন্য কোচবিহার জেলা দল তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হল। বুধবার থেকে কোচবিহার স্টেডিয়ামে ট্রায়াল শিবির শুরু হয়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত জানিয়েছেন, ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত ট্রায়াল চলবে। প্রথম দিন ৩৬ জন ক্রিকেটার ট্রায়ালে নেমেছেন।